বিদ্যাসাগর

"বনফুল"

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—৬৲

মুদ্রাকর :
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭৷৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভূমিকা

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্ম্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত। আমি তাঁহার জীবনের একটি কার্য্যকে মূলসূত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

নাটকীয় প্রয়োজনে আমি জ্ঞাতসারেই নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়াছি—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য রক্ষা করি নাই, একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত ত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস-সম্মত করিতে পারি নাই। এই যোক্ত কার্য্যটির জন্য আমি তাঁহাদের বংশধরদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি। ইঁহাদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য যতটুকু ইতিহাস আমি সংগ্রহ রিতে পারিয়াছি, তাহা যতটা সম্ভব ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক কোন ইতিহাস না পাওয়াতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা যেন ক্ষুণ্ণ না হন, আমি যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারেই তাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত করিলাম।

আর একটি কথা বাহুল্য হইলেও বলিব। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে সকল উক্তি আছে, সেগুলিকে কেহ যেন আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া মনে না করেন, যে চরিত্রের মুখে যে কথা মানাইবে, তাহাই আমি তাহাদের মুখে বসাইয়া দিয়াছি মাত্র। কোন ব্যক্তি বা ধর্ম্মকে মহৎ অথবা ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুবিধ উপদেশ নাটকটির উন্নতি-বিধান করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার নিকট আমি

"বনফুল"

উৎসর্গ

শ্রীমতী করবী মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু,

করবী,

এখন তোমার বয়স একবছরও হয়নি তবু তোমার নামেই এই বইটি উৎসর্গ করলাম তার কারণ তোমার যেদিন জন্ম হয় ঠিক সেই দিনই আমি এই নাটকটি লিখতে আরম্ভ করি। এই বই বোঝবার মতো যখন তোমার বয়স এবং বুদ্ধি হবে তখন তোমার অভিমত শোনা যাবে। ইতি—

তোমার **বাবা**

১৮ই পৌষ, ১৩৪

ভাগলপুর

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগণ

পুরুষ

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগরের পিতা

দীনবন্ধু } বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা
শম্ভুচন্দ্র

নারায়ণ—বিদ্যাসাগরের পুত্র

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় } বিদ্যাসাগরের বন্ধুগণ
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মদনমোহন তর্কালঙ্কার
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

তারানাথ তর্কবাচস্পতি } বিদ্যাসাগরের অধ্যাপকগণ
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় } ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রধানগণ সকলেই বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ
রামগোপাল ঘোষ
রসিককৃষ্ণ মল্লিক
রাধানাথ শিকদার
রামতনু লাহিড়ী

কালীপ্রসন্ন সিংহ } স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ
ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রাধাকান্ত দেব

মিষ্টার মার্শাল—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ

মতিলাল—বিদ্যাসাগরের গ্রামবাসী

মদনলাল
জানকীজীবন } কালনাবাসী ভদ্রলোকগণ
হরিহর

তর্করত্ন
বিদ্যাবাগীশ } রাধাকান্ত দেবের অনুগৃহীত পণ্ডিতগণ
ন্যায়রত্ন
চূড়ামণি

নরু, মতি, ক্যাবলা, ন্যাপলা } তৎকালসুলভ ফক্কোড় ছোকরাগণ
গুরুচরণ, কালী

শ্রীরাম—বিদ্যাসাগরের ভৃত্য

ভৃত্য, একজন লোক, দুইজন ভদ্রলোক, সংকীর্ত্তনের দল, সাঁওতালের দল, বিপিন, হরেন, প্রভৃতি।

স্ত্রী

ভগবতী দেবী—বিদ্যাসাগরের জননী
দিনময়ী দেবী—বিদ্যাসাগরের পত্নী
সুরো—বিদ্যাসাগরের বাল্যসঙ্গিনী
তারানাথ তর্কবাচস্পতির পত্নী
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বালিকা বধূ
দুইজন বিধবা
একজন বারবনিতা

———

বিদ্যাসাগর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বীরসিংহায় বিদ্যাসাগরের শয়নকক্ষ। রাত্রিকাল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের নিকট বসিয়া বিদ্যাসাগর-পত্নী দিনময়ী দেবী পান সাজিতেছেন। পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি, অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। পিছনকার দেওয়ালের জানালার নীচে শুভ্র শয্যা পাতা। জানালাটি বন্ধ রহিয়াছে। শয্যার মাথার কাছে একটি ছোট টেবিল, টেবিলের সামনে চেয়ার। টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য টেবিল-বাতি রহিয়াছে, কিন্তু জ্বলিতেছে না। ঘরের কোণে একটা শেল্‌ফে বই দেখা যাইতেছে। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কিছু সাদা কাগজ এবং একটি দোয়াত। দোয়াতে কলম ডোবানো রহিয়াছে। কাগজ এবং দোয়াত-কলম

টেবিলের উপর রাখিলেন। দিনময়ী এক-
বার চোখ তুলিয়া চাহিলেন, তাহার পর
ডিবায় করিয়া পান দিলেন।

বিদ্যাসাগর। [এক খিলি পান মুখে পুরিয়া] নিবারণের কতদিন থেকে অসুখ হয়েছে?

দিনময়ী। তা অনেক দিন হ'ল, মাসখানেকের ওপর হবে।

বিদ্যাসাগর। আহা বেচারা সেদিন মাত্র বিয়ে করেছে, ছেলে-মানুষ বউ!

দিনময়ী। তুমি গেলে না যে? আমি তো ভাবছিলাম, খেয়েই ছুটবে সেখানে।

বিদ্যাসাগর। মা যেতে দিলেন কই! বললেন, তুই এতটা পথ এসেছিস, আজ আর তোর গিয়ে কাজ নেই। মা নিজেই গেলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব

দিনময়ী। কতদিন পরে আজ তুমি এলে!

বিদ্যাসাগর। এবার অনেক দিন আসি নি, না?

দিনময়ী কিছু না বলিয়া পানই সাজিতে
লাগিলেন। বিদ্যাসাগর আর এক খিলি
পান মুখে পুরিয়া দিনময়ীর দিকে চাহিলেন

একেবারে সময় পাই না আজকাল।

দিনময়ী অবনতমুখে পানই সাজিতে লাগিলেন

নতুন যে আলোটা আনলাম, সেটা কোথায় রাখলে?

দিনময়ী। ওই যে টেবিলের ওপর রয়েছে।

বিদ্যাসাগর। জ্বাল নি যে?

দিনময়ী। কি করে জ্বালতে হয় আমি জানি না। তেল ভ'রে রেখেছি।

বিদ্যাসাগর। ওতে আর জানবার কি আছে, দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিলেই জ্ব'লে উঠবে। দেশলাই কোথায়, দাও, আমিই জ্বালছি।

দিনময়ী উঠিয়া দিয়াশলাই আনিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর আলো জ্বালিলেন। দিনময়ী বিছানায় উপবেশন করিলেন।

দিনময়ী। এখন আবার লেখাপড়া করবে নাকি?

বিদ্যাসাগর। একটু লিখব ভাবছি। শম্ভুর কাছ থেকে তাই কাগজ কলম নিয়ে এলাম। রাস্তায় আসতে আসতে মনে হ'ল সীতার বনবাস নিয়ে একখানা বই লিখলে বেশ হয়। পাঁচ কাজে হয়তো ভুলে যাব, খানিকটা ফেঁদে রাখি। 'উত্তররামচরিত' খানা এখানে আছে, না কলকাতায় আছে কে জানে! দেখি।

শেল্‌ফের নিকট গিয়া খুঁজিতে লাগিলেন

বই কি থাকবার জো আছে? এই যে আছে দেখছি। ইস, ধূলো জমেছে কত! [ঝাড়িলেন] ধূলোগুলো ঝেড়ে রাখতে পার না?

দিনময়ী। তোমার বই-পত্তরে হাত দিতে ভয় করে আমার।

বিদ্যাসাগর। হাতে ঝাঁটা থাকতে ভয় কি তোমাদের?

বিদ্যাসাগর চেয়ারে উপবেশন করিলেন, আলোটা একটু উস্‌কাইয়া কমাইয়া ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর 'উত্তররামচরিত' উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে এক জা'গা'য় আট-কাইয়া গেলেন এবং তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দিনময়ী খাটের উপর বসিয়াই রহিলেন। খানিকক্ষণ কাটিল। পরে

দিনময়ী। আজকাল মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে, নয়?

বিদ্যাসাগর। [বই হইতে মুখ তুলিয়া] কি বলছ?

দিনময়ী। না, কিছুই নয়। বলছিলাম, আজকাল মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, শিখছে বইকি। গ্রামে গ্রামে এই বার মেয়ে-ইস্কুল করব, দেখ না।

দিনময়ী। আহা, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি কোন বিদ্যাসাগর আমাদের জন্যে ইস্কুল ক'রে দিত, হয়তো আমিও একটু লেখাপড়া শিখতে পারতাম।

বিদ্যাসাগর এখনই শেখ না।

দিনময়ী। এখন আর হয় না।

বিদ্যাসাগর তা হ'লে তখনও হ'ত না।

'উত্তররামচরিত' মুড়িয়া কাগজ টানিয়া লইয়া খানিকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর লিখিতে সুরু করিলেন। খানিকক্ষণ লেখার পর—

দিনময়ী। কি বই লিখছ বললে?

বিদ্যাসাগর। সীতার বনবাস।

দিনময়ী। সীতার দুঃখ বোঝ তুমি ?

বিদ্যাসাগর লেখা হইতে মুখ তুলিলেন

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] তার মানে ?

দিনময়ী। [হাসিয়া] কিছু না। লেখ।

বিদ্যাসাগরের মুখে একটি স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া তিনি লিখিতে লাগিলেন

দিনময়ী। চঞ্চলাকে আমার হিংসে হয়।

বিদ্যাসাগর। [লিখিতে লিখিতে] চঞ্চলা আবার কে ?

দিনময়ী। তিনু ভটচাজের বউ।

বিদ্যাসাগর। সুন্দরী নাকি ?

দিনময়ী। সুন্দরী না হ'লেও তার ভাগ্য ভাল, তার স্বামী বিখ্যাত বিদ্যাসাগর নয়।

বিদ্যাসাগর। [মুখ না তুলিয়া] কেন, বিদ্যাসাগরের অপরাধ ?

দিনময়ী মুচকী হাসিলেন

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা হয়েছে, তোমার সব বাণগুলিই লক্ষ্য ভেদ করেছে। কিন্তু দোহাই তোমার এটুকু লিখে নিতে দাও।

লিখিতে লাগিলেন

দিনময়ী। [আবদারের সুরে] শোবে চল, অনেক রাত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। আর একটু বাকি।

লিখিতে সুরু করিলেন, দিনময়ীর হাই উঠিল

দিনময়ী। চল, ওঠ এবার।

বিদ্যাসাগর। এই যে হয়ে গেল।

লেখা শেষ করিয়া কলম রাখিলেন

দিনময়ী। কই, এখনও উঠছ না যে ?

বিদ্যাসাগর। একটু প'ড়ে দেখি, দাঁড়াও।

পড়িতে লাগিলেন

নাঃ, এ সুবিধে হয় নি। কানের কাছে এত বকর বকর করলে কি লেখা যায় ?

কাগজটা সরাইয়া রাখিলেন। তাহার পর ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে দিনময়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

দিনময়ী নামটা তোমার বেখাপ্পা হয়েছে

দিনময়ী। কেন ?

বিদ্যাসাগর। তোমার যত প্রতাপ তো রাত্রেই।

দিনময়ী। আমার তো সবই খারাপ। বাসরঘরে যে টুকটুকে মেয়েটিকে পছন্দ করেছিলে, তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।

বিদ্যাসাগর। কেন, তুমিও তো বেশ।

দিনময়ী। ছাই।

বিদ্যাসাগর। ছাইই যদি হও, দামী ছাই—মুক্তোভস্ম।

দিনময়ী। আহা; ওঠ এবার, অনেক রাত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। জানালাটা খোল, বড় গরম।

দিনময়ী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িল। বিদ্যাসাগর আলো নিবাইয়া শুইতে

যাইবেন, এমন সময় বাতায়নপথে দূর হইতে ক্রন্দন-রোল ভাসিয়া আসিল।

ও কি, নিবারণ মারা গেল নাকি ?

দিনময়ী। তাইতো মনে হচ্ছে। আহা কচি বউটা বিধবা হ'ল।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে আমি যাই, বুঝলে ?

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জ্যোৎস্নালোকিত বাতায়নের সম্মুখে দিনময়ী প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বাহিরে বসিবার ঘর। ঘরে দুইটি দরজা, একটি ভিতরের দিকে, অপরটি বাহিরের দিকে। ঘরে আসবাবপত্র যাহা আছে তাহাতে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা সেগুলিকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া লিখিতেছেন, সম্মুখে একটি পুস্তক খোলা রহিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে মতিলালকে দেখা গেল, ইনি বীরসিংহানিবাসী এবং পূর্ব্বদৃশ্যে উল্লিখিত স্বর্গীয় নিবারণের প্রতিবেশী।

বিদ্যাসাগর। এস মতি। তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

মতিলাল। নিজের একটু দরকারে কলকাতায় এসেছি, তুমি কি নিবারণের মাকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দেবে ব'লে এসেছ ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

মতিলাল। তা হ'লে দাও, নিয়ে যাই।

বিদ্যাসাগর। ওদের খবর কি ?

মতিলাল। তুমি যদি সাহায্য না কর, সংসার চলবে না, নিবারণই তো যা কিছু রোজগার করত।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

বিদ্যাসাগর। আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ওই কচি বিধবাটার জন্যে। মাত্র ন'দশ বছর বয়স।

মতিলাল। তার নিজের কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হয় নি।

বিদ্যাসাগর। মানে ?

মতিলাল। সবাই জোর ক'রে তার সিঁদুর মুছে দিয়ে থান পরিয়ে দিয়েছে ব'লেই তাকে বিধবা ব'লে মনে হয়, আর কোন লক্ষণ নেই। একাদশীর দিন খালি একটু কাঁদে।

বিদ্যাসাগর। কাঁদে না কি ?

মতিলাল। হ্যাঁ খাবার জন্যে।

বিদ্যাসাগর। ও, বটে !

মতিলাল। [অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া] তবে আর বলছি কি নির্জ্জলা একাদশী তো তাকে দিয়ে করানোই গেল না এ পর্য্যন্ত। ঠিক লুকিয়ে কিছু খাবেই, আর কিছু না পাক আঁজলা আঁজলা ক'রে জল খাবে পুকুরে গিয়ে। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকম, বোয়েছ ?

বিদ্যাসাগরের সমস্ত মুখমণ্ডল বেদনাতুর হইয়া উঠিল, তিনি কোন কথা বলিলেন না। মতিলাল বলিয়া চলিলেন

গেল একাদশীতে খুড়ীমা তাকে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] তোমরা মানুষ, না পিশাচ ?

মতিলাল। [সবিস্ময়ে] তার মানে ?

বিদ্যাসাগর। ওইটুকু মেয়েকে জোর ক'রে একাদশী করাবার দরকার কি ?

মতিলাল। [আরও বিস্মিত] দরকার কি ! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এ কথা বলছ তুমি ?

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতের সম্বন্ধে তোমার ধারণা তো খুব নিখুঁত দেখছি।

টেবিলের ড্রয়ার টানিলেন

মতিলাল। বাঃ, আমাদের শাস্ত্রে—

বিদ্যাসাগর। তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করবার সময় নেই এখন আমার, এই নাও।

তাঁহাকে পাঁচ টাকা দিলেন

আর নিবারণের মাকে ব'লো, যেন একাদশীর দিন তাকে খেতে দেয়, ওই কচি মেয়েটাকে খেতে দিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে না।

মতিলাল। [উঠিয়া] আচ্ছা, তাই ব'লে দেব, তোমার মতামত যে এ রকম তা আমার জানা ছিল না। আমরা মুখ্যু মানুষ, দেশাচার মেনেই চলি। আচ্ছা, চললুম—তাই ব'লে দেব।

চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। দেশাচার !

পুনরায় লিখিতে শুরু করিলেন। একটু পরে দ্বারপ্রান্তে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতিকে দেখা গেল। ইনি স্থবির এবং বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষক। লাঠির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন।

বাচস্পতি। তোর কাছে একবার এলুম বাবা।

বিদ্যাসাগর। আসুন, বসুন।

চেয়ার আগাইয়া দিলেন, বাচস্পতি উপবেশন করিলেন, বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া রহিলেন

বাচস্পতি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স।

বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন, বাচস্পতি টেবিল হইতে খাতাখানা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে ধরিয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে পড়িবার চেষ্টা করিলেন।

বাচস্পতি। কোন গ্রন্থ রচনা করছ নাকি?

বিদ্যাসাগর। আজ্ঞে না, ইংরেজী লেখা অভ্যাস করছি।

যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, এমনই ভাবে বাচস্পতি খাতাখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন

বাচস্পতি। সংস্কৃত ভাষায় এত বড় পণ্ডিত তুমি, তোমার ও ম্লেচ্ছভাষা শেখবার প্রয়োজনটা কি? [সাড়ম্বরে] বিদ্যার সাগর তুমি—

বাচস্পতির নিকট অন্য কোন যুক্তির অবতারণা বৃথা মনে করিয়া বিদ্যাসাগর একেবারে সার যুক্তিটি বিবৃত করিলেন

বিদ্যাসাগর। শিখছি চাকরির জন্যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান সাহেবদের পড়াতে হয়, ইংরেজী না জানলে চলে না।

বাচস্পতি যেন আশ্বস্ত হইলেন

বাচস্পতি। ও, চাকরির জন্যে, তবু ভাল। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] হ্যাঁ, চাকরির জন্যে আজকাল লোকে না করছে কি? টুপি পরছে, পাৎলুন পরছে, বার্ডসাই খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, এমন কি খিরিষ্টান পর্য্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশ, শেখ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ

বিদ্যাসাগর। আপনি কি কিছু বলবেন আমাকে?

বাচস্পতি। বলব—মানে—

বাচস্পতি একটু যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর একটু সামলাইয়া লইলেন

দেখ ঈশ্বর, তোর রাগটিকে আমি বড় ভয় করি বাপু। অথচ সব কথা তোকে না ব'লেও থাকতে পারি না। তুই শুধু আমার ছাত্র ন'স, পুত্রস্থানীয়। রাগ করবি না বল।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন?

বাচস্পতি। মানে, এ পাড়ায় আমার একজন আত্মীয়ের বাড়িতেই এসেছিলাম আমি, ভাবলাম, তোর সঙ্গেও একবার দেখাটা ক'রে যাই। তুইও তো দেখিস নি, তোকে জানাতে পর্য্যন্ত সাহস হয় নি আমার।

বিদ্যাসাগর। কি জানাতে সাহস হয় নি ?

বাচস্পতি যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন

বাচস্পতি। আমি আবার দারপরিগ্রহ করেছি। তোর কথা রক্ষে করতে পারলাম না বাবা। তুই তো গোঁয়ারের মত মানা ক'রে দিয়ে চ'লে এলি, আমার দুঃখ-কষ্ট তো বুঝলি না। এই বুড়ো বয়সে পরিবার না থাকলে কে আমার দেখাশোনা করে বল ?

উভয়েই কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন

বিদ্যাসাগর। আমি তো বলেছিলাম, আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, আমি আপনার দেখাশোনা করব।

বাচস্পতি। সেটা কি একটা কাজের কথা বাবা ? গৃহধর্ম্ম করতে হ'লে গৃহিণী চাই, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, গার্হস্থ্য আশ্রম নিয়ে যখন আছি—

বিদ্যাসাগর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বাচস্পতি থামিয়া গেলেন এবং একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। বেশ, যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। এখন আমাকে বলবার কি দরকার ?

বাচস্পতি। দরকার তেমন কিছু—[একটু ইতস্তত করিয়া] তোর মাকে প্রণাম করবি না ?

বিদ্যাসাগর। না, আমি আর আপনার ভিটে মাড়াব না।

বাচস্পতি অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু অপ্রতিভ ভাবটাকে চাপা দিবার জন্য ক্রোধের ভান করিলেন

বাচস্পতি। জানি জানি, সে আগে থাকতেই জানি আমি। ওই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের সংস্পর্শে এসে তোমার মেজাজ যে দিন দিন আরও সায়েবী হয়ে উঠেছে, তা আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম আমি। যদিও গুরুপত্নীকে প্রণাম করতে শিষ্যেরই গুরুর বাড়িতে যাওয়া উচিত, কিন্তু তোমার গোঁ তো জানা আছে আমার, তাই সঙ্গে ক'রেই এনেছি—

বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন

বাচস্পতি। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] বাইরে পালকিতে আছে ডেকে নিয়ে আসব, না দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবি বাড়ির দরজা থেকে ?

বিদ্যাসাগর নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। বাচস্পতি তাঁহার প্রতি একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বালিকাকে লইয়া পুণঃ প্রবেশ করিলেন

এই দেখ, এর নামই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—আমার ছাত্র, কীর্ত্তিমান ছাত্র।

মেয়েটির বয়স দশ এগারো বৎসরের বেশি নয়। ফুটফুটে সুন্দরী। বিদ্যাসাগর বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন

বিদ্যাসাগর। ঘাটের মড়া আপনি, একে বিয়ে করেছেন! ওর

মুখ দেখে দয়া হ'ল না আপনার, এতটুকু দয়া হ'ল না ?

বাচস্পতি। দয়া করেছি বইকি। ওর বাপ একটি পয়সা কৌলিন্য-মর্য্যাদা দেয় নি আমাকে। হরিতকী মাত্র নিয়ে—

বিদ্যাসাগরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

বিদ্যাসাগর। [প্রায় চীৎকার করিয়া] আপনার চিতার আগুনের হলকায় এমন সুন্দর ফুলটিকে ঝলসে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, বলতে পারেন ?

মেয়েটি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল

বাচস্পতি। অত কথায় কাজ কি, তোর ওই চটি জুতো খুলে ঘা কতক বসিয়ে দে আমার পিঠে। চল গো, আমরা যাই। তুই এমন ব্যাভার করলি শেষটা

গমনোদ্যত

বিদ্যাসাগর। দাঁড়ান।

বাচস্পতি-দম্পতি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিদ্যাসাগর টেবিলের ড্রয়ার হইতে গোটা দুই টাকা বাহির করিয়া আগাইয়া গেলেন এবং টাকা দুইটি বধূটির পায়ের নিকট রাখিয়া প্রণাম করিলেন

বাচস্পতি। নাও, টাকা দুটো তুলে নাও, চল।

বধূ হেঁট হইয়া টাকা দুইটি তুলিয়া লইল

বিদ্যাসাগর। [অবরুদ্ধ কণ্ঠে] উঃ, আপনি যদি আমার গুরু না হতেন, তা হ'লে আজ—

বাচস্পতি। তা হ'লে কি করতিস ?

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে—[সহসা] দেখুন—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ

উৎপথ-প্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনং

আপনি—আপনার মুখদর্শন করব না আর।

বাচস্পতি। [সক্রোধে] কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর ? অর্ব্বাচীন, বেল্লিক—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

গালি দিতে দিতে পত্নীসহ বাচস্পতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

বিদ্যাসাগর। [সক্ষোভে] হতভাগা দেশ !

দ্বারপ্রান্তে একটি দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অল্প অল্প গোঁফ-দাড়ি উঠিয়াছে, মুখে চোখে সংযত শান্ত শ্রী

ভূদেব যে, এস এস, তারপর কি মনে ক'রে ?

ভূদেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন

ভূদেব। [স্মিত মুখে] দেশের ওপর যে ভারী চটেছেন দেখছি।

বিদ্যাসাগর। যে দেশে কুমারীরা কচি বুড়ো যে কোন বয়সের যে কোন লক্ষ্মীছাড়ার গলায় মালা দিয়ে কুল মান চোদ্দপুরুষ রক্ষে করে, সে দেশ নিয়ে গদগদ হয়ে ওঠবার কোন কারণ দেখতে পাই না।

ভূদেব। সব দেশেই অমন দু চারটে কু-প্রথা আছে। বিলেতে—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওটা কোন সান্ত্বনা নয়।

ভূদেব অপ্রতিভ হইলেন

ভূদেব। না, আমি তা বলছি না।

বিদ্যাসাগর। হঠাৎ কি মনে ক'রে এখন ?

ভূদেব। আমি এসেছি মধুর জন্যে।

বিদ্যাসাগর। মধু কে ?

ভূদেব। মধু ব'লে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে, আপনি চেনেন তো তাকে, খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে।

বিদ্যাসাগর। মনে পড়েছে। যে ছোকরা কলেজে এসে তিনবার স্যুট বদলায়, সেই কি ?

ভূদেব। [হাসিয়া] হ্যাঁ, সেই।

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে তার ?

ভূদেব। সে ক্রিশ্চান হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তা তো হবেই। এ হতভাগা সমাজে ভাল লোক টিকতে পারে কখনও ?

ভূদেব। কেন আমাদের সমাজে ভাল কিছু নেই ?

বিদ্যাসাগর। ভাল থাকলে সমাজ ছেড়ে লোকে পালাবে কেন ? কোন্ জিনিসটা ভাল আছে, শুনি ?

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] আর কিছু না থাক, আমাদের ইতিহাসে বিরাট অতীত আছে,

আমাদের কাব্যে মহৎ আদর্শ আছে, আমাদের শাস্ত্রে বহুদর্শিতার নিদর্শন আছে।

বিদ্যাসাগর। আছে আছে' বলছ কেন, ছিল ছিল বল। এখন দলাদলি আছে, খেউড় আছে, হাফ-আখড়াই আছে, বেশ্যার নাচ আছে, রসরাজ আছে।

ভূদেব। আপনি খারাপ দিকটাই দেখছেন খালি। রসরাজের নাম করলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীও তো আছে, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার আছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু ওদের গালাগালি দিতে দিতে যে এদেশের লোকের মুখে ফেকো উড়ে গেল! যে রামমোহন রায়কে পূজো করা উচিত, তাকে তোমরা দেশছাড়া করেছিলে, বিলেতে গিয়ে মৃত্যু হ'ল তাঁর।

ভূদেব। [বিনীত প্রতিবাদের হাসি হাসিয়া] না না, তিনি বিলেত গিয়েছিলেন বাদশার পেন্‌শনের ব্যাপার নিয়ে—

বিদ্যাসাগর। 'হ্যাঁ, ইতিহাসে ওই কথাই লেখা থাকবে। আসলে কিন্তু তিনি পালিয়েছিলেন তোমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে।

ভূদেব চুপ করিয়া রহিলেন

দেখ, এ দেশকে যদি বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এর গুণকীর্ত্তন না ক'রে ময়লা পরিষ্কার কর আগে। এ দেশের সৌভাগ্য যে ইংরেজ এদেশে এসেছে।

ভূদেব। সবই জানি, তবু কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আমরা সবাই অসভ্য বর্ব্বর, ইংরেজদের দয়াতে সভ্য হচ্ছি—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। আমি হয়তো এখন যুক্তি দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে, কিন্তু—

গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল, অভিভূত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] ও বাবা, তুমি যে আমার চেয়েও বেশি ছিঁচকাঁদুনে দেখছি। ব'স ব'স, ওসব তর্কাতর্কি থাক।

ভূদেব দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিদ্যাসাগর একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া তক্তাপোশের তলা হইতে কি যেন বাহির করিতে লাগিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল একটা চকচকে কাঁসার রেকাবিতে গোটা কয়েক সন্দেশ বাহির করিয়াছেন

নাও, একটু মিষ্টিমুখ কর।

ভূদেব। না থাক, আমি এখন খাব না।

বিদ্যাসাগর। বেজায় চটেছ দেখছি ! বেশ বেশ, আমাদের সমাজ খুব ভাল, প্রত্যেকটি লোক দেব-চরিত্র—নাও, খাও।

ভূদেব। [হাসিয়া] না, সেজন্যে নয়, আমি এখনও সন্ধ্যাহ্নিক করি নি।

বিদ্যাসাগর। বল কি, তুমি আবার সন্ধ্যাহ্নিক কর নাকি? ডিরোজিও কোম্পানির ছোঁয়াচ তোমাকে লাগে নি তা হ'লে বল। অ্যাঁ, অবাক করলে যে!

ভূদেব হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।
বিদ্যাসাগর সন্দেশ যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে, তা আমি কি করব বল?

ভূদেব। আমি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কাছে গেসলাম, শুনলাম তিনি আপনার কাছেই আসবেন।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তার আসবার কথা আছে এখনই। 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে আসবে।

ভূদেব। আপনি যদি একটু বলেন তাঁকে, তা হ'লে হয়তো—

বিদ্যাসাগর। তুমি নিজে ব'লো বাপু। ও এক অদ্ভুত মানুষ, কথায় কথায় ভট্টি আওড়ায়, অথচ পাদরিগিরি ক'রে বেড়ায়, বুঝি না ওকে।

ভূদেব। আচ্ছা, তা হ'লে ঘুরে আসি আমি।

বিদ্যাসাগর। এস।

ভূদেব চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ ও রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন, দুর্গাচরণের হাতে একটি পুঁটুলি

বিদ্যাসাগর। তোমরা আমাকে আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি। দুর্গাচরণ, তোমার হাতে ওটা কি?

রাজকৃষ্ণ একটি চেয়ারে বসিলেন

দুর্গাচরণ। এ বেলা তোমারই রাঁধবার পালা তো?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। কিছু বেগুন আর কুঁচো চিংড়ি নিয়ে এলুম, বেশ ঝাল ঝাল ক'রে রাঁধ দেখি, খাওয়া যাক। বেড়ে ওতরায় তরকারিটা তোমার হাতে।

বিদ্যাসাগর। আজ রাত হবে কিন্তু। রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে আসছে, কতক্ষণ থাকবে জানি না।

দুর্গাচরণ। ও বাবা! আমি এগুলো শ্রীরামের জিম্মায় দিয়ে স'রে পড়ি তা হ'লে এখন। পরে আসব।

মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। রাজকৃষ্ণ পকেট হইতে একটি চকচকে পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে এক খিলি পান বাহির করিলেন। পানের খিলিটি দিয়া পুষ্ট গোঁফ জোড়াটি বাগাইলেন, তাহার পর সেটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাকে বেশ একটু অন্যমনস্ক মনে হইল

বিদ্যাসাগর। একাই খেলে যে!

রাজকৃষ্ণ। ও, হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগরকে পান দিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমাকে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে আজ।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ধরেছ।

আর এক খিলি পান খাইলেন

বিদ্যাসাগর। কি, ব্যাপার কি?

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার গুরুতর।

বিদ্যাসাগর। কি?

রাজকৃষ্ণ। কথাটা হচ্ছে—

ভৃত্য শ্রীরাম প্রবেশ করিল

শ্রীরাম। দুর্গাবাবু মাছ দিয়ে গেলেন, আঁচ দেব ?

বিদ্যাসাগর। একটু পরে, কাল ছুটি আছে তো।

শ্রীরাম। ছেলেগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ল যে, কত রাত করবে আর ?

হাই তুলিল

বিদ্যাসাগর। তুইও একটু ঘুমিয়ে নে না।

শ্রীরাম। আমার এক ঘুম হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর। তবে চুপ ক'রে ব'সে থাকগে যা, যাচ্ছি।

শ্রীরাম। বসবার কি জো আছে, যা মশা !

বিদ্যাসাগর। এইখানে এসে ব'স, আমি বাতাস করি।

শ্রীরাম নির্ব্বিকার

শ্রীরাম। বেশি রাত ক'র না, এস, মাছটা প'চে যাবে।

চলিয়া গেল

বিদ্যাসাগর। এইবার বল।

রাজকৃষ্ণ। ভারী মুশকিলে পড়েছি ভাই, এক বিধবা এসে জুটেছে আমাদের গাঁ থেকে।

বিদ্যাসাগর। কি রকম ?

রাজকৃষ্ণ। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়, এসেছে কালীঘাটে তীর্থ করতে।

বিদ্যাসাগর। তাতে আর মুশকিলটা কি ?

রাজকৃষ্ণ। না, ভেতরে কথা আছে। [ডিবা বাহির করিয়া আর এক খিলি মুখে নিক্ষেপ করিলেন] নেবে ?

বিদ্যাসাগর। না।

রাজকৃষ্ণ। মেয়েটি বাল-বিধবা। যখন ও দশ বছরের, সেই সময় বিধবা হয়। এখন বয়স হবে উনিশ কুড়ি এবং—

বিদ্যাসাগর। এবং ?

রাজকৃষ্ণ। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা।

বিদ্যাসাগর। ও—

রাজকৃষ্ণ। কি করা যায় বল দিকি ?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন

আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বুঝলে, কালীঘাটে আসার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—

বিদ্যাসাগর এমন গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজকৃষ্ণ থামিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। [সহসা] শ্রীরাম, শ্রীরাম !

শ্রীরাম প্রবেশ করিল

শ্রীরাম। কি বলছ ?

বিদ্যাসাগর। তুই তো পরশু বীরসিংহা থেকে ফিরেছিস, সুরো কেমন আছে ?

শ্রীরাম। কোন্ সুরো ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের পাড়ার সুরো।

শ্রীরাম। সে তো ভালই আছে।

বিদ্যাসাগর। দেখে এসেছিস ?

শ্রীরাম। হ্যাঁ, শচী-বামনী থেকে জল নিয়ে আসছে দেখলাম।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, যা।

শ্রীরাম চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজকৃষ্ণ। সুরো কে?

বিদ্যাসাগর। সুরো আমার বাল্যসঙ্গিনী। [একটু পরে] সেও বাল-বিধবা।

রাজকৃষ্ণ। সেবার নরেশদের গাঁয়ে একটি বিধবা মরে' গেল ভ্রূণহত্যা করতে গিয়ে।

বগলে ফাইল পাদরী-বেশী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল

কৃষ্ণমোহন। May I come in?

বিদ্যাসাগর। এস, এস।

কৃষ্ণমোহন। Good evening—তারপর খবর সব ভাল? অনেক দিন আসতে পাই নি!

টুপি ও ফাইল টেবিলে রাখিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার রাজকৃষ্ণের ও একবার বিদ্যাসাগরের মুখের পানে চাহিলেন

I hope I haven't stumbled into your privacy, Pundit.

বিদ্যাসাগর। বাংলা ক'রেই বল, ইংরিজীটা এখনও রপ্তো হয় নি তেমন আমার।

কৃষ্ণমোহন। I am sorry. I mean আমি এসে তোমাদের গোপন কোন পরামর্শে বাধা দিলাম না তো?

আবার উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন

বিদ্যাসাগর। কিছুমাত্র না। তা ছাড়া এসব জিনিস কত আর গোপন থাকবে, বল? প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই হচ্ছে।

কৃষ্ণমোহনের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল

বিদ্যাসাগর। রাজু, এঁকে বলব সব কথা? আমার মনে হয়, বলাই ভাল। ইনি শেষ কথাটা শুনেছেন, সবটা না শুনলে হয়তো অন্য রকম ভাববেন।

রাজকৃষ্ণ। [অনিচ্ছাসত্ত্বেও] বল

বিদ্যাসাগর। এঁর বাসায় এঁর দূরসম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া কালী ঘাটে তীর্থ করবার জন্যে এসেছেন। মেয়েটি বাল-বিধবা, এখন বয়স উনিশ কুড়ি, এবং ইনি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

কৃষ্ণমোহন ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন

কৃষ্ণমোহন। অর্থাৎ কালীঘাটে শুধু পারলৌকিক উদ্দেশ্যেই আসেন নি ইহলৌকিক মতলবও আছে কিছু। Well—

Shrug করিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেন

আগে কাজটা সেরে নিই, তারপর বিধবা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে। 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে কিছু যোগাড় করেছ নাকি মালমসলা?

বিদ্যাসাগর। কিছু কিছু করেছি।

কৃষ্ণমোহন। কই, দেখি।

বিদ্যাসাগর শেল্‌ফে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন না।

বিদ্যাসাগর। দীনু, অ দীনু!

অনুজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। কি বলছেন?

বিদ্যাসাগর। এখানে যে একখানা খাতা ছিল, কি হ'ল?

দীনবন্ধু। দুপুরে তর্কালঙ্কার মশাই এসেছিলেন, তিনিই নিয়ে গেছেন।

বিদ্যাসাগর। কে মদন?

দীনবন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর। যা নিয়ে আয় গিয়ে, কি করছিস তুই এখন?

দীনবন্ধু। পড়ছি।

কৃষ্ণমোহন। থাক, ওকে আর যেতে হবে না পড়ার ক্ষতি ক'রে, আমিই যাবার সময় নিয়ে যাব এখন। যাও তুমি। ওটা কি তত্ত্ববোধিনী নাকি?

দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমোহন তত্ত্ববোধিনী উলটাইতে লাগিলেন

রাজকৃষ্ণ। একটা কথা বলতে ভুলেছি তোমাকে, শ্রীশ এসেছে, এখুনি আসবে তোমার কাছে।

বিদ্যাসাগর। কেন?

রাজকৃষ্ণ। কি জানি, তারও এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভাগ্নীকে নিয়ে কি এ হাঙ্গামা হয়েছে, তাই নিয়ে ও দরখাস্ত করবে। ঠিক মনে নেই সব আমার, আসবে সে।

ভৃত্যজাতীয় এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল

ভৃত্য। আমাদের বাবু এয়েছে এখেনে? [রাজকৃষ্ণকে দেখিয়া] এই যে।

রাজকৃষ্ণ। কি?

ভৃত্য। যে মাঠানটি তিথথি করতে এয়েছে, তিনি তো কান্নাকাটি ক'রে অনর্থ করছে বাবু। আমাদের মাঠান তেনাকে কি যেন বলেছে, তিনি তো কানতে কানতে আস্তায় বেইরে যাচ্ছিল, আমি আর গুপি আটক করেছি, এস একবারটি—

সকলেই স্তম্ভিত

বিদ্যাসাগর। যাও, তুমি যাও।

ভৃত্যসহ রাজকৃষ্ণের প্রস্থান

কৃষ্ণমোহন। [shrug করিয়া] There you are.

বিদ্যাসাগর। [বিচলিতভাবে] কি উপায় করা যায় ?

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজে এর তিনটি উপায় আছে— abortion, prostitution or both—চতুর্থ কোন উপায় নেই। আচ্ছা, আমি উঠি এবার। মদনকে বাড়ীতেই পাব তো ?

বিদ্যাসাগর। খুব সম্ভব।

ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিল

কৃষ্ণমোহন। Hallo, ভূদেব যে !

ভূদেব নমস্কার করিলেন

Good evening. What brings you here ?

ভূদেব। আপনার কাছে একটু দরকার আছে।

কৃষ্ণমোহন। কি করতে হবে বল ?

শ্রীরাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল

বিদ্যাসাগর। তোমরা কথা কও, আমি রান্নার ব্যবস্থাটা ক'রে আসছি এখুনি।

চলিয়া গেলেন

কৃষ্ণমোহন। Well, what can I do for you?

ভূদেব। মধুকে আপনারা নাকি ক্রিশ্চান করছেন?

কৃষ্ণমোহন। আমরা! What do you mean? I have nothing to do with it personally.

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] শুনেছি, মধু আপনার মেয়েকে নাকি বিয়ে করতে চায়।

কৃষ্ণমোহন। So have I.

ভূদেব। [যেন নিশ্চিন্ত হইলেন] ও, তা হ'লে গুজবটার কোন ভিত্তি নেই।

কৃষ্ণমোহন। ভিত্তি? Well......তোমার বন্ধু তার কাছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেক্‌সপিয়ার মিল্টন হোমার ভার্জিল আউড়ে চলেছে।

Shrug করিয়া এবং হাত উলটাইয়া

Well, that's where it exactly stands.

ভূদেব। কিন্তু এমনভাবে মেশামেশি করতে দেওয়ার মানেই তো—

কৃষ্ণমোহন। [সবিস্ময়ে] How can I help it? বাড়িতে মেয়ে থাকলেই suitor আসবে। There are other suitors too. [সহসা] হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে তোমার এমন শুচিবাই কেন বল তো?

ভূদেব। [সহাস্যে] হিন্দু কলেজের ছাত্রের হিন্দুই তো হওয়া উচিত।

কৃষ্ণমোহন। I see. [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হিন্দুর ডেফিনিশন

কি ? শাক্ত, বৈষ্ণব, বামাচারী, ব্রহ্মচারী নেড়ামাথা, জটাওলা, পৌত্তলিক, বৈদান্তিক সবাই হিন্দু, এমন কি নাস্তিক পর্য্যন্ত।

ভূদেব। হিন্দুধর্ম্ম উদার এবং প্রশস্ত, তাই সকলেরই স্থান আছে ওতে।

কৃষ্ণমোহন। ও, তাই বুঝি মুসলমানকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয় আর গির্জ্জায় গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

ভূদেব। [সসম্ভ্রমে] আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আপনি কি সত্যিই খ্রীষ্টধর্ম্ম মহত্তর মনে ক'রেই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন ?

কৃষ্ণমোহন। Oh, no. I was forced into it. গোমাংস আর মদ খেয়েছিলাম ব'লে হিন্দুসমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভূদেব। কিন্তু মদ আর গোমাংস খাওয়াটা কি ভাল ?

কৃষ্ণমোহন। Why not ?

ভূদেব। মদ খেলে শুনেছি লিভার খারাপ হয়।

কৃষ্ণমোহন। লঙ্কা খেলেও হয়। [একটু থামিয়া] আলো চাল খেলেও হয়। আমার এক পিসীমা জীবনে হবিষ্যান্ন ছাড়া অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করেন নি, তিনি সিরোসিস অব লিভারে মারা গেছেন। আর আমাদের মিশনে যদি আস, এক গোখাদক বুড়ী মেমসায়েবকে দেখিয়ে দেব, তার সঙ্গে আমি পর্য্যন্ত হেঁটে পাল্লা দিতে পারি না। তার লিভার ঠিক আছে।

ভূদেব। [হাসিয়া] সাহেবদের ধাতে যেটা সয়, আমাদের ধাতে সেটা না-ও সইতে পারে তো ?

কৃষ্ণমোহন। হিন্দু মুনি-ঋষিদের ধাতে কিন্তু সইত। যজ্ঞাগ্নিতে beef roast ক'রে খেতেন তাঁরা। ঋগ্বেদে সোমরসের যে রকম বর্ণনা আছে, তাতে হুইস্কি-শ্যাম্পেনকে ছেলেমানুষ ব'লে মনে হয় তার কাছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটিতে সোমরস ছাড়া আর কোন রস নেই।

ভূদেব। [সাগ্রহে] বেদ আপনি পড়েছেন ? এখানে কোন্ লাইব্রেরিতে আছে বলুন তো ?

কৃষ্ণমোহন। আমি পড়েছি জার্ম্মান অনুবাদ। আমার কাছেই আছে। There you are again,—হিন্দুদের বেদ হিন্দুদের কাছ থেকে পাবার জো নেই, পেতে হচ্ছে খ্রীষ্টান জার্ম্মানদের মারফৎ এবং তাদের জবানিতে।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আলতো আলতো ভাবে ভূদেবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন

Don't hate the Christians, my boy. They are well-meaning people. They have done a lot of good to our country.

ভূদেব। [সসঙ্কোচে] সবই স্বীকার করছি, কিন্তু আমার কেমন যেন—

কৃষ্ণমোহন। [বলিয়া চলিলেন] কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ডেবিড হেয়ার, ডিরোজিও, শের্বর্ন, ড্রমণ্ড—এরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার না করলে আমাদের অবস্থা যে কি হ'ত, তা ভাবলেও ভয় হয় [শিহরিয়া উঠিলেন] ! Look at Mr. Bethune, look at our Governor, come, don't be a prig.

ভূদেব। কিন্তু টাইট্‌লার সাহেব তো শুনেছি প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, সংস্কৃত—

কৃষ্ণমোহন। [অধীরভাবে] Oh, don't talk of Tytler. সে নিউটন ছাড়া আর কিছু বুঝত না, আর আমাদের রাধানাথ ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার বনত না। He was a queer fish, ছাগলের গাড়ি চ'ড়ে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বেড়াত।

ভূদেব। [নাছোড়] কিন্তু তিনি সায়েব হয়েও তো সংস্কৃত ভালবাসতেন।

কৃষ্ণমোহন। আমিও কি সংস্কৃত কম ভালবাসি ? কিন্তু দই ভালবাসি ব'লে পুড়িং খেতে পাব না—এ কি রকম আবদার তোমাদের ?

ভূদেব। [হাসিয়া] কিন্তু তবু আমার মনে হয়, আপনি যদি হিন্দুই থাকতেন, তা হ'লে—

কৃষ্ণমোহন। তা হ'লে কি ?

ভূদেব। তা হ'লে আরও যেন বেশি তৃপ্তি হ'ত আমার।

কৃষ্ণমোহন অকৃত্রিম আনন্দের ভান করিয়া অতিশয় কৃত্রিম একটা হাসি হো হো করিয়া হাসিলেন

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি কি করব বল ?

ভূদেব। মধু যাতে ক্রিশ্চান না হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণমোহন। [গম্ভীরভাবে] That is impossible, my boy.

ভূদেব। ইচ্ছে করলে আপনি নিশ্চয়ই পারেন।

কৃষ্ণমোহন। ও রকম ইচ্ছে করাই আমার সাধ্যাতীত। আমি যদিও ইচ্ছে ক'রে ক্রিশ্চান হই নি, কিন্তু ক্রিশ্চান হয়ে ক্রিশ্চ্যানিটির মর্ম্ম বুঝেছি।

ভূদেব। আপনি তা হ'লে মধুর জন্যে কিছু করবেন না ?

কৃষ্ণমোহন। Please excuse me.

ভূদেব ক্ষণকাল নীরব রহিলেন

ভূদেব। আচ্ছা, তা হ'লে যাই আমি, নমস্কার।

কৃষ্ণমোহন। Good night.

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

ভূদেব। আমি চললাম।

কৃষ্ণমোহন। আমিও। Good night, Pandit.

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এস, তারপর কি মনে করে ?

শ্রীশ। আমি একটা বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি, ভাই, একটু সাহায্য করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। কি করতে হবে বল ?

শ্রীশ। আমার এক দূরসম্পর্কের ভাগনী বিধবা হয়েছে, দশ বছর মাত্র তার বয়স। কিন্তু তার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা এমন চণ্ডাল, যে, কিছুতেই তাকে বাপের বাড়ি আসতে দেবে না।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শ্রীশ। কেন বুঝতে পারছ না, পেট-ভাতায় একটি ঝি পেলে কেউ ছাড়ে কখনও ?

ক্ষণকাল নীরবতা

বিদ্যাসাগর। তা আমাকে কি করতে হবে ?

শ্রীশ। ওখানকার যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি তোমার ছাত্র, আমি একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, তুমি যদি একটু সুপারিশ ক'রে দাও, বড় ভাল হয়।

বিদ্যাসাগর। আত্মীয়ের নামে নালিশ করবে ?

শ্রীশ। তা ছাড়া উপায় কি, অনেক অনুরোধ উপরোধ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মেয়েটার তাতে কি লাভ হবে।

শ্রীশ। লাভ আর কি, ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে, ওদের ওখানে দাসীবৃত্তি করছে বই তো নয়।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু বাপের বাড়িতেও তো সেই দাসীবৃত্তি। চরিত্রও খারাপ হতে পারে। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন ?

শ্রীশ। কি, মন্তর নেওয়া—

বিদ্যাসাগর। না [মাথা নাড়িলেন] না [পুনরায় মাথা নাড়িলেন। তাহার পর সহসা] ধরে' করে' আবার বিয়ে দেওয়া যায় না ?

শ্রীশ। [সবিস্ময়ে] বিয়ে !

বিদ্যাসাগর। হাঁ গো, বিয়ে, নয় কেন ?

শ্রীশ। বল কি !

বিদ্যাসাগর। চমকাচ্ছ কেন, প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত নয় ?

শ্রীশ। [আরও চমকিত] বিধবা-বিবাহ যুক্তিযুক্ত !

বিদ্যাসাগর। ক্ষুধিতকে যদি খেতে না দাও, সে চুরি ক'রে খাবে, অখাদ্য কুখাদ্য খাবে—এ তো সহজ যুক্তি।

শ্রীশ। শাস্ত্রে কিন্তু ক্ষুধা দমন করবার উপদেশ দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। উপদেশ দেওয়া অতি সোজা, পালন করাটাই শক্ত।

শ্রীশ। হিন্দু বিধবার পবিত্র উচ্চ আদর্শ তুমি মান না ?

বিদ্যাসাগর। মানি। কিন্তু ওই পবিত্র উচ্চ আদর্শটি এত বেশি উচ্চ যে সকলে তার নাগাল পায় না। যারা পায় না, তাদের আবার বিয়ে করবার স্থযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীশ। কিন্তু তুমি উচিত বললেই তো লোকে মানবে না। শাস্ত্রে তার সমর্থন থাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রে যা যা আছে সব মান তুমি ? শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান আছে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের সমর্থন

আছে, অহল্যা আছে, দ্রৌপদী আছে, কুন্তী আছে, হিড়িম্বা আছে, শকুন্তলা আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে—এদের যে কোন একটার আদর্শ বরদাস্ত করতে পার তুমি ?

শ্রীশ। তুমি আমাদের শাস্ত্রের কতটুকু বোঝ ?

বিদ্যাসাগর। কিছুই বুঝি না, যা আছে তাই শুধু বললাম।

শ্রীশ। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রাধা এসবের যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ—

বিদ্যাসাগর। দেখ, তোমাদের একটা ভারী মজার ব্যাপার দেখি। সংস্কৃতে কিছু লেখা থাকলেই তোমরা তার মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পাও, কিন্তু বাংলাতে সেই কথা বললেই আঁতকে ওঠ।

শ্রীশ। না তা আমি অন্তত স্বীকার করতে রাজি নই। আমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু নেই, যার বাংলা শুনে আমি আঁতকে উঠব।

বিদ্যাসাগর। দেখ, শাস্ত্র তোমরা কেউ পড়নি। পদিপিসী, কথক ঠাকুর আর পাজি—এই তিনটি তোমাদের সম্বল।

শ্রীশ। এ কথা বললে আর তোমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। কারণ—

বিদ্যাসাগর। [সহসা] হিন্দুশাস্ত্র মান তুমি ?

শ্রীশ। নিশ্চয়ই মানি।

বিদ্যাসাগর। হিন্দুশাস্ত্রে যদি বিবধা-বিবাহের বিধান থাকে, ভাগনীর বিয়ে দিতে রাজি আছ ?

শ্রীশ। হিন্দুশাস্ত্রে ওরকম বিধান থাকতেই পারে না।

বিদ্যাসাগর উঠিয়া শেল্‌ফের নিকটে গেলেন ও বই নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলেন

বিদ্যাসাগর। বইটা এখানে নেই, থাকলে তোমায় দেখিয়ে দিতাম যে, সংস্কৃত ভাষাতেই বিধবা-বিবাহের বিধান দেওয়া আছে।

শ্রীশ। নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করি না।

বিদ্যাসাগর। আর একদিন এস, নিজের চোখেই দেখতে পাবে, বইখানা এনে রাখব।

শ্রীশ। দরখাস্তটায় কিছু লিখে দাও এখন।

বিদ্যাসাগর। এখন লিখে দিলে কাল আর তুমি আসবে কি! কাল এস, বইটা এনে রাখব।

চিঠি লইয়া একজন পিওন প্রবেশ করিল এবং চিঠিখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। কালনা যেতে হবে দেখছি।

শ্রীশ। কালনা! কেন?

বিদ্যাসাগর। একটা জরুরি দরকার আছে।

শ্রীশ। কবে যাচ্ছ?

বিদ্যাসাগর। আজই, তুমি একটু ব'স, আমি রান্নাটা দেখে আসছি।

চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। শ্রীশ যে, কবে এলে ?

শ্রীশ। আজই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর কোথা ?

শ্রীশ। ভেতরে গেছে, কি একটা চিঠি পেয়ে ও তো কালনা চলল।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। দুর্গা এসেছিস, ভালই হয়েছে, তুই রাত্রে এখানেই থাক, আমি কালনা যাব।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ কালনা ?

বিদ্যাসাগর। তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে একটু দরকার আছে।

দুর্গাচরণ। কি দরকার ?

বিদ্যাসাগর। সব কথা নাই বা জানলি। বেগুনের তরকারিটা চড়িয়ে দিয়েছি, দেখগে যা, পুড়ে না যায়।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন

শ্রীশ, আমি কালনা থেকে ফিরে আসি, তারপর তুমি এস, বুঝলে ?

শ্রীশ। আচ্ছা, এখন চলি তবে, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তর্কটা কিন্তু মুলতুবি রইল।

বিদ্যাসাগর। বেশ।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগরও ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন আসিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন

কৃষ্ণমোহন। Sorry to disturb you again.

বিদ্যাসাগর। মদনের কাছ থেকে খাতাখানা পেয়েছ তো; নিয়ে গেসল কেন?

কৃষ্ণমোহন। ভুলে। ওর নিজের খাতা বুঝি একটা ছিল এখানে, সেইটে নিতে এসে এইটে নিয়ে গেছে—

বিদ্যাসাগর। এত অন্যমনস্ক! কাব্য-রোগেই খেলে ওকে— তার ওপর নোনা ধরেছে!

কৃষ্ণমোহন হাসিলেন

কৃষ্ণমোহন। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, এই যে খবরগুলো দিয়েছ [খাতা খুলিয়া দেখাইলেন], এগুলো সব নির্ভরযোগ্য তো?

বিদ্যাসাগর। আমি যে যে বই থেকে টুকে দিয়েছি, সেগুলো নির্ভরযোগ্য ব'লেই তো বিশ্বাস করি। তুমি আর একবার মিলিয়ে নিও অন্য পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে।

কৃষ্ণমোহন। বেশ, তাই করা যাবে, many thanks.

অবগুণ্ঠনবতী বিধবা সমভিব্যাহারে রাজকৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজকৃষ্ণ। আমার স্ত্রী এঁকে কি বলেছেন জানি না ভাই, ইনি তো কিছুতেই আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। নিরুপায় হয়ে শেষে এইখানে নিয়ে এলাম।

সকলেই স্তম্ভিত

বিদ্যাসাগর। এখানে! এখানে উনি কি থাকতে পারবেন? যদি পারেন, আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই। আমি কিন্তু থাকব না, আমাকে কালনা যেতে হবে আজকে। দুর্গা থাকবে বাসায়।

রাজকৃষ্ণ। কিন্তু পুরুষমানুষের বাসায় থাকাটা কি ঠিক হবে? মানে—

ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলেন। বিধবা অধোবদনে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন

কৃষ্ণমোহন। [সহসা] If you permit me, I may solve the problem. [বিধবাটিকে] আপনার বিপদের কথা শুনেছি আমি, আপনার কোন ভয় নেই, আপনি যদি রাজি থাকেন, আপনাকে ভদ্রভাবে উদ্ধার করতে পারি আমি।

রাজকৃষ্ণ। আপনি! আপনি কি করবেন?

কৃষ্ণমোহন। আপনারা যা করতে পারবেন না। আপনারা ওঁকে অপমান করতে পারবেন, কিন্তু বাঁচাতে পারবেন না। আমি তা পারব।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন নাকি?

কৃষ্ণমোহন। সে যাই করি, ওঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যা যা দরকার সব করব। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে?

বিদ্যাসাগর। কোথা নিয়ে যাবে?

কৃষ্ণমোহন। To my fold. ওঁর যদি সে জায়গা ভাল না লাগে, কাল আবার রেখে যাব এখানে।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন কি না সেইটে জানতে চাই।

কৃষ্ণমোহন। উনি যদি রাজি থাকেন নিশ্চয় করব, ভদ্রভাবে বিয়ে পর্য্যন্ত দেব ওঁর। যদি না রাজি থাকেন, তা হ'লে অবশ্য—

Shrug করিলেন

রাজকৃষ্ণ। না, তা আমি হতে দিতে পারি না।

কৃষ্ণমোহন। আপনার হতে দেওয়া না দেওয়ার ওপর তো কিছুই নির্ভর করছে না। ইনি যদি রাজি থাকেন, নিয়ে যাব, এবং প্রাণপণে চেষ্টা করব ওঁর ভাল করতে। রাজি আছেন আমার সঙ্গে যেতে ?

বিধবা মাথা নীচু করিয়া রহিল

আসুন তা হ'লে। আচ্ছা চলি, good night.

বিধবাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ির বহির্ভাগ। দেখিলেই মনে হয়, গরিবের বাড়ি—খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল। বাচস্পতি মহাশয় বারান্দায় বসিয়া একটি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। একজন গ্রামবাসী আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে কয়েকটি বেগুন। বাচস্পতি মহাশয় পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিতেই গ্রামবাসী তাঁহাকে ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল

বাচস্পতি। জয়োস্তু। হরিহর কি মনে ক'রে?

হরিহর। আজ্ঞে, হাট থেকে কিছু বেগুন কিনলাম। ভাবলাম, আপনাকে একবার শুধিয়ে যাই আজ বেগুন খেতে আছে কি না!

বাচস্পতি। দোষ কি, খাও না।

হরিহর। আজ্ঞে না, তবু পাঁজিটা একবার দেখুন আপনি। আজ আবার আমার নটবরের জন্মবার কিনা!

বাচস্পতি। পাঁজি আমার দেখাই আছে, পাঁজিতেও বারণ নেই। কাল বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ, আজ খেতে পার।

হরিহর। [হৃষ্ট] এ দুটো আপনার জন্যে রইল ঠাকুর মশায়।

হাসিয়া দুইটি বেগুন বাছিয়া দাওয়ার একধারে রাখিয়া নমস্কারান্তে চলিয়া গেল। বাচস্পতি পুনরায় পাঠে মন দিলেন। একটু পরে দ্বিতীয় গ্রামবাসী মদনলাল মল্লিক প্রবেশ করিলেন। মদনলাল একটু মাতব্বরগোছের লোক, কাঁচাপাকা গোঁফ

মদনলাল। বাচস্পতি বাইরেই আছ দেখছি। ভালই হ'ল।

উঠিয়া বসিলেন

বাচস্পতি। এস, কি মনে ক'রে?

মদনলাল। এই যে পাঁজিও রয়েছে দেখছি। বাঃ! বিয়ের একটা দিন দেখে দাও তো ভাই, এই মাসেই ঝুলিয়ে দিই ব্যাটাকে।

বাচস্পতি। ছেলের বিয়ে কি কামারখালিতেই ঠিক হ'ল?

মদনলাল। না, বৈঁচিতে। যদিও মেয়েটি তেমন গৌরবর্ণা নয়, কিন্তু দেবে থোবে। কামারখালির লোকটা একের নম্বর কঞ্জুস হে, রূপোর থালা বাটি দিতে হবে শুনে চোখ কপালে তুলে ফেললে। দিন দেখ তো একটা—

বাচস্পতি পাঁজি খুলিয়া দিন দেখিতে লাগিলেন

বাচস্পতি। বাইশে একটা দিন আছে।

মদনলাল। আরে, সে তো আমিও জানি, বাইশে আছে, পঁচিশে আছে, ছাব্বিশে আছে। লগ্ন কটায় দেখ, বেশি রাত জাগা আমার পোষাবে না।

বাচস্পতি। বাইশে লগ্ন হচ্ছে বারোটার পর। তা হ'লে ছাব্বিশেই কর, গোধূলিলগ্ন রয়েছে।

মদনলাল। সেই ভাল। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে এখন। ছাব্বিশেই ঠিক, চৌধুরীও তাই বলছিল। আচ্ছা, তুমি আজকাল চৌধুরীবাড়িতে যাও না?

বাচস্পতি। যাই বইকি। তবে—

মদনলাল। [হাসিয়া] বলতে হবে না, বুঝেছি। কি পড়ছ? বাবা! এ যে দেখি দেবনাগরী অক্ষর। আচ্ছা, চলি এখন, যজ্ঞেশ্বরকে দইয়েব ফরমাশ দিতে হবে।

চলিয়া গেলেন। দ্বারপ্রান্তে বাচস্পতি-গৃহিণী দেখা দিলেন

বাচস্পতি-গৃহিণী। ওগো, শুনছ?

বাচস্পতি। কি?

বাচস্পতি-গৃহিণী। ঘরে চাল যে বাড়ন্ত।

বাচস্পতি। ডাল?

বাচস্পতি-গৃহিণী। ডাল আছে।

বাচস্পতি। [সহাস্যে] তবে তাই সিদ্ধ কর খানিক, আর এই বেগুন দুটো পোড়াও।

বাচস্পতি-গৃহিণী। কিন্তু এমন ভাবে কদিন চলবে বল তো?

বাচস্পতি। যদিন চলে, চলুক।

বাচস্পতি-গৃহিণী। চৌধুরী-বাড়িতে যাচ্ছিলে, তবু মাসে দশটা ক'রে টাকা তো আসছিল।

বাচস্পতি। এই কথাটি ব'ল না। ওই হস্তীমূর্খ ছেলেকে সংস্কৃত পড়াতেও পারব না, আর তার বাপের

মোসায়েবি করতে করতে সকাল বিকেল পাবাও খেলতে পারব না। যা পারব না, তা করতে ব'ল না আমাকে।

বাচস্পতি-গৃহিণী। কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।

বাচস্পতি। ভগবান দেবেনই কিছু একটা জুটিয়ে। ঈশ্বরকে লিখেছি, আরও অনেককে লিখেছি।

জানকীজীবন প্রবেশ করিল। শৌখিন যুবক। বাচস্পতি-গৃহিণী ভিতরে চলিয়া গেলেন

জানকীজীবন। আপনার মত একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত গ্রামে থাকতে যদি এমন সব অনাচার ঘটতে থাকে, তা হ'লে তো—

বাচস্পতি। কেন, কি হয়েছে?

জানকীজীবন। আপনি শোনেন নি?

বাচস্পতি। না।

জানকীজীবন। ঘোষাল-বাড়ির ব্যাপার?

বাচস্পতি। আমি কিছুই জানি না। কি হয়েছে?

জানকীজীবন। কমলির বয়স কত হয়েছে জানেন?

বাচস্পতি। না।

জানকীজীবন। গত মাঘে তেরো পেরিয়ে গেছে, অথচ বিয়ে দেবার নামটি নেই।

বাচস্পতি। মনোমত পাত্র পাচ্ছে না বোধ হয়।

জানকীজীবন। পাত্র পাচ্ছে না! হুঁঃ, নষ্টামি—সব নষ্টামি! আপনি একটা বিহিত করুন এর।

বাচস্পতি। কি করব, বল?

জানকী। একঘ'রে করুন। ধোপা, নাপিত, পুকুর বন্ধ হ'লে বাপ বাপ ক'রে বিয়ে দিতে পথ পাবে না। বাঘা যোগাম্বর দুদিনে সিধে হয়ে গেল, এ তো জিতু ঘোষাল।

বাচস্পতি। একটা পাত্র খুঁজে দাও না বাপু তোমরা।

জানকী। কি পাত্র পাত্র করছেন! জানেন? আমি—খোদ আমি—বিয়ে করতে চেয়েছি ওই মেয়েকে, এখনও চাইছি, কিন্তু ওরা কিছুতে দেবে না। আমরা নাকি নীচু ঘর! কঁইকালার চক্রবর্ত্তী আমরা, আমরা হলুম নীচু ঘর! বুঝুন।

বাচস্পতি। আচ্ছা, বলব আমি জিতুকে তোমার কথা।

জানকী। আপনার আশকারা পেয়েই ওরা আরও বেড়েছে। কিন্তু এই ব'লে দিয়ে গেলাম, এর বিহিত যদি না করেন, তা হ'লে চাটুজ্জেবাড়ির মেজকর্ত্তাকে গিয়ে ধরব আমি। হিন্দু গ্রামে ওসব অনাচার চলবে না, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেল। বাচস্পতি তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর—ধূলিধূসরিত চটি

বাচস্পতি। একি, ঈশ্বর নাকি! তুমি এ সময়ে হঠাৎ যে?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] চ'লে এলুম।

উঠিয়া প্রণাম করিলেন

বাচস্পতি। এস এস, ব'স। তারপর, কলিকাতা থেকেই আসছ তো?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

বাচস্পতি। কি ক'রে এলে এখন হঠাৎ?

বিদ্যাসাগর। হেঁটেই এলাম।

বাচস্পতি। ত্রিশ ক্রোশ হেঁটে এলে! বল কি তুমি! বেরিয়েছ কবে?

বিদ্যাসাগর। পরশু।

বাচস্পতি। এমন উর্দ্ধশ্বাসে আসবার হেতুটা?

বিদ্যাসাগর। এমনিই, আপনার কাছে একটু শাস্ত্র জানতে এলুম।

বাচস্পতি। কি শাস্ত্র?

বিদ্যাসাগর। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ দেবার বিধান আছে কি না, থাকলে কোথায় কোথায় আছে।

বাচস্পতি। বিধবা-বিবাহের বিধান। তার মানে?

বিদ্যাসাগর। আমি বিধবা-বিবাহ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব ভেবেছি।

তর্কবাচস্পতি হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন

আমার যতদূর মনে হয়, আপনি ছাড়া এ বিষয়ে—

বাচস্পতি। থাম, একটু প্রকৃতিস্থ হতে দাও আমাকে।

বিদ্যাসাগর। আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

বাচস্পতি। না, এতক্ষণ আমি কোন্ বারে বেগুন খেতে হয়,

কোন্ লগ্নে বিয়ে দিলে মদন মল্লিকের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না, কাকে একঘ'রে করা উচিত—এই সব বিধান দিচ্ছিলাম। তুমি হঠাৎ এসে এনম একটা ফরমাশ করলে যে, আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি [ক্ষণকাল পরে] বিধবা-বিবাহ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে ব'লে ত্রিশ ক্রোশ পথ হেঁটে শাস্ত্রীয় বিধান খুঁজতে বেরিয়েছ !

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বাচস্পতি-গৃহিণী এক ঘটি জল ও একটি গামছা রাখিয়া গেলেন

নাও, হাত পা মুখ ধোও আগে।

বিদ্যাসাগর। পুকুরটা কত দূরে ?

বচস্পতি। পুকুর বাড়ির পেছনেই। ওই জলেই ধোও না।

বিদ্যাসাগর। উনি জল এনে দিলেন, ও জলে—ওটা খাব আমি এসে, তেষ্টাও পেয়েছে খুব। পা-টা ধুয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন। বাচস্পতি-গৃহিণী প্রবেশ করিলেন

বাচস্পতি-গৃহিণী। ধারেই কিছু চাল আনাই তা হ'লে।

বাচস্পতি। তাই আনাও, ও বাড়ির নবদ্বীপকে বল, সে এনে দেবে।

বাচস্পতি-গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিলেন

আর দেখ, হারু ময়রার দোকান থেকে কিছু

মিষ্টান্নও আনতে বল, আমার নাম করলেই দেবে সে। মিষ্টিটা আগে দিয়ে যাক।

বাচস্পতি-গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

জানকীজীবনের পুনঃপ্রবেশ

জানকীজীবন। বাচস্পতি মশায়, আপনার এখান থেকে ফেরবার পথে চাটুজ্জে-বাড়ির মেজকর্ত্তার সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনিও শুনেছেন কমলির ব্যাপার।

বাচস্পতি। তাই নাকি?

জানকীজীবন। হ্যাঁ। ওঁর চোখ এড়াবার জো আছে! আমাকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, কমলির বিয়ের সম্বন্ধ করছে কোথাও জিতু ঘোষাল? আমি বললাম, করছে, প্রায় হব-হব হয়েছে এক জায়গায়। দেখুন, আপনার কথার ওপর নির্ভর ক'রে কিন্তু ব'লে দিলুম কথাটা—

বাচস্পতি। কমলির বিয়ের সম্বন্ধে তোমার আগ্রহের হেতুটা কতক হৃদয়ঙ্গম করছি; কিন্তু মেজকর্ত্তার এত মাথাব্যথা কেন?

জানকীজীবন। বাঃ, হবে না? উনি হলেন একটা চৌকস লোক, গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, ওঁর হবে না তো কার হবে? তা ছাড়া ঘোষাল-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে কিনা কিছুদিন আগে। মনে নেই, কমলির বিধবা বোনটা পালাল ওবছর নবনে দুলের সঙ্গে?

বাচস্পতি। সে তো মারা গেছে শুনেছি।

জানকীজীবন। হ্যাঁ, তাইতেই রক্ষে, তা নইলে ও বাড়িতে বিয়ে করতে সাহস করতুম নাকি? প্রবৃত্তিই হ'ত না যে। এখনও যে খুব প্রবৃত্তি হয় তা নয়, কিন্তু কি করি, পাশাপাশি বাড়ি, কমলিটাকে দেখছি রোজ দুবেলা, মুখ শুকিয়ে বেড়ায়—

বাচস্পতি। আচ্ছা, আমি পাড়ব জিতুর কাছে তোমার কথাটা আজ।

জানকীজীবন। আপনি একটু চেপে ধরলেই হয়ে যাবে।

বাচস্পতি। আচ্ছা, দেখব চেষ্টা ক'রে, আজই বলব।

জানকীজীবন। বলবেন, তা না হলে মেজকর্ত্তার কাছে মিথ্যুক হতে হবে আমাকে। আমি এখন যাই, জ্যোতিষ কলকাতা থেকে এসেছে, দেখা ক'রে আসি তার সঙ্গে।

চলিয়া গেল। বাচস্পতি স্মিতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়াই ঘটিটা তুলিয়া আলগোছে জলপান করিতে গেলেন

বাচস্পতি। একটু অপেক্ষা কর, মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি।

বিদ্যাসাগর ঘটি নামাইয়া রাখিলেন

বিদ্যাসাগর। আর একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।

বাচস্পতি। আবার কি?

বিদ্যাসাগর। আপনাকে আজই আমার সঙ্গে কলকাতা রওনা হতে হবে।

বাচস্পতি। কেন ?

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে, আপনি সে পদটি নেবেন চলুন। বেতন মাসিক নব্বই টাকা, আপনার উপযুক্ত নয়, তবু—

বাচস্পতি। আমি তো নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে তারা নেবে কেন ? কোন্ অধ্যাপকের পদ ?

বিদ্যাসাগর। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ।

বাচস্পতি। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ ! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ভরত শিরোমণি লিখেছেন যে, ও পদে মার্শাল সাহেব নাকি তোমাকেই মনোনীত করেছেন, অথচ তুমি বলছ—

বিদ্যাসাগর। আমাকেই করেছিলেন, কিন্তু আপনার কথা তখন তিনি জানতেন না। আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকেই ও পদ দিতে চান এখন, যদি সোমবার গিয়ে আপনি যোগদান করতে পারেন।

বাচস্পতি। সে কি ক'রে হয় ? তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন, তুমিই নাও গিয়ে।

বিদ্যাসাগর। আপনি থাকতে ও পদ কি আমি নিতে পারি ? আপনি অমত করবেন না, চলুন, আমি মার্শাল সাহেবকে কথা দিয়ে এসেছি যে, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব।

বাচস্পতি একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

বাচস্পতি। তোমার বিধবা-বিবাহের বিধান নিতে আসাটা তা হ'লে ওজুহাত মাত্র, আসলে তুমি এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! আমার ধারণা ছিল তুমি সত্যবাদী, এখন দেখছি—

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের বিধান নিতে আসাটাও একটা উদ্দেশ্য বইকি, ও সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতেই হবে আমাকে।

বাচস্পতি। হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন তোমার ?

বিদ্যাসাগর। বিধবাদের দুর্দ্দশা আর চোখে দেখা যায় না, অবিলম্বে প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

বাচস্পতি। প্রতিকারের চেষ্টা! তার মানে সত্যি তুমি ওদের বিয়ে দেবে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। চেষ্টা করব অন্তত

বাস্পচতি চুপ করিয়া রহিলেন

কেন, শাস্ত্রীয় বিধান নেই ?

বাচস্পতি। বিধান থাকবে না কেন, পরাশর-সংহিতা খুললেই পাবে।

বিদ্যাসাগর। সেটা দেখেছি।

বাচস্পতি। আরও আছে, শাস্ত্রে বিধানের অভাব নেই। কিন্তু আমি ভাবছি—

বিদ্যাসাগর। কি ?

বাচস্পতি। আমাদের মধ্যে একটা জিনিস আছে, যা কোন বিধানেরই বশীভূত নয়, তার নাম সংস্কার। সেটা ত্যাগ করা শক্ত হবে।

বিদ্যাসাগর। শক্ত হ'লেও কুসংস্কার ত্যাগ করা উচিত।

বাচস্পতি। [হাসিয়া] সব উচিত কাজ কি আমরা করতে পারি ?

বিদ্যাসাগর। তার মানে, বিধবা-বিবাহে আপনার মত নেই ?

বাচস্পতি। আমার মত ? যুক্তির দিক দিয়ে আমি মত দিতে বাধ্য, কিন্তু আমার রুচিতে বাধে। এই যেমন ধর, অপরের বাসনে আমি খেতে পারি না, অপরের ব্যবহৃত কাপড় বা গামছা আমি ব্যবহার করতে পারি না, তা সে হাজার পরিষ্কৃত হ'লেও, অর্থাৎ কিনা—

বিদ্যাসাগর। উপমাগুলো ঠিকই দিয়েছেন। এ দেশে মেয়েরা বাসন কাপড় গামছারই সামিল।

বাচস্পতি। না, তা যদি বল, তা হ'লে—

বিদ্যাসাগর। জানি, অন্য দিকও আছে, তাদের দেবীও বানিয়েছি আমরা। কথায় কথায় মা মা গৃহলক্ষ্মী ব'লে উচ্ছ্বসিতও হয়ে উঠি, তারা যে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ এই কথাটি কেবল স্বীকার করি না। স্বীকার করলে চলে না।

বাচস্পতি মহাশয় উঠিলেন

বাচস্পতি। তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ দেখছি। বিধবা-বিবাহের বিধানগুলো অনুসন্ধান করি—

বিদ্যাসাগর। বিধান পরে বার করলেও চলবে। আপনি আপনার মত বদলান আগে। আমি আপনার সহানুভূতি চাই।

বাচস্পতি উপবেশন করিলেন

বাচস্পতি। সহানুভূতির অভাব হবে না। কিন্তু মত বদলানো কি এতই সহজ? ইচ্ছে করলে কি আমি আমার গায়ের রং বদলাতে পারি?

বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ তো গায়ের স্বাভাবিক রং নয়, এ যে একটা অস্বাভাবিক ব্যাধি।

বাচস্পতি। [হাসিয়া] শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে।

বিদ্যাসাগর। উচিতও নয় বলতে চান কি? চেষ্টা করতে হবে না সুস্থ থাকবার?

বাচস্পতি। বেশ তো, কর। বিধান বার করে দিচ্ছি। ভাল কথা, তোমার বাবা জানেন এসব কথা?

বিদ্যাসাগর। তাঁকে এখনও জানাই নি।

বাচস্পতি। আমার সঙ্গে লাঠালাঠি করবার আগে তাঁর মতটা নাও। তিনি এত গোঁড়া যে ইংরাজী লেখাপড়া পর্য্যন্ত শেখাতে চান নি তোমাকে। মনে আছে?

বিদ্যাসাগর। সেইজন্যেই তো আরও আপনার কাছে আসা। শাস্ত্রীয় বিধান দুচারটে দেখাতে পারলে অনেক

সুবিধে হবে। অধিকাংশ লোকই যুক্তি মানে না, শাস্ত্র মানে।

বাচস্পতি। তুমি এই নিয়ে সকলের সঙ্গে তর্ক ক'রে বেড়াচ্ছ বুঝি?

বিদ্যাসাগর। অনেকের সঙ্গে করেছি।

বাচস্পতি। কি বলেন তাঁরা সব?

বিদ্যাসাগর। যুক্তিযুক্ত কিছু বলেন না, কেবল ধর্ম্মের দোহাই পাড়েন। বুঝতে চান না যে, এইভাবে চললে, তাঁদের ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্যেও কেউ আর থাকবে না। ভবিষ্যতে বিধর্ম্মীরা এসে টুঁটি চেপে ধরবে, এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে কেবল অর্কফলার আন্দোলনই বাঁচাতে পারবে না।

বাচস্পতি। দেখ, কোনক্রমে বেঁচে থাকাটাই সব সময়ে বড় কথা নয়। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তফাত। পশু কেবল জীবন যাপন করতে চায়, মানুষ আদর্শ জীবন যাপন করতে চায় এবং অনেক সময় তা করতে গিয়ে মারা পড়ে।

বিদ্যাসাগর। আমরা তাহলে আদর্শ জীবন যাপন করছি?

সবেগে জানকীজীবনের প্রবেশ

জানকীজীবন। বাচস্পতি মশায়, জিতু ঘোষালকে আপনি আর কিছু বলবেন না। ও বাবা, ও বাড়ির মেয়ে আমি বিয়ে করতে চাই না।

বাচস্পতি। কেন, কি হ'ল?

জানকীজীবন। জ্যোতিষ কলকাতা গেসল, এক্ষণি তার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে—উঃ, বাপরে বাপরে বাপরে—অ্যাঁ!

বাচস্পতি। কি, ব্যাপারটা কি?

জানকীজীবন। কমলির দিদি নবনে তুলের সঙ্গে পালিয়েছিল, ওরা রটিয়ে দিয়েছিল যে মেয়েটা মারা গেছে, কিন্তু সে মরে নি, চিৎপুরে ব্যবসা খুলেছে—স্বচক্ষে দেখে এসেছে জ্যোতিষ, মুখে রঙ মেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—হি হি হি হি।

একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতে লাগিল। বাচস্পতি স্তম্ভিত ও বিদ্যাসাগর বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মার্শাল সাহেবের অফিস ; সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন ; বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণের দোষও আছে

মার্শাল। নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হ'লে এটা হ'ত না।

মার্শাল। আমি কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত, আপনার মত এরূপ মহত্ত্ব ডুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি স্বীকৃত ?

বিদ্যাসাগর। আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, আমার অনেক

অধ্যাপক সেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আমার—

মার্শাল। না না, এবার আমি কোন কথা শুনিতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মত লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে এবার আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, এবার আমি নিজের মতে চলিব।

বিদ্যাসাগর। আপনি যদি সত্যই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তা হ'লে—

মার্শাল। [সাগ্রহে] উত্তম, বলুন, আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কোন কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তা হ'লে আমি বড় সুখী হই।

মার্শাল। আনন্দের সহিত। আপনি এখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হউন, ক্রমশ নূতন স্কীমে যে ইন্‌স্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও আপনাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। মিস্টার বীটন আপনার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সহজেই করিতে পারিবেন। নূতন স্কীমে ইন্‌স্পেক্টারের নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো ভালই হয়।

মার্শাল। [সহাস্যে] আপনার নিকট আমি আজ কিন্তু একটি অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন।

মার্শাল। অনুরোধটি শুনিবার পূর্ব্বে আপনি একটি কথা ভাবিয়া দেখুন, যে সব সিভিলিয়ান ছাত্র আপনার নিকট বাংলা অধ্যয়ন করে, তারা আপন আপন আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কত দূর দেশ হইতে আসে, ভাবিয়া দেখুন।

বিদ্যাসাগর। তা তো জানি।

মার্শাল। আরও ভাবিয়া দেখুন, তাহারা চাকুরি করিবার জন্যই কত কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই গরম দেশে আসে। আপনি যদি তাহাদের প্রতি একটু সদয় না হন,বেচারীরা মারা যায়—এই আমার অনুরোধ।

বিদ্যাসাগর অনুরোধের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন

বিদ্যাসাগর। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সাহায্য করতে। আমার অধ্যাপনায় কি আপনারা সন্তুষ্ট নন?

মার্শাল। না না, আপনার অধ্যাপনা খুবই সুন্দর, সব রকমে উৎকৃষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানি। উহারা আপনার মতন শিক্ষক সৌভাগ্যবলে লাভ করিয়াছে। আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি আপনাকে কেবল একটু নরম হইতে অনুরোধ করিতেছি।

বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন

বিদ্যাসাগর। তার মানে?

মার্শাল। আমি নিশ্চয় বলিব, পরীক্ষক হিসাবে আপনি বড়

শক্ত। পরীক্ষায় ফেল করিলে কিন্তু বেচারীদের চাকরিতে—

বিদ্যাসাগর। যে পাশ করবার উপযুক্ত নয়, তাকে আমি কি ক'রে পাশ করিয়ে দেব ?

মার্শাল। উহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটু যদি—

বাম চক্ষুটি আবার কুঞ্চিত করিলেন

বিদ্যাসাগর। ওটি আমার দ্বারা হবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন তা হ'লে।

মার্শাল। [শশব্যস্তে] না, না, না—আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। ইহা শুধু অনুরোধ মাত্র। আপনি যদি রক্ষা করিতে না পারেন, আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।

বিদ্যাসাগর। যার যোগ্যতা নেই, তাকে পাশ করানো মানে—বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা আমি পারব না।

মার্শাল। বেশ, আপনার অভিরুচি অনুসারেই চলুন। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

বিদ্যাসাগর। আমিও আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি ? কত দিনের ?

বিদ্যাসাগর। অন্তত তিন চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম্ম চলিবে কিরূপে ?

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না কর পর্য্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত] আপনি কি এখনও সকল কার্য্য তাঁদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। এমন কি কাজ ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন, তা হ'লে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও কোন উত্তর দেন নি।

মার্শাল। আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাক-যোগেই তো আপনি তাঁদের উত্তর পেতে পারবেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্যেই ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে সেই জন্যেই ছুটি চাই।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, উঠি তা হ'লে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন। মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়। [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল!

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়।

চলিয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

দামোদর-তীরে একটি খেয়াঘাট। ঘাটের নিকট একটি কুটীর রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে। বায়ুবেগে উত্তালতরঙ্গসমাকুল দামোদরের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। জন-প্রাণী কেহ নাই। দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। কেউ কোথাও নেই যে দেখছি!

কুটীর দেখিতে পাইয়া সেই দিকে গেলেন

মাঝি, মাঝি, এরা সব গেল কোথা? ও মাঝি—

ঝাঁপ খুলিয়া একটি লোক বাহির হইল

লোক। মাঝি ফিরতে পারে নাই, মেঘ দেখছেন?

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখুনি পেরুতে হবে যে।

লোক। লৌকো নৈলে যাবেন কিসে চেপে? উপার থে লৌকোই তো আসে নাই। আর এমন ঝড়ে লৌকোই বা আসে কি ক'রে? মেঘ দেখছেন, দামুদরের ডাক শুনছেন?

বিদ্যাসাগর। সব শুনছি। কিন্তু আমাকে পেরুতেই হবে।

লোক। মাঝি লৌকো লিয়ে ফিরলে তবে না পারাবেন, সে আজ আর ফিরছে নাই।

বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন। লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল

ওই, পাগল বটে নাকি!

ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল

তৃতীয় দৃশ্য

বীরসিংহায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চা'রদিক নিষুপ্ত, কপাট জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে

নেপথ্যে বিদ্যাসাগর। মা, মা!

যে ঘরের জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল। প্রদীপ-হস্তে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যেন জাগিয়াই ছিলেন

ভগবতী। ঈশ্বর, এলি বাবা?

আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে

আমি জেগেই ছিলাম, আয় বাবা, আয়, বড় রাত করলি যে, ওরা সব তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে চ'লে গেল।

কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন

একি!

বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চ'লে এলাম।

ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দিকি! আয়, কাপড় ছাড়, মাথা মোছ আগে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া একটা গামছা আনিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মাথা মুছিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। বরযাত্রী কে কে গেল?

ভগবতী। সবাই গেল, তোর জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করলে ওরা।

ঘরের ভিতরে খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল

বিদ্যাসাগর। বাবা যাননি নাকি?

ভগবতী। ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই যান নি।

খড়ম চটপট করিয়া ঠাকুরদাস বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠাকুরদাস। যান নি বলছ কেন, বল যেতে দিই নি।

বিদ্যাসাগর পিতাকে প্রণাম করিলেন।

এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এমন করে' আসবার দরকারটা কি ছিল!

ভগবতী দেবীর মুখে একটি প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন

বিদ্যাসাগর। আপনার কি শরীরটা খারাপ?

ঠাকুরদাস। তেমন কিছুই নয়, ঠাণ্ডা লেগেছে একটু।

ভগবতী দেবী একটি কাপড় লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন

ভগবতী। নে, কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

বিদ্যাসাগর কাপড়খানা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

ঠাকুরদাস। ঈশ্বর তো এসে গেছে, এবার ওই মীমাংসা করুক।

ভগবতী। [হাসিয়া] ও মীমাংসা করলে ঠিক আমার মতে মত দেবে, দেখো।

ঠাকুরদাস। পাগল, না ক্ষ্যাপা! ওদের পেট কি পোরাতে পারবে তুমি? সোজা খরচ নাকি? গোটা কয়েক টাকা হ'লেই বাজনা হয়ে যাবে।

ভগবতী। ও কটা টাকাই বা বাজে খরচ করা কেন?

ঠাকুরদাস। বাজে খরচ! বিয়ে-বাড়িতে বাজনাটা বাজে খরচ হল? বাজনা বিবাহের একটা অঙ্গ।

কাপড় ছাড়িয়া বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

ভগবতী। আচ্ছা, ঈশ্বরই মীমাংসা করুক।

বিদ্যাসাগর। কি?

ভগবতী। আমি বলছি, বউভাতের দিন গ্রামের যত কাঙাল গরিবদের নেমতন্ন ক'রে খাওয়াই। উনি বলছেন, তার দরকার নেই, তার বদলে বাজনা হোক।

ঠাকুরদাস। কাঙাল গরিব কি এক আধটা, কত লোককে খাওয়াবে তুমি? দেশসুদ্ধই তো কাঙাল গরিব।

ভগবতী। তা খুব পারা যাবে, মোটা ডাল ভাত তরকারি—

ঠাকুরদাস। তা দিয়েও কুল পাবে না। তার চেয়ে বাজনা গোটা কয়েক টাকা খরচ করলেই হবে।

বিদ্যাসাগর। বেশ তো, দুইই হোক।

ঠাকুরদাস। দুইই হোক। অত টাকা কোথায় পাব?

বিদ্যাসাগর। তার যোগাড় করব আমি।

ঠাকুরদাস। [ভগবতীকে] নাও, মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ল তো!

ভগবতী দেবীর মুখখানি আবার স্নিগ্ধহাস্যে ভরিয়া উঠিল

ভগবতী। যাই ঈশ্বরকে খেতে দিই।

ঠাকুরদাস। এত রাত্রে আবার রান্না করবে নাকি?

ভগবতী। [হাসিয়া] আমি জানতাম ও ঠিক আসবে, খাবার ঠিক করাই আছে।

চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

ঠাকুরদাস। পেয়েছি, তোমার প্রস্তাবও পড়েছি, বড় অদ্ভুত প্রস্তাব! কি করতে চাও তুমি?

বিদ্যাসাগর। আপনার যদি মত থাকে, বিধবা-বিবাহের জন্যে আন্দোলন করতে চাই।

ঠাকুরদাস। মত যদি না থাকে?

বিদ্যাসাগর। [ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] তা হ'লে আপনার জীবদ্দশায় কিছু করব না। তারপর যা হয় করব

ঠাকুরদাস। [ব্যঙ্গভরে] মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না বুঝি তুমি?

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।
ঠাকুরদাস ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে
চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন

তুমি তোমার প্রস্তাবে যা যা লিখেছ, তা সব শাস্ত্রে আছে ?

বিদ্যাসাগর। আছে।

ঠাকুরদাস। তোমার বিবেক কি বলে ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে দেশের মঙ্গল হবে।

ঠাকুরদাস ক্ষণকাল নীরব রহিলেন

ঠাকুরদাস। বেশ, তা হ'লে কর, আমার আর আপত্তি কি ? [একটু থামিয়া] আমার নিজের সংস্কারের বেড়ি তোমার পায়ে জোর ক'রে পরাতে চাই না।

ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা ফিরিয়া বলিলেন

কিন্তু তোমার ও প্রস্তাব ছাপা হবামাত্র দেশসুদ্ধ লোক মার মার শব্দে তেড়ে আসবে। তাদের ঠেকাবার মত সাহস আর শক্তি যদি থাকে, তবেই ও কাজে হাত দিও। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে শেষটা লোক হাসিও না যেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভিতরে
চলিয়া গেলেন। ভগবতী দেবী প্রবেশ
করিলেন

ভগবতী। বউমা ভাত বেড়েছে, খাবি আয়।

বিদ্যাসাগর। মা, একটা কথা শোন।

ভগবতী। কি ?

বিদ্যাসাগর। আমি একটা কাজে হাত দেব ভাবছি।

ভগবতী। কি ?

বিদ্যাসাগর। বিধবাদের যাতে বিয়ে হয় তার চেষ্টা করব, হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধান আছে।

ভগবতী। ওমা, তাই নাকি ! তা হ'লে বেচারীদের এত দুঃখ দেওয়া কেন ?

বিদ্যাসাগর। মা, স্বরো কেমন আছে ?

ভগবতী। মেয়ে মানুষের কপাল পুড়লে কি আর ভাল থাকে বাবা, ওই বেঁচে আছে কোন রকমে আর কি ! এর চেয়ে আগেকার মতো পুড়িয়ে ফেলা ভাল ছিল বাপু—

বিদ্যাসাগর। তোমার মত আছে তাহ'লে।

ভগবতী। আমি আপত্তি করব কেন বাবা ?

বিদ্যাসাগর। ওসব শুনতে চাই না, মন খুলে বল, তোমার মত আছে কিনা।

ভগবতী। খুব মত আছে, যদি পারিস, তা হ'লে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু এ পোড়া দেশে তা কি আর হবে ?

বিদ্যাসাগর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা তাঁহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন

বিদ্যাসাগর। সত্যি মত আছে ? না, আমার মন রেখে বলছ ?

ভগবতী। [হাসিয়া] অত কথার জবাব দিতে পারি না

আমি; ভাত বাড়া হয়েছে; আয় তুই। ওমা, স্বরোর কথা বলতে বলতেই স্বরো এল যে—

থান-কাপড় পরা স্বরো প্রবেশ করিল। কৃশাঙ্গী যুবতী

স্বরো। এত রাত্রে আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে ভাবলাম, কি হ'ল দেখে আসি। এসে শুনলাম, দাদা এসেছেন।

গলায় কাপড় দিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিল। পদপ্রান্তে অবনমিতা বিধবার পানে চাহিয়া বিদ্যাসাগর নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাধকান্ত দেবের বৈঠকখানা। দেখিলেই মনে হয়, বড়লোকের বৈঠক। কয়েকখানি মহার্ঘ চেয়ার ছাড়া একটি প্রকাণ্ড চৌকির উপর প্রশস্ত ফরাশ বিছানো রহিয়াছে, ফরাশের উপর দামী গালিচা এবং কয়েকটি মখমলের তাকিয়া দেখা যাইতেছে। রাধাকান্ত দেব একটী তাকিয়া হেলান দিয়া রূপার গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছেন; ফরাশের উপর একটু দূরে তর্করত্ন, বিদ্যা-বাগীশ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বসিয়া আছেন

রাধাকান্ত। সামনাসামনি এর বিচার হওয়াই ভাল। আপনা-দের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, ওকেই বলুন, এখনই আসবে ও।

তর্করত্ন। নিশ্চয় বলব, ভয় করি নাকি কাউকে?

রাধাকান্ত। যাই বলুন আপনারা, ওর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব প'ড়ে বিস্মিত হয়েছি আমি। ছোকরার 'বিদ্যাসাগর' উপাধি সার্থক!

ধোঁয়া ছাড়িলেন

বুদ্ধিমান যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

বিদ্যাবাগীশ। আপনার যে সন্দেহ থাকবে না, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে! কি বল হে ন্যায়রত্ন, সজ্জন সকলকেই সজ্জন মনে করে, বুদ্ধিমান সকলকেই বুদ্ধিমান ভাবে, কি বল হে চূড়ামণি?

চূড়ামণি। কি আর বলব বল!

ন্যায়রত্ন। কত অকালকুষ্মাণ্ড যে রসালত্ব প্রাপ্ত হ'ল এঁর হাতে তা আর কহতব্য নয়। সেদিন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এক ছোঁড়া এসে ফড়ফড় ক'রে খানিক ইংরিজী আউড়ে হুহু ক'রে খানিক কেঁদে দিলে; বাস্, অমনই তার কলেজে পড়বার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

রাধাকান্ত। কি যে বল! সে বেচারা সত্যিই ভাল ছেলে, সত্যিই গরিব।

তর্কালঙ্কার গলা-খাঁকারি দিলেন

তর্কালঙ্কার। বিরাট একটা মহীরুহ, অসংখ্য তার ডালপালা, বসুক না বাপু পাঁচটা পক্ষী এসে। তোমাদের তাতে এত গাত্রদাহ কেন? দাহই যদি হয়, শীতল ছায়াতে আর একটু স'রে ব'স না, ছায়ার তো অভাব নেই।

বিদ্যাবাগীশ। তর্কালঙ্কার কি বুঝতে কি বুঝলে দেখ! গাত্রদাহের কথা নয়, অপাত্রে দান করাটা শাস্ত্রেই যে মানা করেছে, কি বল হে ন্যায়রত্ন? এই পরশু-দিনের ঘটনাটাই ধর না, লিকলিকে ওই বামুন ছোঁড়া যে

একটা সংস্কৃত শ্লোক ব'লে দশ দশটা টাকা নিয়ে গেল, শ্লোকটা কি ওর নিজের তৈরি? কি বল হে চূড়ামণি?

রাধাকান্ত। শ্লোকটি কিন্তু বড় কবিত্বপূর্ণ। মনে আছে কারও?

ন্যায়রত্ন প্রথমে চক্ষু মিটিমিটি করিয়া পরে চক্ষু বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলেন

ন্যায়রত্ন। না, বাক্যগুলি স্মরণ করতে পারছি না। তবে অর্থটা হচ্ছে যে, আমার অন্তরস্থিতা বাণী এই সভায় আবির্ভূতা হতে কুণ্ঠিতা হচ্ছেন, কারণ তিনি নগ্না, আমার দারিদ্র্যের অনলে তাঁর বসন দগ্ধ হয়েছে। ভাবটি উত্তম, সে বিষয়ে সন্দেহ কি!

তর্করত্ন। [হাই তুলিলেন] তারা তারা তারা।

তর্কালঙ্কার। তোমার বিদ্যাসাগর কতক্ষণে আসবে হে?

রাধাকান্ত পিরানের পকেট হইতে একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

রাধাকান্ত। সাতটার সময় তাকে আসতে বলেছি। এখনই আসবে সে, আর মিনিট পাঁচেক দেরি আছে সাতটা বাজতে।

বিদ্যাবাগীশ। আপনি কি ওকে জানিয়েছেন যে, আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে?

রাধাকান্ত। না, আমাকে এসে সেদিন বলছিল যে, আপনি বিধবা-বিবাহ যাতে প্রচলিত হয়, তার একটা ব্যবস্থা করুন, তাই আমি ডেকেছি আজকে তাকে।

চূড়ামণি। একটা অর্ব্বাচীনের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করাটাই আত্মসম্মান-হানিকর।

রাধাকান্ত। নিতান্ত অর্ব্বাচীন নয় হে, ওর প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখেছ ভাল ক'রে?

চূড়ামণি। [সবিস্ময়ে] আপনি কি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন নাকি তা হ'লে?

রাধাকান্ত। বিবাহ সমর্থন না করলেও যুক্তিটা সমর্থন করি। আপনারা পারেন তো খণ্ডন করুন না যুক্তি।

বিদ্যাবাগীশ। আসল কথা কি জান? যুক্তি নিজেই উনি খণ্ডন করতে পারেন—

তর্কালঙ্কার। স্বচ্ছন্দে।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু পারছেন না চক্ষুলজ্জাবশত, কি বল হে তর্ক-রত্ন? অপ্রিয় কার্য্যটা আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চান। বুঝছ না?

বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাধাকান্ত। [উঠিয়া বসিয়া] এস, এস। ব'স।

বিদ্যাসাগর একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল

বিদ্যাসাগর। আমাকে ডেকেছেন কেন?

রাধাকান্ত। তোমার প্রস্তাবটির সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করতে চাই। এঁরাও রয়েছেন. সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার মত বিদ্যে আমার নেই। তা ছাড়া, শাস্ত্রে যদি বিধবা-বিবাহের

কোন বিধান নাও থাকত, তা হ'লেও আমি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করতে চেষ্টা করতাম।

রাধাকান্ত। [সবিস্ময়ে] এটা কেমন ধারা কথা হল তোমার?

বিদ্যাবাগীশ। এই যদি তোমার মনের কথা, তা হ'লে শাস্ত্রীয় বচনের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে ধার্ম্মিক লোকদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করাই উচিত ছিল তোমার, কি বল হে চূড়ামণি?

বিদ্যাসাগর। ভুল ব্যাখ্যা! কোন্‌টা ভুল ব্যাখ্যা?

চূড়ামণি। আগাগোড়াই ভুল। পরাশরসংহিতার বিবাহ-বিধায়ক উক্ত বচনটির অভিপ্রায় এই যে, যদি কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বর অন্তর্দ্দেশাদি হয়, তা হ'লেই তার পুনরায় অন্য বরে বিবাহ হতে পারে। বিবাহিতা বিধবাদির বিবাহ হতে পারে—ও বচনের এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নয়।

বিদ্যাসাগর। শ্লোকের মধ্যে তো বাগ্‌দত্তা কথার কোনই উল্লেখ নেই, কষ্টকল্পনা ক'রে বাগ্‌দত্তা আনবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য তো এ বিষয়ে পরিষ্কার ক'রে লিখে দিয়েছেন, তিনি নিজে বিধবা বিবাহ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনিও অঙ্গীকার করেছেন যে, পরাশরের ওই বচনটি বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক। নারদসংহিতা আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন—

চূড়ামণির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল

চূড়ামণি। কি, আমার কথার ওপর কথা! আমি বলছি, ও শ্লোক বাগ্‌দত্তা-বিষয়ক, তুমি তা অপ্রমাণ কর।

তর্কালঙ্কার। থাম থাম, আমি একটি প্রশ্ন করি। ওই পরাশর-সংহিতাতেই বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তা দেখছ?

বিদ্যাসাগর। দেখেছি।

বিদ্যাবাগীশ। তবে? বিধবারা কি বিবাহিতা স্ত্রী নয়?

বিদ্যাসাগর। কি মুশকিল, বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ তো নিষিদ্ধই, কেবল নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ—এ পাঁচটি স্থলে পরাশর বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধান দিচ্ছেন। বাগ্‌দত্তার কথা বলছিলেন? কাশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তারও পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের কি কিছু ঠিক আছে?

তর্করত্ন। কিন্তু আদিত্যপুরাণে? আদিত্যপুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

ঊঢ়ায়াং পুনরুদ্বাহং, জ্যেষ্ঠাংশং, গোবধং তথা
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্।

রাধাকান্ত। কমণ্ডলু-ধারণ মানা নাকি কলিতে?

তর্করত্ন ঘাড় নাড়িলেন

বিদ্যাসাগর। শুধু আদিত্যপুরাণ কেন, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এসব গ্রন্থেও বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। পরাশরও তা মানেন, কিন্তু তিনি পাঁচটি স্থল ধ'রে বিধান দিচ্ছেন যে, এই এই ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীরও

পুনর্বিবাহ হতে পারে। আদিত্যপুরাণ, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এঁদের বিধি সামান্য বিধি অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম। কিন্তু পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সামান্য বিধি লঙ্ঘন করা যেতে পারে, তারই বিধি।

বিদ্যাবাগীশ। দেখ, তোমার ওসব মনগড়া যুক্তি তোমার মনেই নিবদ্ধ রাখ, ওসব আমরা শুনতে চাই না।

চূড়ামণি। ওসব শোনাও গিয়ে তোমার তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে যে তোমার অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। সে তোমার সব কথায় হাঁ হাঁ ক'রে সায় দেয় ব'লে আমরাও দেব না।

বিদ্যাসাগর। কটূক্তি কিম্বা উপহাস যুক্তি নয়। আচ্ছা, আমি উঠি এবার।

উঠিবার উপক্রম করিলেন

রাধাকান্ত। সেকি, ব'স ব'স, কোন আলোচনাই তো হ'ল না!

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি যা জানি বললাম, তা মানা, না মানা এখন আপনাদের ইচ্ছে। তা ছাড়া আমি তো আগেই বলেছি, শাস্ত্রে আছে—এই আমার প্রধান যুক্তি নয়। আমার আবেদন আপনাদের হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে।

রাধাকান্ত। ঠিক।

তর্কালঙ্কার। প্রত্যেক লোক যদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধির

কৌশল অনুসারে চলে, তা হ'লে তো সমাজ দুদিনে উৎসন্ন যাবে। এই সব দমন করবার জন্যেই তো শাস্ত্র, যা শাসন করে—

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রও যুগে যুগে বদলেছে, কারণ শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু যে মানুষ শাস্ত্র বদলাতে সক্ষম, সে মানুষ এ দেশে জন্মায় নি এখনও, কি বল হে ন্যায়রত্ন ?

চূড়ামণি। অন্তত বীরসিংহায় জন্মায় নি

বিদ্যাসাগর কোন জবাব দিলেন না

রাধাকান্ত। আপনারা চুপ করুন। [বিদ্যাসাগরকে] খোলসা ক'রে বল দিকি, কি চাও তুমি ?

বিদ্যাসাগর। বলেছি তো, সমাজ-সংস্কার। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা তার একটা দিক মাত্র।

রাধাকান্ত। সমাজ-সংস্কারের অন্য দিকও তো আছে, তার জন্যে কি করছ ?

বিদ্যাসাগর। আমি একা কতটুকু করতে পারি, আপনারা সবাই মিলে না করলে ? আমাদের সমাজে বিধবাদের অসীম দুর্গতি, সমাজ থেকে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, সবই তো জানেন আপনারা।

তর্কালঙ্কার। আহা এসব আর নতুন কথা কি ? সব সমাজে ব্যভিচারিণী চিরকাল আছে, সহসা তাদের দুঃখে এতটা বিচলিত হওয়ার অর্থ কি ?

বিদ্যাবাগীশ। অর্থ আছে বই কি, আমরা বুড়ো হয়েছি আমরা

তার কি বুঝব, কি বল হে চূড়ামণি? দাও নস্যটা দাও।

নস্য লইতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আমি এবার উঠি।

রাধাকান্ত। ব'স ব'স। দেখ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা উচিত হ'লেও সহজ নয়।

বিদ্যাসাগর। সহজ নয় ব'লেই তো আপনার মত শক্তিশালীর উপযুক্ত কাজ—

ন্যায়রত্ন। এ কথাটা ঠিকই বলেছ। উনি যদি এতে নামেন, এখনই সব ঠিক হয়ে যায়। এ কি আর তোমার আমার মত ভিকিরি বামুনের কম্ম হে?

বিদ্যাসাগর। সেইজন্যেই তো ওঁর দ্বারস্থ হয়েছি।

রাধাকান্ত। বেশ, কি করতে হবে বল?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ দিন, আপনি সে বিবাহে প্রকাশ্যে যোগদান করুন, সমাজে সেটা স্বীকৃত হোক।

রাধাকান্ত। পাত্র পাত্রী কোথায় পাব?

বিদ্যাসাগর। আমি যোগাড় ক'রে দেব।

রাধাকান্ত। তা না হয় দিলে, বিয়েও না হয় হ'ল, কিন্তু তাদের ছেলেপিলে যদি আইনের চক্ষে জারজ ব'লে গণ্য হয়, তখন?

ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাবাগীশের চাক্ষুষ একটা আলাপ হইয়া গেল। ভাবটা—এইবার নূতন একটা প্যাঁচ কষিয়াছেন রাধাকান্ত

বিদ্যাসাগর। যদি দরকার হয়, আইন বদলাবারও চেষ্টা করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনার যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম, আপনি চেষ্টা করলে তাও অসম্ভব না হতে পারে।

রাধাকান্ত। [হাসিয়া] অত সোজা নয়। দেখ, তোমার যুক্তি-গুলি খুবই ভাল, ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সমর্থন করি, কিন্তু প্রকাশ্যে আমি তার সহায়তা করতে পারি না যতক্ষণ এঁরা না মত দিচ্ছেন।

পণ্ডিতদের দেখাইলেন

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

রাধাকান্ত। কারণ এঁরাই সমাজ, এঁদের সম্মতি না থাকলে, এঁদের ভাল করবারও কারও অধিকার নেই। সমাজ একটা এজমালি জিনিস—

বিদ্যাসাগর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। উঠি আমি তা হ'লে।

উঠিলেন

ন্যায়রত্ন। একটি কথার বাপু জবাব দেবে ?

বিদ্যাসাগর। কি বলুন ?

ন্যায়রত্ন। শুনেছি, বীরসিংহায় তোমাদের পাড়ায় একটি বাল-বিধবার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই কি তোমার সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা নাকি ?

বিদ্যাসাগর রাধাকান্তের দিকে একবার চাহিলেন

বিদ্যাসাগর। শুধু সে নয়, আরও অনেকে।

ন্যায়রত্ন। ভাল ভাল। দেখ, চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি তাদের দুঃখ মোচন করতে পার, এ চেষ্টা সাধু।

তর্করত্ন। তোমরা রাজি না হ'লে কি ক'রে হয় বল ? [রাধাকান্তকে দেখাইয়া] উনি যে সমস্ত দায়িত্বটা তোমাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। লোক বটে !

তর্কালঙ্কার। কিন্তু বিশ্বাস কর তুমি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে সত্যই যদি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারতে, তা হ'লে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চেষ্টিত হতাম আমরা, বিশ্বাস কর।

বিদ্যাসাগর। আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যদি পাই, আপনাদের জানাব। এটা কিন্তু জেনে রাখুন, বিধবা-বিবাহ হবে।

বাহির হইয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিৎপুর অঞ্চল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলষষ্ঠীর রাত্রি, সুতরাং এ অঞ্চল বেশ একটু সরগরম বোধ হইতেছে। সারি সারি বেল-লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে। 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' 'তপসে মাছ'—ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ডাক আশ-পাশের গলির ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে গাজনের ঢাকের শব্দ—দূরত্ব-নিবন্ধন গুরুগম্ভীর ও সুমিষ্ট। সম্মুখেই একটি ঘরে খ্যামটা-নাচ চলিতেছে। ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কালো কপাটের উপর খড়ি দেওয়া নম্বর লেখা আছে ৬১। নর্ত্তকীকে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু নূপুরনিক্বণ ও স-তবলা-সারঙ্গ সঙ্গীত আলোকিত বাতায়নপথে ভাসিয়া আসিতেছে। লুব্ধ উন্মুখ জনতা পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছেও। জনতার অধিকাংশ লোকই তৎকালপ্রচলিত বেশে সজ্জিত। সকলেরই পায়ে ইংরেজী জুতা, কাহারও কাহারও পায়ে বুটজুতাও, মোজাও নানা রঙের। অনেকের গায়ে শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি, পরনে চওড়াপাড় সিমলের ধুতি, কাছা পাকানো। পাকানো চাদরও

কাহারও কাহারও গলায় রহিয়াছে। প্রায় সকলেরই মাথায় বাহারে টেরি। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-মানসে কেহ কেহ দাঁতে মিশি দিয়াছে, কেহ চবরচবর করিয়া পান চিবাইতেছে, কেহ বার্ডসাই ফুঁকিতেছে। কোটপ্যাণ্ট-পরা ও মাথায় শামলা গায়ে পিরান এ রকম লোকও আছে। অল্প একটু দূরে গৃহসংলগ্ন ফালি বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া একটি বারবনিতা এই জনতাকে লক্ষ্য করিতেছে। জনতা কিন্তু তাহার সম্বন্ধে তেমন সচেতন বলিয়া মনে হইতেছে না। মেয়েটি অতিশয় কুৎসিত। সাজসজ্জার সে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে তাহার কদর্য্যতা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে

খানিকক্ষণ চলিয়া নাচগান থামিয়া গেল। ভিতর হইতে 'কেয়াবাৎ' প্রভৃতি হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। গান থামিতে অনেক লোক চলিয়া গেল। ক্যাবলা, হ্যাপলা, মতি, নরু ও গুরুচরণ গেল না। নরু উৎ-কর্ণ হইয়া ঢাকের বাজনা শুনিতেছিল। গুরুচরণ ঘাড়টা যথাসম্ভব বাড়াইয়া আলো-কিত বাতায়নপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরুচরণের ফিরিঙ্গী বেশ। গলার কলারটা বেশ শক্ত ও উঁচু-গোছের, ঘাড়টা স্বচ্ছন্দে নড়িতে পাইতেছে না। সে যে মাসখানেক কোন ইংরেজী

স্কুলে পড়িয়াছিল এবং এখনও অভিধান মুখস্থ করে, তাহার প্রমাণ সে সর্ব্বদাই দিতে ব্যগ্র

নরু। [চিন্তিত] মিত্তিরদের বাড়িতে শিবের মাথার ফুল ঠিক এখনও পড়ে নি। ঢাকের বাজনাটা শোন।

মতি। তা তো শুনছি।

নরু। জগোটা তো ভারী আঁটকে পড়ল হে! এঃ, দমালে দেখছি।

ন্যাপলা। [ক্যাবলাকে] তোমার খুড়োই বা কখন আসবে, তা তো বুঝতে পারছি না।

ক্যাবলা। খুড়ো এল ব'লে।

মতি। খুড়োকে কি কি আনতে দিয়েছিস?

ক্যাবলা। আতুরী, জবাবী, দু রকমই—ভাল ক'রেই জমাতে হবে আজ।

ব্যর্থমনোরথ গুরুচরণ আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিল

গুরু। ইন্‌সাইড একদম—[বাকিটা অঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া প্রকাশ করিল]। নেক ব্যথা ক'রে ফেললাম বাবা, কিন্তু তিলমাত্র ফিলজফি পাবার জোটি নেই।

মতি। সে আবার কি, ফিলজফি কি!

গুরু। ফিলজফি মানে দর্শন। ইংরিজীটা শেখ একটু আধটু।

নরু। না, জগোর গতিক খারাপ দেখছি।

ন্যাপলা। জগো কি মিত্তির-বাড়িতে নাকি?

নরু। হ্যাঁ, জগো ওদের শিবের বামুন যে, ফুল না পড়লে আসে কি ক'রে বল ?

ক্যাবলা। শিবের মাথার ফুল পড়বে কি ক'রে বাবা, যা সব হিরণ্যকশিপু জন্মাচ্ছে দেশে!

মতি। যা বলেছ, রামমোহন রায় যেতে না যেতেই বিদ্যাসাগর এসে জুটেছে, সে নাকি বিধবাদের বে দেবে, দুখানা কেতাব ছেড়েছে বাজারে।

গুরুচরণ পুনরায় জানালার ধারে উঁকি দিতেছিল

ন্যাপলা। যা বলেছিস মাইরি। কালে কালে দেখবি, শিবের মাথায় ধোপায় কাপড় আছড়াবে।

গুরু। এখানকার গুড়ে তো স্যাণ্ড দেখছি, আজ নাইটে ও কপাটের নো ওপ্‌নিং, বেশ শাঁসালো ডাভ এণ্টার করেছে মনে হচ্ছে।

ন্যাপলা। খুড়োর তো টিকি দেখা যাচ্ছে না হে!

মতি। খুড়োকে পাঠিয়ে ভুল করেছ তুমি। খুড়ো আজকাল আর আমাদের তোয়াক্কা করে না। নবীন শীলের বাড়ি খুড়োর এখন দহরম-মহরম।

গুরু। ও ইয়েস, আংক্‌ল আর নবীন শীল আজকাল সোল টু সোল।

ক্যাবলা। খুড়োকে না পাঠিয়ে উপায় কি, খুড়ো না হ'লে এত রাত্তিরে কে আর মদ আনবে বল? আর কারু সাধ্যি নেই।

ন্যাপলা। বাজে কথা। আজ মদের দোকান থেকে একটি খদ্দের ফিরছে না।

নরু। [সবিশেষ চিন্তিত] শিবের মাথার ফুলটা পড়ল না হে এখনও, মহা মুশকিল হ'ল দেখছি, মূল সন্ন্যাসী বোধ হয় কিছু খেয়েছে, ওদের দোষেই এই সব হয় কিনা।

ক্যাবলা। খুড়োরই বা হলো কি ? [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] নবীন শীল ! হুঁঃ, আমার তো অবিদিত কিছু নেই, নবনে ছিল শিপ-সরকার, আজ না হয় হয়েছে মুচ্ছুদ্দি। [সক্ষোভে] দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল হে, অথচ আমরা যে কে সেই র'য়ে গেলাম।

গুরু। সব ফর্‌হেড।

কপালে হাতে দিলেন

ক্যাবলা। আমাদের যতেও শুনছি শেরুডের বাড়ি ঢুকে এখন বেশ দু পয়সা পিটছে। ঢুকেছিল মেট-মিস্তিরি হয়ে, এখন মেয়েমানুষ রেখেছে একটি, রূপোর বকলস দেওয়া জুতো পায়ে দেয়—

হঠাৎ গাজনের ঢাকের তাল বদলাইয়া গেল। নরু উল্লসিত হইয়া উঠিল

নরু। ফুল পড়েছে, ফুল পড়েছে। আমি যাই, চট ক'রে ডেকে নিয়ে আসি তাকে, আবার না কোন ঝামেলায় আটকে পড়ে।

চলিয়া গেল

মতি। ও বাঁচল।

দূরে একটা কোলাহল ও সঙ্গীত শোনা গেল

ন্যাপলা। স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও—সং আসছে।

হাসির হররা ও হল্লোড় করিতে করিতে খোল করতাল প্রভৃতি বাজাইয়া সংকীর্ত্তনের দলের মত একটা দল প্রবেশ করিল। বিধবাবেশী কয়েকজন পুরুষ উদ্বাহু হইয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে

গান

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন্,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।

গান গাহিতে গাহিতে দলটি চলিয়া গেল

ক্যাবলা। সত্যি? সদরে রিপোর্ট করেছে নাকি হে বিদ্যাসাগর?

মতি। করে নি এখনও, কিন্তু তার উজ্জুগ চলছে। বাজারে বই ছেড়েছে দুখানা। রিপোর্টও করবে ঠিক, ভয়ঙ্কর লোক, সব করতে পারে।

ন্যাপলা। তুই চিনিস নাকি?

মতি। চিনি না! সেবার পেনেটির পিক্‌নিকের খরচটা তো ওর কাছ থেকেই বাগিয়েছিলাম। লোকটার পণ্ডিত পণ্ডিত ব'লে এত নামডাক, আসলে কিন্তু

একটি হাঁদারাম। মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে একবার ধরলেই হ'ল গিয়ে।

ক্যাবলা। কি বলেছিলি তুই ?

মতি। [অভিনয় করিয়া] "আমার বাবা বিনা চিকিচ্ছেয় মারা গেছে, আমার বোনটি শুষছে, আমাদের ঘরদোর সব দামোদরের বানে ডুবে গেছে, তিন দিন খেতে পাই নি—" তারপর দু ফোঁটা চোখের জল, বাস্, তারপর পাঁচটি টাকা।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ন্যাপলা। কি রকম দেখতে রে লোকটা ?

মতি। কাঁঠগোঁয়ারের মত চেহারা, উড়ে মালি একটা। তার ওপর ভয়ঙ্কর জিদী, ঠিক ও বিধবার বিয়ে দেবে। এক রাধাকান্ত দেব যদি ওকে আটকাতে পারে, আর কেউ পারবে না।

ক্যাবলা। না রে, দেশে এখনও মহাপুরুষ আছে।

মতি। ছাই আছে।

ক্যাবলা। আলবৎ আছে। আমার ছোট পিসীর দেওর সেদিন রিষড়ে গেসল, স্বচক্ষে দেখে এসেছে—স্বচক্ষে। হিমালয়ের এক সন্ন্যাসী পারাভস্ম খাইয়ে তিন দিনের বাসী মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে। ভস্ম মুখে ঠেকাবামাত্র মড়া তড়াক ক'রে উঠে বসল। লোহাকে সোনা করতে পারে।

মতি। দ্বিতীয় হোসেন খাঁ বল ?

ন্যাপলা। সে আবার কে ?

মতি। তুই এখুনি ভূমিষ্ঠ হলি, নাকি ? হোসেন খাঁর নাম শুনিস নি ? মন্তরের জোরে উইল্‌সনের হোটেল থেকে পাঁউরুটি পার করত সে।

ন্যাপলা। কবে বল তো ?

মতি। এই তো কিছুদিন আগে।

ন্যাপলা। ও, আমি তা হ'লে তখন ছিলুম না বোধ হয়, পিসীর সঙ্গে বৃন্দাবন গেসলাম।

কথা কহিতে কহিতে নরু ও কালীর প্রবেশ

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মিত্তির-বাড়ি থেকেই আসছি। শিবের মাথার ফুল কিছুতেই পড়ছিল না তা ঠিক, শেষটা বাবুকে বাঁধতে হ'ল। বাবু পায়নাপেলের চাপকান পরে এই দিকেই আসছিলেন, কিন্তু রুকতে হ'ল তাঁকে, উপায় কি ?

নরু। কিন্তু জগো কোথায় ? তাকেই তো খুঁজছি আমি, সে যে ওদের বাড়ি শিবের বামুন হয়েছিল।

কালী। [সবিস্ময়ে] কে বললে ? গঙ্গাজল ছিটুচ্ছিল তো নফর শিরোমণি, জগো ও তল্লাটে ছিল না।

নরু। কি আশ্চর্য্য! জগো তা হ'লে গেল কোথা ? আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে এল, ব'লে এল, পূজোটি সেরেই আমি আসচি। ৬১ নম্বর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে বললে, তার ভরসায় এদের আটকে রেখেছি—

৬১ নম্বর ঘরের ভিতর আবার তবলা ও সারঙ্গ বাঁধার আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল

গুরু। [সক্ষোভে] এদের আবার কমেন্সমেণ্ট হ'ল। আর আমরা ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ফ্রাই করছি কেবল। [ক্যাবলার দিকে চাহিয়া] তোমার খুড়োই আমাদের ড্রাউন করালে আজ।

ন্যাপলা। খুড়ো টাকা কটি মেরে সরেছে।

ক্যাবলা। [জিব কাটিয়া] না না, খুড়োর সম্বন্ধে ও কথা বলা যায় না।

কথা শেষ হইতে না হইতে খুড়ো ও জগো প্রবেশ করিল। উভয়েরই বগলে বোতল, উভয়েরই পা টলিতেছে

এটা কি রকম হ'ল খুড়ো ?

খুড়ো। কুস পরোয়া নেই বাওয়া, সব লাল হো যায়গা, লা—লে লাল।

জগো। [নরুর মুখের সামনে হাত নাড়িয়া, সুরে] কিনে দেব মাথাঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা, উভয়ের পুরাবি আশা, ও যাদুমণি—

ইহাতে নরু অত্যন্ত চটিয়া গেল

নরু। আশা পোরাচ্ছি, থাম তোর শালা—

জগোর গলার চাদর মুঠি করিয়া ধরিল

দে, টাকা দে আমার।

গুরু। আহা নরু, রেজ কন্‌ট্রোল কর ব্রাদার, ফাইট ক'র

না, পুলিসের হুজ্জুতে পড়লে নিউ ডিফিকাল্‌টি হবে আবার একটা। আর ডিলে না ক'রে রিসার্চ করিগে চল, ডোর টু ডোর ঘুরলে এখনও—কি বল মতি ?

মতি। হ্যাঁ, তাই চল।

সকলে চলিয়া গেলে ৬১ নম্বরের দরজা খুলিয়া দুইজন ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। চাদর সামলাইতে গিয়া এক-জনের পকেট হইতে একটি পুস্তিকা মাটিতে পড়িয়া গেল

প্রথম ভদ্রলোক। ওখানা কি হে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওখানা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম ভদ্রলোক। ওবই এখানে কেন বাবা! লোকটার কি পাগলামি দেখ তো!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। পাগলামি কোথায় দেখলে তুমি ? তোমার গাড়ি কই ?

প্রথম ভদ্রলোক। আসছে এখনই।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। বিদ্যাসাগর প্রস্তাব লিখেই ক্ষান্ত হন নি শুধু, ব্যবস্থাপক সভায় যাতে আইন পাস হয় তার জন্যে চেষ্টা করছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। কি রকম ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। একটা দরখাস্ত লিখে তাতে বহু লোকের সই সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন। বিকেলে আজ আমাদের

বাড়িতে এসেছিলেন, সেই সময়ে এই বইখানা দিলেন আমাকে। আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটেই বেলুড় চ'লে গেলেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ক্ষেপে উঠেছে বল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওঁকে আরও ক্ষেপিয়েছেন রাধাকান্ত দেব। উনি যদি এর বিরুদ্ধে না যেতেন, তা হ'লে হয়তো বিদ্যাসাগর মশায় এতটা উঠে প'ড়ে লাগতেন না।

প্রথম ভদ্রলোক। রাধাকান্ত দেবই বা কি করবেন বল, নানা পণ্ডিত যে নানা কথা কইছেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। কেউ কথা কইছেন না, সবাই ছাতারে পাখির মত কচর-কচর করছেন। এমন একজন পণ্ডিত নেই, যার কথার জবাব বিদ্যাসাগর মশায় দেন নি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখো—তুলো ধোনা ক'রে ছেড়েছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। সকলকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। চুল চিরে।

প্রথম ভদ্রলোক। কিন্তু শুনেছি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। নাম ক'র না ওঁদের, ওঁরা সব ভণ্ড। ওঁরাই কিছুদিন আগে নাম সই ক'রে শ্যামাচরণ দাসের বিধবা মেয়ের বিয়ের ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু যেই ম্যাও ধরবার সময় এল, অমনই সব পিছিয়ে গেলেন। বল কেন ওঁদের কথা! একটা কথা জেনে রেখো—ওই সব বিদ্যারত্ন, তর্কসিদ্ধান্ত,

বিদ্যাবাগীশ, চূড়ামণিরা বিদ্যের জাহাজ হতে পারেন, কিন্তু সাগরকে অতিক্রম করতে পারেন নি কেউ। কই, তোমার গাড়ি কত দূর হে? হেঁটেই চল না হয়।

ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন

একি, নাম করতে করতেই যে—কি বিপদ, চল, ঘরের ভেতরে ঢোকা যাক।

প্রথম ভদ্রলোক। কেন?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। দেখছ না, বিদ্যাসাগর মশায় আসছেন যে। এদিকে হঠাৎ কেন বাবা! বেলুড় থেকে ফিরছেন বোধ হয়।

উভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। বারান্দার বারাঙ্গনাটি তেমনই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। হনহন করিয়া বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বারবনিতাকে ছাড়াইয়া হনহন করিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন। তাহার পর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বারবনিতার সম্মুখীন হইলেন

বিদ্যাসাগর। আমি বেলুড় যাবার সময় তোমায় দেখে গেছি। এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ!

বারবনিতা। এই তো আমাদের ব্যবসা গো।

বিদ্যাসাগর। [ইতস্তত করিয়া] তুমি—

বারবনিতা। অত ঢঙে কাজ কি বাপু, আসবে তো এস না।

বিদ্যাসাগর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন

বিদ্যাসাগর। নাও আমি টাকা দিচ্ছি ঘরে গিয়ে শো'ও গে যাও।

টাকা দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন

বারবনিতা। [বিস্মিত] এ আবার কি !

তৃতীয় দৃশ্য.

রামগোপাল ঘোষের বৈঠকখানা। নানাবিধ মহার্ঘ আসবাবপত্রে কক্ষটি সুসজ্জিত। যদিও মুসলমান সভ্যতার কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান—যেমন শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত ঝাড়-লণ্ঠন, একটি ছোট টেবিলে রক্ষিত আতরদান গোলাপ-পাশ, একটি তেপায়ার উপর কুণ্ডলীকৃত জমকালো নল-সমন্বিত দামী গড়গড়া—কিন্তু সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপও বেশ সুস্পষ্ট। মেহগনির টেবিল, চেয়ার, তেপায়া, কোচ, আলমারি, সুদৃশ্য ডোম দেওয়া টেব্‌ল-ল্যাম্প চমৎকার চমৎকার ফুলদানি, দেওয়ালে দেওয়ালে ব্র্যাকেট, ব্র্যাকেটের উপর ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত ভেনাস, অ্যাপোলো জাতীয় গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি, একটি বড় দামী ঘড়ি প্রভৃতি সাহেব-বাড়ি হইতে আনীত ছোট বড় শৌখিন দ্রব্যনিচয় ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এক কোণে টেবিলের উপর কয়েকটি মদের বোতল, ডিক্যাণ্টার, সোডাওয়াটারের বোতল, এবং তাহার পাশের খোলা দরজাটা দিয়া প্রশস্ত বারান্দায় হ্যাটর‍্যাক দেখা যাইতেছে। ঘরটি বেশ প্রশস্ত, অনেকগুলি দরজা জানালা

আছে। একটী দরজা দিয়া রামগোপাল ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিরতিশয় গম্ভীরপ্রকৃতির রাশভারি লোক। তিনি এইমাত্র বাহির হইতে ফিরিলেন, সাজ-পোশাক এখনও খোলা হয় নাই। পরিধানে চোগা, চাপকান, শামলা—দামী কিন্তু চাকচিক্যশালী নয়। আসিয়াই তিনি শামলটা খুলিয়া একটা কৌচের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহারপর কি মনে করিয়া আবার সেটা তুলিয়া লইলেন।

রামগোপাল। [দ্বারের পানে চাহিয়া] বয় !

নেপথ্যে বয়। হুজুর !

কেতাদুরস্ত লিভেরি-পরা খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল। রামগোপাল তাহাকে কিছু না বলিয়াই পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। বাচনিক কোন আদেশ না দিলেও ভৃত্য তাহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিল। কোনে গিয়া মদ্যপানের সরঞ্জাম সব ঠিক করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে চোগা-চাপকান-শামলা ছাড়িয়া রামগোপাল ফিরিয়া আসিলেন। সোফার উপর গিয়া বসিতেই খানসামা নিকটে একটি তেপায়া স্থাপন করিল, একটী ট্রে-তে সমস্ত সরঞ্জাম সাজাইয়া আনিয়া ট্রে-টি তাহার উপর রাখিল

রামগোপাল। ঢাল

খানসামা গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিল

বাস্। না, সোডা চাই না। খবরের কাগজখানা দে।

খানসামা আদেশ পালন করিয়া চলিয়া গেল। রামগোপাল মদ 'সিপ' করিতে করিতে কাগজে মন দিলেন। কয়েক মিনিট পরে খানসামা পুনরায় প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি পত্র

খানসামা। হুজুর, সংস্কৃত কলেজের তর্কবাগীশ মশায় এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিকেলে।

রামগোপাল পত্রটি পড়িয়া দেখিলেন

রামগোপাল। বাইজী আনতে লোক চ'লে গেছে?

খানসামা। হ্যাঁ হুজুর।

রামগোপাল। আর একজন লোক পাঠিয়ে মানা ক'রে দে। আসতে হবে না আজ।

খানসামা চলিয়া গেল। রামগোপাল কাগজে মন দিলেন এবং একটু পরে স্বগতোক্তি করিলেন

This Napoleon III seems to be a rogue!

বাহিরে পদশব্দ পাওয়া গেল, চটি-জুতার আওয়াজ। রামগোপাল কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন না, পড়িতেই লাগিলেন। খানসামা প্রবেশ করিল।

খানসামা। হুজুর, তর্কবাগীশ মশায় এসেছেন।

রামগোপাল। ও, আচ্ছা। ডেকে নিয়ে আয়।

মদের গ্লাসটা তেপায়ার উপর রাখিয়া দিলেন, বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রবেশ করিলেন। রামগোপাল যেন কর্ত্তব্যবোধেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও নমস্কার করিলেন

আসুন, বসুন।

তর্কবাগীশ। [সহাস্যে] এক পা ধুলো নিয়ে তোমার এই কার্পেট মার্পেটগুলো দিলাম বোধ হয় নষ্ট ক'রে।

ইহার উত্তরে সাধারণত লোকে 'কিছু না' 'কিছু না' জাতীয় যে সব বিনয়-বচন কহিয়া থাকে, রামগোপাল সে সব কিছুই বলিলেন না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানসামা আসিয়া একটি চেয়ার একটু টানিয়া সোফার দিকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। তর্কবাগীশ উপবেশন করিলে রামগোপাল উপবেশন করিলেন

রামগোপাল। আমি এইমাত্র আপনার চিঠিটা পেলাম।

তর্কবাগীশ। আমি গত কয়দিন থেকে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি। বারম্বার বিফল-মনোরথ হয়ে অবশেষে চিন্তা ক'রে দেখলাম, পূর্ব্বাহ্নে পত্র না দিলে তোমার দর্শন পাওয়া দুর্লভ হবে। তোমার, আপিস আছে, কাগজ আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে, বক্তৃতা আছে—

খবরের কাগজটার দিকে লক্ষ্য পড়িল

পাঠে বিঘ্ন করলাম নাকি, কি পড়ছিলে?

রামগোপাল। ক্রিমিয়ান ওয়ারের খবর।

তর্কবাগীশ। হ্যাঁ শুনেছি বটে, ভারী একটা সংঘর্ষ হচ্ছে ইয়োরোপ খণ্ডে। কার সঙ্গে কার বল তো, আমি ঠিক—

রামগোপাল। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের।

তর্কবাগীশ। তা তো বটেই, কিন্তু ব্যাপারটার ঠিক তাৎপর্য্য আমি—

রামগোপাল। আপনি কি দরকারে এসেছেন?

তর্কবাগীশ। তা বলছি।

রামগোপাল মদের গ্লাসটার পানে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

তর্কবাগীশ। খাও না, খাও, ওতে আর দোষ কি আছে, বাপ ব্যাটায় ব'সে খাচ্ছে আজকাল।

রামগোপাল আর নিরর্থক সঙ্কোচ না করিয়া গ্লাসটি তুলিয়া এক চুমুক দিলেন

রামগোপাল। আপনার প্রয়োজনটা কি বলুন?

তর্কবাগীশ। কথাটা হচ্ছে, ঈশ্বর বিধবা-বিবাহ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়েছে। শুনছি নাকি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন যাতে পাস হয়, তার জন্যে খুব চেষ্টা করছে ও। ওকে বুঝিয়ে বললে ও শোনে না, গোটাকতক সংস্কৃত শ্লোক শাস্ত্র থেকে উদ্ধার

ক'রে হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে। তুমি ওর বন্ধুলোক এবং বুদ্ধিমান্ লোক, তাই তোমার কাছে এসেছি, তোমরা নিবৃত্ত কর ওকে।

রামগোপাল। আমার মত আছে।

তর্কবাগীশ। [ভুল বুঝিয়া] তোমার মত হ'লেই ঈশ্বরেরও মত হবে, তাই তো তোমার কাছে আসা।

রামগোপাল। বিধবা-বিবাহে আমার মত আছে। ঈশ্বর এ নিয়ে আন্দোলন করবার পূর্ব্বেই আমি বেঙ্গল স্পেক্টেটারে এর বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

তর্কবাগীশ। আলোচনা চলুক না। কিন্তু এ নিয়ে একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারস্থ হওয়াটা—

রামগোপাল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে দরখাস্ত দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে ঈশ্বরের আসবার কথা আছে এখনই। আমি এ বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করেছি, আপনার অনুরোধ আমি পালন করতে পারব না, মাপ করবেন।

খানসামার প্রবেশ

খানসামা। হুজুর, বিদ্যাসাগর মহাশয় এসেছেন।

রামগোপাল তর্কবাগীশের দিকে চাহিলেন

রামগোপাল। [খানসামাকে] ডেকে নিয়ে আয়।

খানসামা চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি দরখাস্ত, আসিয়াই তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়কে প্রণাম করিলেন

তর্কবাগীশ। ভক্তিটি ইদিকে টনটনে আছে, কিন্তু জুতোটি মারবার বেলায় হাতটি কম্পিত হয় না বৎসের !

বিদ্যাসাগর। ছি, ছি, একি কথা বলছেন আপনি ! কি করেছি আমি।

তর্কবাগীশ নস্য লইলেন

তর্কবাগীশ। কি কর নি ? চরম দুর্গতি করেছ; শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের। আগে আমরা যদৃচ্ছা আসতাম, টেবিলের উপর পা-টি উত্তোলন ক'রে দিবানিদ্রাটি উপভোগ করতাম, তুমি এসে সেটি ঘুচিয়েছ। ঠিক সময়ে কলেজে আসতে হচ্ছে সোজা ব'সে পড়াতে হচ্ছে। [রামগোপালের দিকে চাহিয়া] এত বড় ধূর্ত্ত ও, আমি ওর শিক্ষক, আমাকে তো মুখের উপর হুকুম করতে পারে না, তাই কলেজে ঢোকবার মুখটিতে কাঁচুমাচু হয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি দেরিতে এলেই বলে—আপনি এই বুঝি এলেন ! দেখ দিকি নষ্টামি ! [হাসিলেন] কয়েকবার এ রকম হবার পর ঠিক সময়েই আমাকে আসতে হচ্ছে। এসবে

আমার কোন ক্ষোভ নেই, সময়ানুবর্ত্তিতা ভালই, তুমি যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে লেগেছ তাও নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারটা—

বিদ্যাসাগর। আমি কোন কথা শুনছি না, সই করুন।

তর্কবাগীশ। কিসে ?

বিদ্যাসাগর। ব্যবস্থাপক সভায় আমরা সবাই মিলে দরখাস্ত করছি, যাতে বিধবা-বিবাহ আইনত বৈধ ব'লে গণ্য হয়। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সই সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি। অনেকে সই করেছেন। আপনাকেও করতে হবে।

তর্কবাগীশ একবার রামগোপাল ঘোষের দিকে চাহিলেন, রামগোপালের চোখে একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া তর্কবাগীশ বলিলেন

তর্কবাগীশ। আমাকেও করতে হবে ?

বিদ্যাসাগর। আপনারা না করলে চলবে কেন ?

বিদ্যাসাগর

খানসামা প্রবেশ করিল

খানসামা। হুজুর, স্নানের জল তৈরি হয়েছে।

রামগোপাল। [উঠিয়া] আমি স্নানটা সেরে আসি। ঈশ্বর, তুমি যেও না, রাধানাথ, রসিক, রামতনু, কৃষ্ণমোহন আসবে এখনি।

চলিয়া গেলেন

তর্কবাগীশ। দেখ ঈশ্বর, ম্লেচ্ছের সাহায্য নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হয়ে সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করতে যাওয়া কি মূর্খতার নামান্তর নয়?

বিদ্যাসাগর। সমাজের ভাল হোক—এটা কি আপনি চান না?

তর্কবাগীশ। চাই। কিন্তু সে ভাল করবে ব্রাহ্মণরা।

বিদ্যাসাগর। হুঁ। ব্রাহ্মণরা থাকলে করত, কিন্তু এদেশে ব্রাহ্মণ নেই, আছে বামুন, রাঁধুনি বামুন আর পুরুত বামুন।

তর্কবাগীশ। আমাদের তুমি রাঁধুনি বামুনের দলে ফেলতে চাও, স্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়। একমাত্র তুমিই বুঝি ব্রাহ্মণ আছ।

বিদ্যাসাগর। আমরা সবাই শূদ্র—দাসত্ব করি।

তর্কবাগীশ। ম্লেচ্ছদের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার করলেই আমরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব না কি!

বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব কি না বলতে পারি না, তবে ওদের সাহায্যে অনেকটা ভদ্রস্থ হব আশা করি।

তর্কবাগীশ। তাই সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পাঠ্যবস্তুর পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করছ?

বিদ্যাসাগর। যুগ বদলাচ্ছে, আমাদেরও বদলাতে হবে; পাশ্চাত্য শিক্ষাও উৎকৃষ্ট শিক্ষা।

তর্কবাগীশ। মাঘ, ভারবী, কালিদাস, ভাস্করাচার্য্য, বাচস্পতি

মিশ্র, রঘুনাথ এঁরা ইংরেজী জানতেন না ব'লে কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বলতে চাও? ষড়দর্শন কি বাজে জিনিস?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] পণ্ডিত মহাশয়, আপনার সঙ্গে তর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি মনে প্রাণে যা ভাল ব'লে বুঝেছি, তাই করছি।

তর্কবাগীশ। বেশ, কর। আমি উঠি।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

বিদ্যাসাগর। দরখাস্তে সই ক'রে দিয়ে যান।

তর্কবাগীশ। এত বচসার পরও আমার সই আশা কর তুমি?

বিদ্যাসাগর। [সহাস্যে] আমার আশার অন্ত নেই। আমার যুক্তি না মানেন, আবদারটা অন্তত মানুন।

তর্কবাগীশ। [বিব্রত] আমাকে একটু বিবেচনা করবার অবসর দাও বাপু, তাড়াহুড়ো ক'র না।

বিদ্যাসাগর। এতে আর বিবেচনা করবার কি আছে? দেশের যাঁরা রত্ন, তাঁরা সবাই সই করেছেন, এই দেখুন—দেবেন ঠাকুর, জয়কেষ্ট মুকুজ্জে, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল—

দরখাস্ত খুলিয়া দেখাইলেন

তর্কবাগীশ। কই, রাধাকান্ত তো করেন নি! তা ছাড়া নিজের রত্নত্ব জাহির করবার জন্যই সই করতে হবে নাকি? সই করব না।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তাহার পর একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। চাদরের তলা হইতে একটি খাতা ও পেন্সিল বাহির করিয়া কি লিখিতে লাগিলেন। একটু পরে খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল

খানসামা হুজুর, শ্রীশ বিদ্যারত্ন মশায় আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন।

বিদ্যাসাগর। শ্রীশ ? এখানে এসেছে ?

খানসামা। হাঁ, হুজুর। ডেকে আনব ?

বিদ্যাসাগর। আনবে বইকি।

খানসামা চলিয়া গেল। শ্রীশ বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন

শ্রীশ। [উচ্ছ্বসিত] আমি ভাই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বিদ্যাসাগর। [বিস্মিত] হঠাৎ !

শ্রীশ। তোমার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব দুটো প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি, অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছ তুমি। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনই লিপিচাতুর্য্য, তেমনই সংযত ভাষা। চমৎকার ! এসব কিছুই জানতাম না হে।

বিদ্যাসাগর। এখানে কি ক'রে এলে ?

শ্রীশ। আমি প্রথমে তোমার বাড়িতেই গেছলাম।

সেখানে গিয়ে দেখি, তোমার অপেক্ষায় ভূদেব ব'সে আছে।. কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারলে না, ফেরবার মুখে রাস্তায় দুর্গাচরণের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেই বললে তুমি এখানে আছ।

বিদ্যাসাগর। ভূদেব আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে? কেন?

শ্রীশ। নৌকোয় না কোথায় এক সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাই তোমার পরামর্শ নিতে চায় শুনলাম।

বিদ্যাসাগর। সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে?

শ্রীশ। ওই জাতীয় কিছু একটা, ঠিক জানি না আমি।

বিদ্যাসাগর। তুমি এক কাজ কর, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও গিয়ে। তোমার অভিনন্দন আমি মাথা পেতে নিলুম। [হাসিয়া] অনেকের অভিশাপও মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কিন্তু কেবল অভিনন্দন ক'রে ক্ষান্ত দিলেই চলবে না, হাতে কলমে প্রমাণ কর সেটা।

শ্রীশ। কি করতে হবে?

বিদ্যাসাগর। আপাতত এই দরখাস্তটায় সই ক'রে দাও, ওই টেবিলে দোয়াত কলম রয়েছে।

শ্রীশ। কিসের দরখাস্ত?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ যাতে আইনত বৈধ ব'লে গ্রাহ্য হয় তার জন্যে চেষ্টা করছি আমরা। দরখাস্ত করা হচ্ছে ব্যবস্থাপক সভায়।

শ্রীশ। এ তো খুব ভাল কথা।

বিদ্যাসাগর। সই কর।

শ্রীশ। বেশ তো। [সহসা] সই করলে কোন বিপদ-টিপদ হবে না তো? মানে—

বিদ্যাসাগর। বিপদ কিসের?

শ্রীশ। বেশ, তা হ'লে দিচ্ছি—কিন্তু—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—

সই করিয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। এবার ভাগনীর বিয়ে দিতে রাজি আছ?

শ্রীশ। ওরা আমার কথা শুনবে কেন, বল?

বিদ্যাসাগর। বেশ, আইনটা পাস হোক, তোমাকেই করতে হবে বিধবা-বিবাহ। আমাদের দলে তুমিই আইবুড়ো আছ এখনও।

শ্রীশ। আমাকে? পরিবার পোষবার সঙ্গতি নেই আমার—

বিদ্যাসাগর। সে তখন দেখা যাবে।

শ্রীশ। রামগোপালবাবু ফেরেন নি বুঝি এখনও?

বিদ্যাসাগর। সে স্নান করতে গেছে, ওর বন্ধুবান্ধবরাও জুটবে এখনই, আমি ওদের সকলের সই নিয়ে তারপর ফিরব। তুমি ভূদেবকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে, আমার ফিরতে দেরি হবে।

বিদ্যাসাগর যে খাতাটিতে লিখিতে-ছিলেন, শ্রীশ সেটি তুলিয়া লইলেন

শ্রীশ। এটা কি ?

বিদ্যাসাগর। ওটা উপক্রমণিকা। রাজকেষ্টর সংস্কৃত শেখবার শখ হয়েছে, তারই জন্যে সংক্ষেপে একটা সংস্কৃত ব্যাকরণ তৈরি করবার চেষ্টায় আছি। এটা তারই খসড়া। তুমি যাও, আর দেরি ক'র না, ভূদেব হয়তো বিপদে পড়েছে কোন।

শ্রীশ। আচ্ছা।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর উপক্রমণিকার খসড়ায় মন দিলেন। একটু পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং রামতনু লাহিড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রসিককৃষ্ণ চোগা-চাপকান পরিয়া আছেন, গলায় মাফলার জড়ানো। রাধানাথের পুরা সাহেবী পোষাক, মুখে পাইপ। নিরীহ শান্তমূর্ত্তি রামতনুর পরিধানে গলাবন্ধ কোট ও সাদা প্যাণ্টালুন

রাধানাথ। Hallo, we didn't expect you here Pandit. Good evening, how do you do ?

আগাইয়া গিয়া করমর্দ্দন করিলেন। রসিককৃষ্ণ নমস্কার ও রামতনু স্নিগ্ধ হাস্য দ্বারাই সম্ভাষণ শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন

রাধানাথ। It is awfully cold to-day.

হাতের তালু দুইটি একত্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমরা সব এমন সময় আজ একজোটে এসে পড়লে যে?

রসিককৃষ্ণ। এখানে আমাদের ডিনার আজ। রামগোপাল আমাকে বাদ দিলেই পারত।

মুখের সামনে রুমাল ধরিয়া একটু কাসিলেন। রসিককৃষ্ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চালচলন কথাবার্ত্তায় একটু হাকিমী ভাব আছে

রাধানাথ। ঘোষ গেল কোথা?

শিকদার মহাশয়ের বাংলা উচ্চারণ একটু সাহেবী ধরনের

বিদ্যাসাগর। সে নাইতে গেছে। [রসিককৃষ্ণকে] তোমার শরীরটা খারাপ নাকি?

রসিককৃষ্ণ। হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর। আশ্চর্য্য, বর্দ্ধমানে থেকেও তোমার শরীর ভাল থাকছে না? আমরা তো ওখানে হাওয়া বদলাতে যাই হে।

রাধানাথ। বর্দ্ধমান ঠিক আছে, অতিরিক্ত সাধুতা ক'রেই ভদ্রলোকটি মারা যাবার যোগাড় হয়েছেন। ব্যাধিটা মানসিক। [পাইপ ধরাইয়া] ঘুষ না নিলে ডেপুটিগিরি করা চলে কখনও?

রামতনুর মুখ স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল।
রসিককৃষ্ণের গম্ভীর মুখেও মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি কিছু না বলিয়া রাধানাথের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কেবল মাথা নাড়িতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ভালই হয়েছে—তোমরা সবাই এসে পড়েছ, এখন সই কর দিকি সবাই।

রসিককৃষ্ণ। কিসে ?

বিদ্যাসাগর। এই দরখাস্তে। বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করাবার জন্যে লাট-দরবারে এক দরখাস্ত দিচ্ছি আমরা।

রাধানাথ। My God ! Are you still running after widows ?

রামতনুর মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া গেল

রামতনু। এত সব করবার সময় পাচ্ছ কি ক'রে ?

রসিক। Really ! সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ আছে, বিটন কলেজ আছে, চার-চারটে জেলার ইন্‌স্পেক্টারিগিরি করা আছে, বাংলা বই লেখা আছে—

রামতনু। কলেজের সামনে মাটি কুপিয়ে একটা কুস্তির আখড়াও বানিয়েছ শুনছি। বিধবা-বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পাও কখন ?

রাধানাথ। He is a camel—মানুষ নয়, উট।

বিদ্যাসাগর। অত বড় একটা মহৎ প্রাণীর অপমান করছ কেন আমার সঙ্গে তুলনা ক'রে ?

রাধানাথ। তোমার ওই চেহারা আর ওই চরিত্র দেখে অন্য কোন উপমা মনে আসা শক্ত। [সহসা] বাই দি বাই, তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের নাকের সামনে চটিসুদ্ধ পা তুলে ধরেছিলে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। সেজন্য লজ্জিত আছি মনে মনে, রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছিলাম কাজটা। সবাই জেনে ফেলেছে নাকি ?

রসিককৃষ্ণ। ব্যাপারটা কি ?

রাধানাথ। উনি একদা কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন তাঁর আপিসে। গিয়ে দেখেন, প্রভু টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুট ফুঁকছেন, [পাইপ ধরাইলেন] একে বসতে পর্য্যন্ত বললে না লোকটা।

রসিককৃষ্ণ। Fancy !

রাধানাথ। তারপর একদিন কার সায়েবেরও পালা এল। তাঁকেও একদিন আসতে হ'ল এঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এঁর আপিসে, and he paid him back in his own coins—চটিসুদ্ধ পা টেবিলে তুলে আলাপ করতে লাগল ; and not

only that, ওপরওয়ালা যখন explanation চাইলে ইনি বললেন যে সাহেবের কাছেই এই সহবৎ শিখেছি আমি, আমাদের ভারতীয় ধরন-ধারণ অন্যরকম, সাহেব আমাকে ওই ভাবে অভ্যর্থনা করলেন দেখে আমার ধারণা হ'ল, এই বুঝি ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার বিলাতী কায়দা! Splendid!

বিদ্যাসাগর। কাজটা ঠিক হয় নি আমার। কার সাহেব অসভ্য ব'লে যে আমাকেও অসভ্য হতে হবে, তার কোন মানে নেই। রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছিলাম কাজটা।

রাধানাথ। My dear fellow, take it from me that is one of the noblest deeds of your life. এর কাছে বিধবা-বিবাহ-টিবাহ কিছু নয়।

রামতনু। আজকাল নতুন আর কি লিখছ?

রাধানাথ। Please excuse me, তোমার বাংলা কিন্তু অচল। পুরুষপরীক্ষা পাষণ্ডপীড়নের চেয়ে একটু ভাল যদিও কিন্তু তবু অচল।

বিদ্যাসাগর। কি রকম?

রাধানাথ। যে ভাষা আমাদের স্ত্রীলোকেরা বুঝতে পারবে না, সে ভাষায় বই লেখা পণ্ডশ্রম। তোমার ওই জলধরপটল-নির্ঘোষের ভাষায় mass education হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর। সংসাহিত্য mass-এর জন্যে নয়। তোমার বন্ধু প্যারীচাঁদের মত মেছুনী গয়লানীর ভাষায় লিখলে তোমাদের মনঃপূত হয় জানি, কিন্তু তা আমি পারব না।

রাধানাথ। তা ছাড়া উপায় কি, দেশ সুদ্ধই যে মেছুনী গয়লানী!—It is no good casting pearls before swine.

ঘড়িতে আটটা বাজিল, রামতনু উঠিয়া দাঁড়াইলেন

রামতনু। নবীন আটটার সময় যেতে বলেছে, ঘুরে আসি চট ক'রে আমি।

বিদ্যাসাগর। সেখানে কেন?

রামতনু। আমার বামুনটা পালিয়েছে ভাই, নবীন একটা যোগাড় ক'রে রাখবে বলেছে।

বিদ্যাসাগর। তোমার আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি খানসামা যা হোক একটা কিছু হ'লেই তো চলা উচিত তোমার।

রামতনু। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু বাড়ির ভেতর যে বামুন ছাড়া চলবে না ভাই।

বিদ্যাসাগর। বাপের কথায় পৈতেগাছটি রাখতে পারলে না, এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ!

রাধানাথ। Nothing to be ashamed of. রেভারেণ্ড

কেষ্টমোহনেরও গোঁড়া পরিবার আছে এবং খুব সম্ভবত তাকেও তার জন্যে গঙ্গাজল সরবরাহ করতে হয়।

রসিককৃষ্ণ। এই সব দুঃখেই তো বিয়ে করি নি।

রামতনু। আমি যাই ভাই।

চলিয়া গেলেন

রাধানাথ। পরিবারের ভয়ে বেচারা তটস্থ।

রসিক। এইটি যে বেচারার বরাতে অনেক কষ্টে টিকে গেছে!

রাধানাথ। ওর বরাতটাই খারাপ, সেবার কোথায় পিক্‌নিক করতে গিয়ে কাটলে খাসি, র'টে গেল গরু কেটেছে!

রসিককৃষ্ণ। ছেলেটি মারা যাওয়াতে সত্যিই মুষড়ে পড়েছে বেচারা।

বিদ্যাসাগর। সে তো বছর খানেক হয়ে গেল, নয়?

রসিককৃষ্ণ। হঁ্যা—in 1850।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রবেশ করিলেন

কৃষ্ণমোহন। Wordsworth and Balzac died in 1850. Are we discussing them?

রাধানাথ। তোমার এত দেরি যে?

কৃষ্ণমোহন। গৌরদাস বসাকের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে কার কাছ থেকে শুনেছে আমি মাদ্রাজ যাব, অমনই এসে ধরেছে।

রাধানাথ। কেন, পরিবারের জন্যে মাদ্রাজী শাড়ি আনতে দেবে ?

কৃষ্ণমোহন। মধু মাদ্রাজে আছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিদ্যাসাগর। বাজে কথায় বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে। দরখাস্তটিতে সই ক'রে দাও তোমরা, আমি যাই, অনেক কাজ আমার।

কৃষ্ণমোহন। What are you about ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের আয়োজন করছি।

কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন। খানসামা একটী ট্রেতে করিয়া কয়েক গ্লাস মদ লইয়া প্রবেশ করাতে বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। রাধানাথ, রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণ-মোহন প্রত্যেকে একটী করিয়া গ্লাস লইলেন, বিদ্যাসাগর লইলেন না।

রাধানাথ। Well, Pandit, have a peg.

বিদ্যাসাগর। ওসব আমার সয় না ভাই।

রাধানাথ। ও বাবা! বিধবা-বিবাহ দেবার মত উদারতা আছে, এক ঢোঁক মদেই যত আপত্তি!

বিদ্যাসাগর। দুটো জিনিস কি এক হ'ল ?

কৃষ্ণমোহন। I wonder.

রাধানাথ। দেখ, আজীবন আমি অঙ্কশাস্ত্র চর্চ্চা ক'রে এসেছি and I am fond of accuracy, আমি বলছি, দুটো জিনিসেরই motive power এক। যে

energy রেলগাড়ি চালাচ্ছে, সেই energyই জাহাজ চালাচ্ছে। তোমার ভাষাতেই বলছি—যে যুক্তি তোমাকে বিধবা-বিবাহে প্রণোদিত করিয়াছে, সেই যুক্তিই আমাদিগকে মদ্যপানে প্ররোচিত করিতেছে। উভয় কার্য্য দ্বারাই আমরা এই অধঃপতিত বঙ্গসমাজের কুসংস্কার-মহীরুহ-মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব আইস ভাই,—

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

বিদ্যাসাগর। নেশা করবার তাগদ নেই আমার।

রাধানাথ। তাগদের তো অভাব দেখি না। চেষ্টা করেছ কখনও ?

স্নান সমাপন করিয়া রামগোপাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাধানাথ। Well Ghose, you promised us a nautch girl this evening, but we find him !

বিদ্যাসাগরকে দেখাইলেন। রামগোপাল একটী গ্লাস তুলিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন

রামগোপাল। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এসে গেলেন যে।

বিদ্যাসাগর। আমি বিদেয় হচ্ছি, তোমরা চটপট সই ক'রে দাও না। [রামগোপালকে] তোমার শুধু সই করলেই চলবে না, একটু চেষ্টাও করতে হবে।

রামগোপাল। আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি চেষ্টা করলে উল্টো ফল হবে, সরকার আমাকে সুনজরে দেখে না, জানই তো।

রাধানাথ। আহা, সরকারের ভারী দোষ যেন! লাট সায়েব যেচে ওঁকে চাকরি দিতে চাইলেন, উনি বললেন—রাস্তার পাথর ভেঙে খাব, তবু তোমাদের গোলামি করব না। সেদিন হ্যালিডে সায়েবকে—

রসিককৃষ্ণ। Yes, it was very sharp!

খানসামা আসিয়া প্রবেশ করিল

খানসামা। হুজুর, বাইজীকে মানা করতে যে গেসল, তার সঙ্গে বাইজীর দেখা হয় নি। ওরা সব এসে গেছে।

রামগোপাল এক নিশ্বাসে মদটুকু শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রাধানাথের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

রামগোপাল। ওই ঘরটায় ঠিক করা যাক তা হ'লে। ওরে, পূব দিকের ঘরটায় নিয়ে যা ওদের। আচ্ছা, চল, আমিই যাচ্ছি।

সোৎসাহে চলিয়া যাইতেছিলেন

বিদ্যাসাগর। সই ক'রে দিয়ে যাও।

রামগোপাল। ও, হ্যাঁ।

টেবিল হইতে এক কলম কালি লইলেন

কই, দাও।

বিদ্যাসাগর দরখাস্ত আগাইয়া দিলেন।
রামগোপাল খসখস করিয়া সই করিয়া দিয়া
বাহির হইয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। [রাধানাথকে] নাও, এবার তুমি সই কর।

রাধানাথ। আমি করব না।

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কেন ?

রাধানাথ। On mathematical grounds.

কৃষ্ণমোহন। Well, this is rather—

shrug করিলেন ; রসিককৃষ্ণ হাসিলেন

বিদ্যাসাগর। Mathematical grounds মানে কি ?

রাধানাথ। Newton's third law states—To every action there is an equal and opposite reaction.

বিদ্যাসাগর। ধাঁধাটা ভেঙেই বল না বাপু।

রাধানাথ। বিধবারাই এখন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়, আমাদের এখন প্রধান সমস্যা শিক্ষা, বিশেষ ক'রে স্ত্রীশিক্ষা—

রসিককৃষ্ণ। You are carrying coal to Newcastle man.

বিদ্যাসাগর। গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করছি তো ভাই যথাসাধ্য।

রাধানাথ। কিন্তু তোমার ওই বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে একটি

বালিকা আসবে না, যদি তুমি বিধবা-বিবাহের হাঙ্গামা তোল।

বিদ্যাসাগর। কি রকম?

রাধানাথ। First of all, your energy will be divided; এবং দ্বিতীয়ত, লোকে ভড়কে যাবে।

কৃষ্ণমোহন। A reasonable point of view, no doubt.

খানসামা প্রবেশ করিয়া গড়গড়াটা লইয়া গেল

বিদ্যাসাগর। তোমার যুক্তিটা অনেকটা সেই বীরপুরুষের যুক্তির মত হ'ল দেখছি।—এক বীরপুরুষ শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ তার কানে একটা বিছের বাচ্চা ঢুকে পড়ল, ধড়মড় ক'রে উঠে বসল সে, কিন্তু মুখ বিকৃত ক'রে ব'সেই রইল চুপ ক'রে। একটু পরে তার এক বন্ধু এল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে—'অমন ক'রে ব'সে আছ কেন, কি হয়েছে তোমার?' 'কানে একটা প্রকাণ্ড কি ঢুকেছে।' 'সর্ব্বনাশ, চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন তা হ'লে? বার করবার চেষ্টা কর।' বীরপুরুষ উত্তর দিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে শক্তি ক্ষয় করব না।' তোমার তাই হ'ল দেখছি।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

বিদ্যাসাগর। ওসব পাগলামি ছাড়, সই কর।

রাধানাথ। Please excuse me, I stick to my own

calculations. তা ছাড়া আমাদের সইয়ের মূল্য কি, we are out-casts in society.

মদে চুমুক দিলেন। ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। কি হে, তুমি এক সায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছ ?

ভূদেব। ঠিক মারামারি নয়।

বিদ্যাসাগর। তবে ?

ভূদেব। কাল এক সায়েব জোর ক'রে আমার নৌকাতে উঠে ব'সে মাঝিকে বললে—টম্‌সন ঘাটে চল। আমি বললাম, সায়েব, এটা আমার নৌকো, আমি আরমানী ঘাটে যাব। সায়েব কিছুতে শোনে না, জোর-জবরদস্তি করতে চায়, তখন তাকে বলতে বাধ্য হ'লাম যে, জলে ফেলে দেব তোমাকে।

বিদ্যাসাগর। বেশ বলেছ। তারপর ?

ভূদেব। আমার ভাবগতিক দেখে সায়েব ঠাণ্ডা হ'ল। আমি আরমানী ঘাটে নেবে গেলাম, তারপর মাঝিকে বললাম সায়েবকে টম্‌সন ঘাটে পৌঁছে দিতে। এখন শুনছি, প্রাট সায়েবের সঙ্গে তার আলাপ আছে। আমার নামে লাগিয়ে যদি কিছু করে, তাই আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলাম কি করা উচিত। প্রাট সায়েবকে তো চেনেন—

বিদ্যাসাগর। ও কিচ্ছু করবে না। সায়েবরা আমাদের মত

মার খেয়ে নাকে কেঁদে বেড়ায় না। যদি করে, তখন দেখা যাবে। তুমি এখন এই দরখাস্তটায় সই কর দিকি।

দরখাস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন

ভূদেব। কিসের দরখাস্ত ?

বিদ্যাসাগর। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস করাবার জন্যে দরখাস্ত।

ভূদেব। আমায় মাপ করুন, আমি সই করতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

ভূদেব। আমি বিধবা-বিবাহের বিরোধী।

বিদ্যাসাগর। আমার প্রস্তাব দুটো পড়েছ ?

ভূদেব। পড়েছি, কিন্তু আমার মত বদলায় নি। আমার মনে হয়, স্ত্রী পুরুষ কারও দ্বিতীয় বার বিবাহ করা উচিত নয়।

বিদ্যাসাগর। ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ ?

ভূদেব। দেখেছি।

বিদ্যাসাগর। বেশ, তা হ'লে আর কিছু বলবার নেই আমার।

ভূদেব। আমি যাই তা হ'লে।

বিদ্যাসাগর। এস।

নমস্কারান্তে ভূদেব চলিয়া গেলেন

কৃষ্ণমোহন। I admire his grit.

বিদ্যাসাগর। ওইতেই ডুবছে দেশটা। এই বামনাই খেয়েছে আমাদের। [রসিককৃষ্ণকে] এস, তুমি সইটা

ক'রে দাও, অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাকে এখনও।

রাধানাথ এতক্ষণ ধীরে ধীরে সুরাপান করিতে করিতে ইঁহাদের কথোপকথন উপভোগ করিতেছিলেন। সুরা শেষ করিয়া তিনি গ্লাসটী নামাইয়া রাখিলেন এবং পাইপে তামাক ভরিতে লাগিলেন

রাধানাথ। হ্যাঁ। ওর সইটা নাও, ও ডেপুটি মানুষ, আমার মতন সিভিলিয়ানদের সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে জরিমানা দেয় নি, লাটদরবারে ওর সইয়ের খাতির হতে পারে। [সহসা আপন মনে] By Jove, I am almost in love with Bhudeb.

পাইপ ধরাইলেন ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন

Excuse me. আমি দেখে আসি, রামগোপাল কতদূর কি করছে!

বাহির হইয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। নাও, এস।

রসিককৃষ্ণ মাথা নাড়িতে লাগিলেন

সে কি, তুমিও করবে না?

রসিককৃষ্ণ। ওসব আবেদন-নিবেদনের ওপর আমার আস্থা নেই।

বিদ্যাসাগর। আস্থা নেই! তোমার তো অন্তত জানা উচিত যে, আইন না হ'লে এদেশে কিছু হবে না।

রসিককৃষ্ণ। আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি ব'লেই বলছি—কেবল আইন ক'রে. সত্যকার কিছু হয় না। চুরির বিরুদ্ধে আইন আছে, কিন্তু চুরি বন্ধ হয় নি।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ আইন কোন কিছু বন্ধ করবার জন্যে হবে না, একটা ভাল প্রথা প্রচলিত করবার জন্যে হবে।

রসিককৃষ্ণ। আইন ক'রে কোন প্রথা প্রচলিত করা যায় না। সমাজ যদি সেটাকে গ্রহণ না করে, it will be a dead law. তা ছাড়া ক্রমশই আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ইংরাজরা এদেশে যে-সব আইন করেছেন তা আমাদের হিতার্থে ততটা নয়, যতটা তাঁদের নিজেদের হিতার্থে। তোমার এ আইন যদি পাস করেন ওঁরা, তা হ'লে করবেন নিজেদের popularity বাড়াবার জন্যে, আমাদের সমাজ-সংস্কারের জন্য নয়। অর্থাৎ যদি—

বিদ্যাসাগর। ওসব যদি-টদি ছাড়, সোজাসুজি বল, তুমি বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত মনে কর কি না।

রসিককৃষ্ণ। বিধবা কুমারী সকলেরই বিবাহ হওয়া উচিত if possible.

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে সই করতে আপত্তি কি? শাস্ত্রেও এর বিধান আছে যখন—

রসিককৃষ্ণ। শাস্ত্রে যখন আছে, তখন দাও না বিধবার বিয়ে. গভর্মেণ্টের দ্বারস্থ হচ্ছ কেন? কই, কুমারীর বিয়ের জন্যে কেউ তো গভর্মেণ্টের দ্বারস্থ হচ্ছে না?

বিদ্যাসাগর। দ্বারস্থ হচ্ছি কি সাধে! এদেশের লোক যুক্তি বোঝে না। আইন আর শাস্ত্র বোঝে। অনেক রকম চেষ্টা ক'রে বাধ্য হয়ে আমি শেষে এ রাস্তা ধরেছি।

রসিককৃষ্ণ। আমায় ক্ষমা কর ভাই, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।

কৃষ্ণমোহন। Don't press him, don't forget the গঙ্গাজল-incident—he is a hard nut to crack. His বিশ্বাস—[shrug করিলেন]

বিদ্যাসাগর। গঙ্গাজল-incident আবার কি?

কৃষ্ণমোহন। ওকে আদালতে একবার সাক্ষী দিতে হয়েছিল। কোর্ট as usual বললে—তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কর, তুমি মিথ্যা বলবে না। রসিককৃষ্ণ ব'লে উঠল—তামা তুলসী গঙ্গাজলে আমার বিশ্বাস নেই, আমি ওসব ছুঁয়ে শপথ করতে পারব না; and he didn't. There was a great noise, মনে নেই তোমার?

বিদ্যাসাগর। না, আমার মনে নেই, শুনিও নি বোধ হয়। বেশ, ওর বিশ্বাস নিয়ে ও থাকুক। তুমি সই কর, তোমার আশা করি—

কৃষ্ণমোহন। [ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে] My dear Pundit, I am extremely sorry to hurt you. কিন্তু মাপ কর ভাই, আমিও পারব না।

বিদ্যাসাগর। তুমিও পারবে না! তোমার হেতুটা কি ?

কৃষ্ণমোহন। আমার হেতু—well, to put it crudely, my profession.

বিদ্যাসাগর। প্রফেশন ?

কৃষ্ণমোহন। হ্যাঁ। [হাসিয়া] কালিদাস অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি যে ডালে ব'সে ছিলেন, সেই ডালটা কাটতে সাহস করেছিলেন, আমরা সাধারণ লোকেরা তা পারি না। বিধবাদের তোমাদের সমাজে বিয়ে হয় না ব'লেই আমরা তাদের ক্রিশ্চান করতে পারি, কিন্তু রাজার সাহায্য নিয়ে তুমি যদি তাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, আমাদের সে পথটি বন্ধ হবে। You believe in king, but I believe in both king and Christ.

বিদ্যাসাগর। অর্থাৎ তুমিও সই করছ না তা হ'লে। তোমাদের মুখেই যত আস্ফালন।

কৃষ্ণমোহন। ভুল বুঝো না আমায়, যুক্তির দিক দিয়ে আমি স্বীকার করি যে, বিধবামাত্রেরই বিয়ে হোক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বিশ্বাস করি যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ বন্ধ করা পাপ।

বিদ্যাসাগর। দেখ, চালাকির দ্বারা কখনও কোন মহৎ কর্ম্ম সাধিত হয় না। তাসের ঘর টোকা লাগলেই প'ড়ে যায়।

কৃষ্ণমোহন। I am extremely sorry, Pundit, I would have been really glad to help you, believe me, I have every sympathy.

বিদ্যাসাগর। ওসব মৌখিক sympathyর তোয়াক্কা করি না আমি। রাধাকান্ত দেবেরও sympathy ছিল, কিন্তু তিনি প্রাণপণে এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন।

কৃষ্ণমোহন। [যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল] Yes, that's another point. ক্রিশ্চান মিশনারি হয়ে রাধাকান্ত দেবের মত প্রতাপশালী লোকের বিপক্ষে যাওয়া আমার সাজে না। Simply, I shouldn't.

সহসা দূরের একটা ঘর হইতে বাইজী-কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল

বিদ্যাসাগর। বেশ, চললুম। [দরখাস্তটা দুই হাত দিয়া গোল করিয়া পাকাইতে পাকাইতে] তোমাদের আসর তৈরি হয়েছে, গান শোনগে যাও। কিন্তু ভুলেও ভেবো না যেন, তোমাদের সইয়ের অভাবে বিধবা-বিবাহ আটক থাকবে। [সহসা ঝুঁকিয়া কৃষ্ণ-মোহনের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া] কিছু আটকাবে না।

নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। রসিককৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার নূতন বাসা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসা বদলাইয়াছেন। বসিবার ঘরটি একটু বেশি প্রশস্ত, আসবাবপত্রও কিছু বেশি, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। একটু ব্যস্তবাগীশ ভাব

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর! ঈশ্বর!

অনুজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। দাদা, বাড়ি নেই।

দুর্গাচরণ। কোথা গেছে?

দীনবন্ধু। ডোমপাড়ায় একজনের কলেরা হয়েছে, তিনি সেইখানেই গেছেন।

দুর্গাচরণ। কখন গেছে?

দীনবন্ধু। কাল রাত থেকে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! তা হ'লে তো—আচ্ছা, আমি পরে আসব এখন। তাকে ব'ল, আমি এসেছিলাম।

দীনবন্ধু। আচ্ছা।

দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণও চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন

দুর্গাচরণ। মদন নাকি ?

মদনমোহন। নিঃসন্দেহে।

দুর্গাচরণ। কখন এলে ?

মদনমোহন। এইমাত্র।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ ?

মদনমোহন। ঈশ্বরের চিঠি পেয়ে।

দুর্গাচরণ। বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে গেছে, জান তো ?

মদনমোহন। খুব জানি, বিধবা-বিবাহের পাত্রীর খবর নিয়েই এসেছি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! কিন্তু পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না যে।

মদনমোহন। পাত্র ঈশ্বর সৃজন করবেন। মহাপ্রভু কোথায় ?

দুর্গাচরণ। সে কলেরা-রোগীর সেবা করতে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

মদনমোহন। এস, তা হ'লে উপবেশন করা যাক।

দুর্গাচরণ। আমি আর উপবেশন করব না, আমার কল সারা হয় নি এখনও। তুমি উপবেশন কর, আর ঈশ্বর এলে এইটে দিও তাকে, ব'ল—কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকাখানি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, একটু পরে সে নিজেও আসছে।

মদনমোহনকে একটি পত্রিকা দিলেন

মদনমোহন। সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা!

দুর্গাচরণ। সব রকম তত্ত্বই আছে ওতে। প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য—কিছু আর বাকি রাখেনি ছোকরা।

মদনমোহন। [সবিস্ময়ে] বটে!

দুর্গাচরণ। আমি চলি তা হ'লে।

মদনমোহন। আচ্ছা।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন

মদনমোহন। দীনু! ও ছিরু!

দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। আপনি কখন এলেন? [প্রণাম করিলেন]

মদনমোহন। এখনই।

দীনবন্ধু। দাদা বাড়ি নেই।

মদনমোহন। তা শুনেছি, তুমি এক কলকে তামাকের ব্যবস্থা কর দিকি ভাই।

দীনবন্ধু। আপনি একবারে ভেতরেই চলুন না, হাত পা ধুয়ে কিছু খান আগে, দাদা আপনার জন্যে মতিচুর আনিয়ে রেখেছেন কাল থেকে।

মদনমোহন। খাব না এখন, মুখটা ধুইগে চল।

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা টেবিলের উপর রাখিলেন ও টেবিল হইতে এক গোছা মনি-অর্ডার ফর্ম তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন

মদনমোহন। এত মনি-অর্ডার কোথায় যাচ্ছে?

দীনবন্ধু। দাদা প্রত্যেক মাসে মাসে পাঠান চারদিকে। সব টাকাকড়ি তো এই ক'রেই গেল, অথচ কিছু বলবার জো নেই।

রামগোপাল ঘোষের খানসামা প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে বাক্স মাথায় একজন কুলি, বাক্সটি সুন্দর

খানসামা। [সেলাম করিয়া] হুজুর, ঘোষ সাহেব এই বাক্স আর চিঠি দিয়েছেন।

দীনবন্ধু। কোন্ ঘোষ সাহেব ?

খানসামা। রামগোপাল ঘোষ।

দীনবন্ধু। আচ্ছা, বাক্সটা কোণে নামিয়ে রাখ।

দীনবন্ধু পত্রখানি টেবিলে রাখিলেন। বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া খানসামা ও কুলি চলিয়া গেল

মদনমোহন। বাক্স কিসের ?

দীনবন্ধু। জানি না।

মদনমোহন। চল।

চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধুও অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শৌখিন পাঞ্জাবি পরিহিত একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। ও, আপনি আবার এসেছেন! দাদা এখনও ফেরেন নি কিন্তু।

যুবক। আমার কালই কলেজে মাইনে দেবার শেষ দিন, এখানেই তা হ'লে একটু অপেক্ষা করি।

দীনবন্ধু। করুন। দাদার ফেরবার কিন্তু ঠিক নেই।

চলিয়া গেলেন, যুবক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এই যে ঠিক এসেছ দেখছি

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল কলেজে মাইনে দেবার দিন।

বিদ্যাসাগর। আতরের দর আজকাল কত ক'রে?

যুবক। [বিস্মিত] আতরের দর!

বিদ্যাসাগর সহসা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন

বিদ্যাসাগর। বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, তোমাদের মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।

যুবক। আমি—

বিদ্যাসাগর। কাল তোমাদের কলেজে গিয়ে শুনলাম, ছ মাস আগে তুমি কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে স'রে পড়েছ, অথচ আমার কাছে প্রতি মাসে এসে মাইনেটি নিয়ে যাচ্ছ। তোমরা কি!

যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন

দাঁড়িয়ে রইলে কেন দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, কোন দিন আর এস না।

যুবক। আমার বাবা মারা গেছেন ব'লে পড়া ছাড়তে হয়েছে, আপনি কলেজের মাইনের জন্যে যা দেন,

তাইতেই সংসার চলছে কায়ক্লেশে, পাছে আপনি টাকা দেওয়া বন্ধ করেন, সেইজন্যে—[কাঁদিয়া ফেলিলেন]।

বিদ্যাসাগর। [পাঞ্জাবি দেখাইয়া] এই কি কায়ক্লেশের নমুনা ?

যুবক। [অশ্রু মুছিয়া] ওটা শ্বশুর-বাড়ির।

বিদ্যাসাগর। ও, বিয়েও করা হয়েছে !

যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিদ্যাসাগর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন

পাঁচটা টাকা নিয়ে তা হ'লে আর কি হবে ? কাল বরং কলেজে দেখা ক'র, দেখি যদি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি একটা। এতদিন সত্যি কথাটা বলতে কি হয়েছিল ?

যুবক নিরুত্তর

আচ্ছা, যাও এখন, কাল কলেজে এস।

যুবক প্রণাম করিয়া গেলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। [সোচ্ছ্বাসে] তুই এসে গেছিস, আমি জানতাম ঠিক তুই আসবি, কখন এলি ?

তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন

মদনমোহন। ছাড় ছাড, এ বুড়ো বয়সে আর চুম্বনটা ক'র না, আলিঙ্গন পর্য্যন্তই থাক।

বিদ্যাসাগর। ব'স, তারপর ওদিকের খবর কি ?

মদনমোহন। স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্ক লক্ষ্মীং
কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু
বন্ধূক কান্তিমধরেষু মনোহরেষু
ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ।

বিদ্যাসাগর। [বিস্মিত] তুই যে—

মদনমোহন। কলকাতা ব'লে বুঝতে পারছ না তুমি, কিন্তু সত্যই শরৎকাল গতপ্রায়, হেমন্তের আভাস দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কি বিপদ, আমি জিগ্যেস করছি পাত্রীটির খবর, আর তুই ঋতুসংহার আওড়াচ্ছিস!

মদনমোহন। বিধবাদের প্রসঙ্গে ঋতুসংহারের প্রয়োগ এখন তো আর অপপ্রয়োগ নয় ভাই। তোমার কলেরা-রোগী কেমন আছে আগে বল।

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল, কিন্তু এখনও বিপদ কাটে নি, আবার যাব একটু পরে।

দ্বারপ্রান্তে প্রালীপ্রসন্ন সিংহ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন কিশোর, বয়স ষোল-সতেরো, পরিধানে মূল্যবান চোগা-চাপকান, মাথায় জরির কাজ-করা টুপি

বিদ্যাসাগর। এস এস কালীপ্রসন্ন, কি মনে ক'রে?

কালীপ্রসন্ন প্রবেশ করিয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন

কালীপ্রসন্ন। আমাদের বিদ্যোৎসাহিনীর আজ একটা মীটিং হবে, আপনি আসবেন কি?

বিদ্যাসাগর। মদন এসেছে, আজ আর বোধ হয় পারব না।

কালীপ্রসন্ন। সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা দেখেছেন ?

মদনমোহন। তোমার কাগজ যখন এল, ও তখন ছিল না। এই নাও, রামগোপাল ঘোষের ওখান থেকে একখানা চিঠি আর একটা বাক্সও এসেছে—এই সেই চিঠি আর ওই বাক্স।

বিদ্যাসাগর। চিঠি ? কই দেখি।

চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন

এদের ডেঁপোমিটা দেখ একবার।

মদনমোহন। কি, ব্যাপার কি ?

বিদ্যাসাগর। পড়ছি শোন,—হে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, অদূরভবিষ্যতে যে বিধবা-বিবাহটি সংঘটিত হইবেক তাহাতে তুমিই যে একাধারে বরকর্ত্তা ও কন্যা-কর্ত্তার পদ অলঙ্কৃত করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, সেইজন্য এতৎসহ বিধবা-বিবাহের প্রথম দম্পতীকে যৎসামান্য উপহার তোমার সকাশেই প্রেরিত হইল। হে উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ, এই সামান্য উপহার পরিগ্রহণ করতঃ তোমার অযোগ্য বন্ধুগণকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করহ ইহাই তাহাদের একান্ত অনুরোধ। ইতি শ্রীরাধানাথ শিকদার, শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

মদনমোহন। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন তুমি নিজে লিখেছ।

বিদ্যাসাগর। লিখেছে রাধানাথ শিকদার, আমার ভাষার নকল ক'রে।

মদনমোহন। কি কি জিনিস দিয়েছে দেখি—

বাক্সের ডালা তুলিয়া দেখিলেন,
কৌতূহলী কালীপ্রসন্নও দেখিতে লাগিলেন

খুব দামী দামী জিনিস দিয়েছে হে, রূপোর বাসন, বেনারসী শাড়ি, ভাল ভাল রেশমের জামা কাপড়। ও বাবা, আতর, গোলাপজল—এখানা কি—আচ্ছা, কি ফাজিল দেখ দিকি—জয়দেবের গীত-গোবিন্দ একখানা দিয়েছে!

বিদ্যাসাগর। ওসব রাখ তুই, আসল কথাটা বল আগে। এত সব কাণ্ডের পর একটা বিয়ে দিতে না পারলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার।

মদনমোহন। বিধবা পাত্রী ঠিক করেছি, নাম কালীমতি, কিন্তু তার মাকে হাজার টাকা দিতে হবে, তা না হ'লে তিনি রাজি হবেন না।

বিদ্যাসাগর। হাজার টাকা!

মদনমোহন। গরজ আমাদের, তাঁর নয়।

বিদ্যাসাগর। অত টাকা তো আমার হাতে নেই ভাই।

মদনমোহন। টেবিলের ওপর অনেকগুলি মনি-অর্ডার লেখা রয়েছে দেখলাম, ওগুলি কি—

বিদ্যাসাগর। আজই পাঠাতে হবে। তারপর আমার হাতে আর একটি পয়সা থাকবে না।

অপ্রত্যাশিতভাবে কালীপ্রসন্ন কথা কহিলেন

কালীপ্রসন্ন। টাকার জন্যে আটকাবে না।

বিদ্যাসাগর। তুমি দেবে? [কালীপ্রসন্ন চুপ করিয়া রহিলেন। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল]

কালীপ্রসন্ন। আমি যাই এবার, মীটিঙের আর দেরি নেই বেশি। টাকাটা কালই আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। এ যে তাক লাগিয়ে দিয়ে গেল রে!

মদনমোহন। শ্রীশ কি বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?

বিদ্যাসাগর। চাকরি-টাকরির লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। এখনই আসবে সে। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বাগড়া লাগাতে চেষ্টা করছেন।

মদনমোহন। তা' তো করবেনই—

বিদ্যাসাগর। এ দেশে কোন একটি সৎকার্য্য করবার কি জো আছে! তোর মেয়ে দুটোর নামের সঙ্গে বিটন সায়েবের নাম জড়িয়ে কি কুৎসটা রটাচ্ছে শুনেছিস তো?

মদনমোহন। শুনেছি। [হাসিলেন]

বিদ্যাসাগর। হাসছিস যে?

মদনমোহন। ভয় কি, অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রবেশ করিলেন

শ্রীশ। আমি ভেবে দেখলাম ভাই, আমি পারব না। আমার আত্মীয়স্বজনরা—

বিদ্যাসাগর। এখন পেছনো অসম্ভব, মদন পাত্রী ঠিক ক'রে এসেছে।

শ্রীশ। আমার ভাই, কেমন যেন—মানে ভয় করছে।

বিদ্যাসাগর। আইনসঙ্গতভাবে একটি মেয়েমানুষকে বিয়ে করবে তাতে ভয়টা কি ?

শ্রীশ। আমার আত্মীয়স্বজনরা রাজি হবে কেন ?

বিদ্যাসাগর। তাদের রাজি করবার ভার আমি নিচ্ছি, তুমি ঠিক থাক।

শ্রীশ। আরে দ্যুৎ, পাগল নাকি, কি যে বল !

মদনমোহন। পাত্রীটি পরমাসুন্দরী।

বিদ্যাসাগর। এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

শ্রীশ। [বিব্রত] পাগল নাকি !

বিদ্যাসাগর। [সানুনয়ে] অমত করিস না ভাই, লক্ষ্মীটি, তোর পায়ে ধরছি আমি।

পায়ে ধরিতে গেলেন

শ্রীশ। আঃ, কি কর তুমি !

বিদ্যাসাগর। [সহসা উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে] এ বিয়ে তোমাকে করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে—

মদনমোহন স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সম্মুখ-ভাগের খানিকটা অংশ। এই অংশটুকুতে যদিও চার পাঁচ জনের বেশি লোক দেখা যাইতেছে না, কিন্তু একটা কল-গুঞ্জন হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে অদৃশ্য অংশ জনবহুল। ভিতরে সানাই বাজিতেছে ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৫৬ সাল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

১ম ব্যক্তি। উঃ রাস্তায় ভিড় হয়েছে দেখেছিস, বড় রাস্তাটাতে তো পা ফেলবার জায়গা নেই!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি পুলিস ফোর্স এসেছে কেল্লা থেকে।

এ কথার কেহ জবাব দিল না

১ম ব্যক্তি। বিধবার বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে! বাহাদুর লোক বটে বাবা এই বিদ্যাসাগর!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি লাটসাহেব বরযাত্রী এসেছে।

৩য় ব্যক্তি। ওটা একদম বাজে কথা।

১ম ব্যক্তি। কিচ্ছুই অসম্ভব নয়। এ দেশে বিধবার যে বিয়ে হতে পারে, তাই বা কে ভেবেছিল বল আগে?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যেসাগর অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এ বিয়েতে সাহেবকে নিয়ে আসবে। সায়েব আসতে চাইলেও বাধা দিত বিদ্যাসাগর।

৩য় ব্যক্তি। কেন, তাতে ক্ষতিটা কি?

৪র্থ ব্যক্তি। ক্ষতি এই যে, দেশের লোকে তা হ'লে বলবে—ও সায়েবী বিয়ে হয়েছে, হিন্দু বিয়ে হয় নি। সেটি তোমাদের বলতে দেবে না বিদ্যাসাগর হুঁ হুঁ।

১ম ব্যক্তি। তা বটে, যা বলেছ।

৪র্থ ব্যক্তি। সেদিকে ও ঠিক আছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনু-সারে পুরো হিঁদুয়ানি মতে বিয়েটি দেবে ও। খুঁতটি রাখবে না।

ব্যস্তসমস্তভাবে পঞ্চম ব্যক্তির প্রবেশ

৫ম ব্যক্তি। বর এসে গেছে?

৩য় ব্যক্তি। কোন্ কালে।

১ম ব্যক্তি। শুধু এসে গেছে? বাজনা বাজিয়ে, তুবড়ি ফুটিয়ে, আলোর বাহার দিয়ে, দস্তুরমত সমারোহ ক'রে এসে গেছে। দেখবার মত প্রসেশন হয়েছিল একটা, মল্লিকদের বাড়ির প্রসেশনের পর এমন প্রসেশন আর দেখি নি আমি।

৫ম ব্যক্তি। আহা, আমার দেখা হ'ল না হে!

৩য় ব্যক্তি। তুমি এতক্ষণ ছিলে কোন্ চুলোয়?

৫ম ব্যক্তি। আমার বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। জানই তো আমার ছোট ছেলেটা যেমন ন্যাওটো, তেমনই বায়নাদার। তাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে এলাম। জেগে থাকলেই সঙ্গে আসতে চাইত।

১ম ব্যক্তি। সঙ্গে আনলেই পারতেন, প্রসেশনটা দেখা উচিত ছিল।

৫ম ব্যক্তি। এক বায়নাদার কাঁদুনে ছেলে ঘাড়ে ক'রে প্রশেসন দেখতে আসব! কি যে বলেন আপনারা!

২য় ব্যক্তি। আমি শুনছি, বরের আপনার লোক কেউ আসে নি।

৩য় ব্যক্তি। তুমি তো অনেক খবরই শুনেছ দেখছি। লাট সায়েব এসেছে শুনেছ, পুলিস ফোর্স এসেছে শুনেছ, বরের আপন লোক আসে নি শুনেছ, আর কি কি শুনেছ, বল দেখি? ঝেড়ে কাস ন বাবা!

২য় ব্যক্তি। কানে আঙুল দিয়ে থাকব?

৪র্থ ব্যক্তি। না না, এ খবরটা আপনি ঠিকই শুনেছেন। বরের আত্মীয়স্বজন কেউ এ বিয়েতে যোগ দেন নি।

১ম ব্যক্তি। বিয়ের দিনই পেছিয়ে গেল ওই হাঙ্গামায়। আগে দিন হয়েছিল, ১৫ই অগঘান, একটি হপ্তা পেছিয়ে গেল।

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি শেষ মুহূর্ত্তে বরও বেঁকে দাঁড়িয়েছিল।

৫ম ব্যক্তি। [বিস্মিত] তাই নাকি, তার পর?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর সোজা ক'রে দিল আবার।

৫ম ব্যক্তি। তা তো হবেই, বিধবাকে বিয়ে করা কি একটা সামান্য কর্ম্ম, বুকের পাটা চাই!

১ম ব্যক্তি। কি রকম?

৫ম ব্যক্তি। চাই না! ও তো হাড়কাঠে মাথা গলানোর সামিল। বৈধব্য যোগ আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তাকে বিয়ে করা—

চোখ ও ভ্রূর এমন একটা ভঙ্গি করিলেন যদ্দ্বারা এ কার্য্যের দুরূহতা ও এ প্রকার বিবাহকারীর অসমসাহসিকতা সূচিত হইল

১ম ব্যক্তি। যা বলেছেন, না জেনে শুনে অন্ধকারে সাপের ঘাড়ে পা দেওয়া যায়, কিন্তু চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে তার কাছে ঘেঁষা শক্ত। ঠিক।

৫ম ব্যক্তি। নয়?

৩য় ব্যক্তি। কিন্তু ওস্তাদ যারা, তারা সাপ নিয়ে খেলাও তো করে!

৫ম ব্যক্তি। কিন্তু মেয়েমানুষ আর সাপ এক জিনিস নয়। [৪র্থ ব্যক্তিকে হাস্য গোপন করিতে দেখিয়া] আমি বলছি, এক জিনিস নয়। অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি। এই ধরুন না, আমি বিবাহই করেছি চারটি। বর্ত্তমানে আমার চতুর্থ সংসার চলছে।

৪র্থ ব্যক্তি। তা হ'লে আপনিও একটি হাড়কাঠ বলুন!

৫ম ব্যক্তি। তা যা বলেন। [হাসিলেন]

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি বর এসে হোটেলে উঠেছিল।

৪র্থ ব্যক্তি। এটা ভুল শুনেছেন, বর এসে উঠেছিল রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, রামগোপাল ঘোষই প্রসেশনের সব খরচা দিয়েছে, বরাভরণ, বরসজ্জা সবই তার খরচায়।

৫ম ব্যক্তি। বটে!

২য় ব্যক্তি। ভাটও শুনছি নাকি এসেছে অনেকগুলি।

৫ম ব্যক্তি। বিয়ে কি সত্যিই হিন্দুমতে হবে—পুরুত ডেকে মন্তর প'ড়ে?

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, মায় 'হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা করত বাপু' পর্যন্ত সব হবে। কোন খুঁত রাখবে না বিদ্যাসাগর। টকটকে লাল কাগজে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের বাহারটা দেখেছিলেন?

৫ম ব্যক্তি। না, দেখি নি।

৪র্থ ব্যক্তি। এই দেখুন না, আমার কাছে রয়েছে।

বাহির করিয়া দিলেন এবং সকলে তাহা সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক একতাড়া ছাপানো কাগজ লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সকলের হাতে একখানি করিয়া দিলেন

ভদ্রলোক। আপনারা এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি পড়ুন। যদি কারও এতে স্বাক্ষর করবার অভিরুচি হয়, স্বাক্ষর ক'রে বিদ্যাসাগর মশাইকে দিয়ে আসবেন, বা পাঠিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন

১ম ব্যক্তি। কি প্রতিজ্ঞাপত্র আবার ?

৫ম ব্যক্তি। ও সব সই-টইয়ের মধ্যে আমি নেই মশাই।

২য় ব্যক্তি। ও বাবা, এ যে ভয়ানক ব্যাপার দেখছি।

১ম ব্যক্তি। রমেন, তুমি পড় না হে শুনি, আমি আবার চশমাটা আনি নি।

৪র্থ ব্যক্তি পড়িতে লাগিলেন—

প্রতিজ্ঞাপত্র

১। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব।

২। একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।

৩। কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যাদান করিব।

৪। কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে পুনরায় তাহার বিবাহ দিব।

৫। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।

৬। এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না।

৭। যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে তাহাকে কন্যাদান করিব না।

৮। যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে তাহা করিব না।

৯। মাসে মাসে স্ব স্ব আয়ের পঞ্চাশত্তম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব।

১০। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণেই উপরি-নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

৩য় ব্যক্তি। ওরে বাবা, এ যে 'টেন কমাণ্ড্মেণ্টস' দেখছি।

৪র্থ ব্যক্তি। হাঁ, বিদ্যাসাগরী সংস্করণ।

১ম ব্যক্তি। ওই টাকাকড়ির ব্যাপারটা কি তা ঠিক বুঝলাম না। নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষটাই বা কে?

৫ম ব্যক্তি। আজ ধনাধ্যক্ষ আছে, কাল দেখবেন জুড়ি হাঁকাচ্ছে! অনেক দেখলুম।

২য় ব্যক্তি। লগ্ন কটায়?

৪র্থ ব্যক্তি। সেটা ঠিক জানি না।

১ম ব্যক্তি। বেশি রাত্তিরে যদি হয়, তবে আমি আর থাকব না।

৫ম ব্যক্তি। আমিও না। ছেলেটা উঠে যদি আমায় না দেখতে পায়—

ভিতর হইতে উলুধ্বনি ও শঙ্খরব
শোনা গেল

২য় ব্যক্তি। বিয়ে শুরু হ'ল বোধ হয়।

৩য় ব্যক্তি। পাশের এই সরু গলিটার ভেতর ঢুকে সোজা গিয়ে হরিশদের ছাতটায় চড়া যাক, চল। সেখান থেকে বাড়ির ভেতরটা বেশ দেখা যাবে।

২য় ব্যক্তি। আচ্ছা, বরকে কোথায় বসিয়েছিল, বল তো? বাইরের ঘরে তো দেখতে পেলাম না!

৪র্থ ব্যক্তি। বাইরের ঘরে বরকে বসাক আর তোমরা সব ঢিল ছোঁড়, অত কাঁচা ছেলে বিদ্যাসাগর নয়।

৩য় ব্যক্তি। যাবে তো এস।

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ চল, বিয়েটা দেখতে হবে।

সকলে চলিয়া গেল। কপাট খুলিয়া বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক হইতে ডাক্তার দুর্গাচরণও প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। এই যে, আমি একটা কেসে এমন আটকে পড়লুম ভাই যে দেরি হয়ে গেল। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। যাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমার ভাই, কান্না পাচ্ছে।

দুর্গাচরণ। কান্না পাচ্ছে! আরে তোমারই তো জিত হ'ল, সমস্ত কলকাতা শহর জুড়ে তোমার জয়জয়কার। রাধাকান্ত দেবের ওপর টেক্কা দিয়েছ তুমি।

বিদ্যাসাগর। এর নাম কি জিত ? বরপক্ষ কন্যাপক্ষ—দু পক্ষকে ঘুষ দিয়ে আমি তো এ চাই নি, আমি সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলুম, কারও ওপর টেক্কা দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। দুর্গাচরণ, মনে হচ্ছে—

দুর্গাচরণ। কি আবোলতাবোল বকছ! চল, বিয়েটা দেখা যাক। এস।

বিদ্যাসাগরকে টানিয়া লইয়া গেলেন

পট-পরিবর্ত্তন

বাড়ির ভিতরকার প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বারান্দায় সারি সারি চেয়ার। রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, রাধানাথ, রামতনু প্রমুখ দেশের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহাদের সম্মুখে বহু লোক বসিয়া আছেন, পিছনে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছেন। বিবাহ মণ্ডপ হিন্দু-সংস্কৃতি অনুযায়ী সুসজ্জিত ও সুশোভিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে হোমশিখার সমক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বিদ্যারত্ন শ্রীমতী কালীমতি দেবীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা
ডাক্তার দুর্গাচরণ ও বিপিন নামক একটি
লোক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ডাক্তার
দুর্গাচরণের একটু বয়স বাড়িয়াছে তাহা
বোঝা যাইতেছে

দুর্গাচরণ। আপনি বিধবা-বিবাহ করতে রাজি আছেন?

বিপিন। আছি, কিন্তু ওই যে বললাম, আমার টাকা চাই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বরকে বলেছেন সে কথা?

বিপিন। বলেছি।

দুর্গাচরণ। কি বললে সে?

বিপিন। বললেন, বণ্ডে সই করতে হবে।

দুর্গাচরণ। তাতেও রাজি আছেন?

বিপিন। আছি।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও
বয়স বাড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। তাঁহার
হাতে একখানি কাগজ

বিদ্যাসাগর। এই যে দুর্গাচরণ, এসে গেছ দেখছি।

দুর্গাচরণ। কেন ডেকেছ বল দিকি?

বিদ্যাসাগর। বলছি। [বিপিনকে] নাও, সই কর।

বিপিন সই করিয়া দিল

দশ তারিখে বিয়ে হবে, সেই সময় টাকাটাও পাবে।

বিপিন। কিছু অগ্রিম পেলে সুবিধে হ'ত আমার।

বিদ্যাসাগর। অগ্রিম পাবে না।

বিপিন। আচ্ছা, তা হ'লে দশ তারিখেই নেব।

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল

বিদ্যাসাগর। তোকে ডেকেছি টাকার জন্যে, কিছু টাকা দিতে পারিস ?

দুর্গাচরণ। কেন ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের খরচ এত বেশি হচ্ছে যে, সামলাতে পারছি না।

দুর্গাচরণ। এ রকম ভাবে কত দিন তুমি বিধবা-বিবাহ চালাবে ?

বিদ্যাসাগর। আমি একা চালাব, এ রকম কথা তো ছিল না। তোমরা সবাই আশ্বাস দিয়েছিলে, টাকার জন্য ভাবনা নেই, এখন তোমাদের কারও টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

দুর্গাচরণ। তবু চালাতে হবে ? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এরা টাকার লোভেই খালি—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওসব আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই, ওরা টাকার লোভে বিয়ে করছে এই ওজুহাতে

কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ওসব কথা যাক, তুমি হাজার খানেক টাকা দিতে পারবে কি না বল।

দুর্গাচরণ। ধার দিতে পারি, দান করতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। বেশ, ধারই দিও।

দুর্গাচরণ। তোমার ছেলেরও নাকি বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ ?

বিদ্যাসাগর। সে নিজেই করতে চাইছে, আমি কিছু বলি নি।

একটি ভৃত্য কতকগুলি কাগজপত্র আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল

দুর্গাচরণ। প্রুফ বুঝি !

দুর্গাচরণ উঁকি দিয়া দেখিলেন

দুর্গাচরণ। বহুবিবাহ ! বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও কিছু করছ নাকি ? ভিমরুলের চাকে একটা ঢিল মেরেই তো নাস্তানাবুদ হবার যোগাড় হয়েছ, আবার কেন ?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না। প্রুফগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন

দুর্গাচরণ। টাকাটা তোমার আজই চাই ?

বিদ্যাসাগর। আজ পেলেই ভাল হয়।

দুর্গাচরণ। আচ্ছা, বিকেলে নিয়ে আসব তা হ'লে, এখন যাই।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর প্রুফগুলি সংশোধন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত

বিদ্যাসাগর। এস শ্রীশ, ব’স, তারপর খবর সব ভাল তো ?

শ্রীশ কোন উত্তর দিলেন না, একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন

কি, ব্যাপার কি, অমন বিমর্ষ কেন ?

শ্রীশ। মনটা ভাল নেই।

বিদ্যাসাগর। কি হ’ল হঠাৎ ?

শ্রীশ নীরব রহিলেন

দাঁড়াও, তোমার মন ভাল ক’রে দিচ্ছি। হাজিপুরি ল্যাংড়া আম যোগাড় করেছি কিছু, আনি, থাম [উঠিতে গেলেন]

শ্রীশ। থাক, আমি এখন খাব না কিছু। আমি দুর্গাচরণের খোঁজে বেরিয়েছি।

বিদ্যাসাগর। সে তো এই গেল। অসুখ নাকি কারও ?

শ্রীশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন

শ্রীশ। আমি আর বাঁচব না ভাই।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শ্রীশ। কাল রাত্রে পেটে এমন একটা ফিক-ব্যথা উঠল, মনে হ’ল, গেলাম এবার। সত্যি, আমি বড় ভয়ে ভয়ে বাস করছি ভাই।

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কেন, ভয়টা কি ?

শ্রীশ। সত্যি বলছি ভাই, বিধবা বিয়ে ক’রে অবধি এতটুকু শান্তি নেই আমার। আত্মীয়স্বজনরা পরিত্যাগ

করেছে, পাড়াপড়শীরাও ভাল ক'রে কথা কয় না, মনে হয়, এ কোথায় বাস করছি আমি, প্রাণটা সর্ব্বদা হুহু করে, তা ছাড়া—[থামিয়া গেলেন]

বিদ্যাসাগর। [মৃদু হাসিয়া] তা ছাড়া আবার কি ?

শ্রীশ। তা ছাড়া, আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়, কালীমতি তার আগের স্বামীর কথা চিন্তা করে লুকিয়ে। একদিন দেখলাম, কাঁদছে।

বিদ্যাসাগর হাসিয়া ফেলিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি একটি নির্ব্বোধ।

শ্রীশ। হয়তো। তবু আমার কথাটা শোন।

বিদ্যাসাগর। কিছু শুনতে চাই না, তুমি আগে খোঁজ ক'রে দেখ, যারা বিধবা-বিবাহ করে নি, তাদের ও রকম হয় কি না।

শ্রীশ। কি রকম ?

বিদ্যাসাগর। তোমার যা যা হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরও কারও কারও আত্মীয়স্বজন তাদের পরিত্যাগ করেছে কি না, তাদেরও কারও কারও পেটে ফিক-ব্যথা ধরে কি না, তাদেরও স্ত্রী লুকিয়ে কাঁদে কি না।

শ্রীশ। কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। কিন্তুটা তোমার মনে, বাইরে কোথাও নেই। বেশি দূর যাবার দরকার কি, আমাকেই দেখ না, আমি তো বিধবা-বিবাহ করি নি, কিন্তু আমারও আত্মীয়স্বজনরা আমার ওপর কেউ বড় সন্তুষ্ট নন,

কেবল টাকার দরকার হ'লেই আমাকে মনে পড়ে, এমন কি বাবাও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে থাকেন। আমার পেটের ব্যাপার তো জানই, চিরকাল ভুগছি। আর আমার স্ত্রীর—থাক, স্ত্রীর কথাটা আর নাই বললুম [হাসিলেন]

শ্রীশ। তোমার কথা আলাদা। তুমি বিনা ক্লোরোফর্মে কার্বাঙ্কল কাটাতে পার, দরকার হ'লে আরসোলা গিলে খেতে পার, আমি পারি না ; আমি দুর্ব্বল, আমার কেবল মনে হয়—

থামিয়া গেলেন ও চাহিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। কি কাণ্ড !

শ্রীশ। আমি পারছি না ভাই, আমার—

বিদ্যাসাগর। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক হয়ে যদি এইসব তুচ্ছ কারণে ভেঙে পড়, তা হ'লে সাধারণ লোকে কি করবে বল দেখি ? তোমার আদর্শে কত লোক বিধবা-বিবাহ করছে, তুমি অমন করলে চলে কি ?

শ্রীশ। আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

বিদ্যাসাগর। কালীমতির যে ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হয়েছিল, এই কথাটাকেই তুমি এত বড় ক'রে দেখছ কেন ?

শ্রীশ। সেই কথাটাকেই যে বড় ক'রে দেখছি তা ঠিক নয়। [সহসা] কাল খবর পেলাম, শালকের যে লোকটি বিধবা-বিবাহ করেছিল, সে হঠাৎ মারা গেছে কলেরায়।

বিদ্যাসাগর। তোমার কি ধারণা বিধবা-বিবাহ করলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করবে?

শ্রীশ। না, তা আমি বলছি না।

বিদ্যাসাগর। এর উল্টোটাও যে হচ্ছে, যোগেনও বিধবা বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার বউটাই ম'রে গেল, যোগেন বেঁচে আছে দিব্যি।

শ্রীশ। কিন্তু বিধবা-বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেরা হওয়াটা একটু এ নয় কি?

বিদ্যাসাগর। এ বছর কলেরায় যত লোক মরেছে, সকলেই কি বিধবা-বিবাহ ক'রে মরেছে? [সহসা] মরবে না? যে দেশে বিজ্ঞানের চেয়ে শীতলা আর ওলাবিবি বড়, বিচারের চেয়ে আচার বড়, সে দেশে মানুষ মরবে না তো কোথায় মরবে?

শ্রীশ। আমি তোমার যুক্তি মানি, কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। আবার কিন্তু কেন, সত্যিই যদি বুঝতে পেরে থাক যে, রজ্জুটা সর্প নয়, তা হ'লে শুধু শুধু আঁতকে ওঠার মানে কি?

শ্রীশ। সংস্কার।

বিদ্যাসাগর। সংস্কার, সংস্কার, সংস্কার—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এই সংস্কারের পাঁকে সমস্ত দেশটা ডুবে যাচ্ছে, ঝুঁটি ধ'রে টেনে তোল তাকে।

শ্রীশ। আমি ভাই দুর্ব্বল।

বিদ্যাসাগর। কে বললে, তুমি দুর্ব্বল? তোমার মত এত বড় বীরত্ব কে দেখাতে পেরেছে এ যুগে? এই জরা-ব্যাধি-গ্রস্ত দেশে তুমিই একমাত্র সুস্থ সবল পুরুষ, সাহস ক'রে পথ দেখিয়েছ।

শ্রীশ। আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না।

বিদ্যাসাগর। বোঝবার কিছু নেই যে। আসল কথাটা ভেঙে বল দেখি, কালীমতির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

শ্রীশ। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে।

বিদ্যাসাগর। পরিবার জিনিসটাই একটু ভীতিকর।

শ্রীশ। দুর্গা কোথায় গেল বলতে পার?

বিদ্যাসাগর। সে বিকেলে এখানে আসবে আবার. তাকে নিয়ে যাব আমি সন্ধেবেলা তোমার বাসায়। এখন তুমি যাও, এই প্রুফটা এখনই দেখে দিতে হবে আমায়।

শ্রীশ উঠিলেন

শ্রীশ। বিকেলবেলা আসছ তা হ'লে ঠিক?

বিদ্যাসাগর। আসব।

শ্রীশ চলিয়া গেলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বিনা ভূমিকায় কথা আরম্ভ করিলেন

কৃষ্ণমোহন। তুমি সাতশো টাকা মাইনের চাকরিটা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলে!

বিদ্যাসাগর। তুমি কি ক'রে জানলে, এখনও তো কাউকে বলি নি, কেউ জানে না।

কৃষ্ণমোহন। গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল এখনই, ওসব পাগলামি ছাড়।

বিদ্যাসাগর। যেখানে আত্মসম্মান থাকে না, সেখানে আমি থাকতে পারব না।

কৃষ্ণমোহন। Well, you must be reasonable. একটা কথা তুমি বুঝছ না যে, গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে গভর্মেণ্ট যখন টাকা মঞ্জুর করে নি, তখন গর্ডন ইয়ং সে টাকা দেবে কি ক'রে তোমাকে ?

বিদ্যাসাগর। লাটসায়েব স্বয়ং নিজে মুখে আমাকে বলেছিলেন, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করতে।

কৃষ্ণমোহন। লাটসায়েবই বলুন আর যেই বলুন, গভর্মেণ্ট-sanction না থাকলে—

বিদ্যাসাগর। লাটসায়েবকেই গভর্মেণ্টের প্রতিনিধি ব'লে জানতাম তাঁর কথা যে এতটা মূল্যহীন হবে, তা ভাবতে পারি নি।

কৃষ্ণমোহন। তুমি চাকরি ছাড়লে ওদের আর ক্ষতিটা কি ? বরং তুমি লেগে থাকলে আস্তে আস্তে টাকাটা পেতে ক্রমশ, বালিকা-বিদ্যালয়গুলো টিকে থাকত। এখন উঠে যাবে সব।

বিদ্যাসাগর। উঠবে কেন, একটাও উঠতে দেব না।

কৃষ্ণমোহন। পঞ্চাশটা বালিকা-বিদ্যালয় তুমি একলা চালাবে?

বিদ্যাসাগর। একলাই চালাব।

কৃষ্ণমোহন ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

কৃষ্ণমোহন। চাকরি না থাকলে এত টাকা পাবে কোথায়? তোমার সম্বল তো বইগুলি, কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত ডিপজিটারি প্রেসটাও আছে।

কৃষ্ণমোহন। সেটা নিয়ে তোমার ভাই দীনবন্ধুর সঙ্গে মকদ্দমা বেধেছে নাকি?

বিদ্যাসাগর। ভাই ছাড়া আর এমন সৎকার্য্য কে করবে বল?

কৃষ্ণমোহন। কার কোর্টে মকদ্দমা?

বিদ্যাসাগর। কোর্টে নয়, দ্বারকানাথ মিত্র আর দুর্গামোহন দাসকে আমরা দুজনেই সালিসি মেনেছি।

কৃষ্ণমোহন। May I give you a piece of advice? সকলের সঙ্গে চটাচটি ক'রে পৃথিবীতে চলা যায় না, and it always pays in the long run to be in tune with the Government.

বিদ্যাসাগর। গভর্মেণ্টকে চটবার আমি কোন সঙ্গত কারণ দিই নি।

কৃষ্ণমোহন। বিধবা-বিবাহ বিলটা পাস হওয়াতে গভর্মেণ্ট দেশের লোকের কাছে একটু অপ্রিয় হয়েছে। তোমার ওপর চটবার আসল কারণ তাই।

বিদ্যাসাগর। তা আমি জানি।

কৃষ্ণমোহন। তুমি যদি বল, আমি মাঝে প'ড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারি, গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আলাপ আছে আমার।

বিদ্যাসাগর। থাক, দরকার নেই।

কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন। কিছু-ক্ষণ নীরবতা

কৃষ্ণমোহন। বাই দি বাই, মধু শুনেছি ফ্রান্সে নাকি মহা অর্থ-কষ্টে ক'ড়ে তোমাকে চিঠি লিখেছে—no wonder, such a reckless fellow.

বিদ্যাসাগর। ওর সমস্ত বিষয়টি গ্রাস ক'রে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁরা একটি পয়সা পাঠান নি। আমি ব'লে ব'লে হার মেনে গেছি।

কৃষ্ণমোহন। I see, শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল ?

বিদ্যাসাগর। কি আর হবে! আমি কয়েকবার ওঁদের কাছে ছুটোছুটি ক'রে যখন বুঝলাম যে, ওঁরা টাকা দেবেন না, তখন নিজেই ধারধোর ক'রে পাঠিয়ে দিলাম কিছু। কি আর করব ?

কৃষ্ণমোহন। That's noble of you.

কিছুক্ষণ নীরবতা

তুমি তা হ'লে কিছুতেই আর চাকরি করবে না ?

বিদ্যাসাগর। না।

কৃষ্ণমোহন। Finally settled.

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

কৃষ্ণমোহন। আমি বলি, আর একটু বিবেচনা ক'রে দেখ। There is no harm in reconsidering it.

বিদ্যাসাগর। না, আমি আর করব না।

কৃষ্ণমোহন। আচ্ছা, চলি তা হ'লে। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর উঠিতে যাইবেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সমভিব্যাহারে দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এ কি, তোমারা হঠাৎ যে ?

শম্ভুচন্দ্র। বউদিদি আসতে চাইলেন, তাই নিয়ে এলাম।

বিদ্যাসাগর। কারণটা কি ?

শম্ভুচন্দ্র। ওঁর কাছেই শুনুন।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহার খবর সব ভাল তো ?

শম্ভুচন্দ্র। বাবা কাশী চ'লে যেতে চাইছেন।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শম্ভুচন্দ্র। দেশে বিধবা-বিবাহ নিয়ে এমন অশান্তি হয়েছে যে, তাঁর আর ভাল লাগছে না।

বিদাসাগর নীরব হইয়া রহিলেন। শম্ভু-চন্দ্র অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন, দিনময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন

দিনময়ী [শুষ্ককণ্ঠে] নারাণও শুনছি বিধবা বিয়ে করবে ?

বিদ্যাসাগর। [উৎফুল্ল] তুমি শুনেছ? আমিও শুনেছি, ভারী খুশি হয়েছি শুনে।

দিনময়ী। আমি বাধা দিতে এসেছি। বিধবাকে বিয়ে করা বড় অমঙ্গলের, ও আমি কিছুতে হতে দেব না। তুমি মানা কর ওকে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

মানা কর, মানা কর, ও আমাদের একমাত্র ছেলে তোমার পায়ে ধরছি, মানা কর ওকে।

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ, বিছানায় শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে আলো জ্বলিতেছে, তিনি শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন। ঘরে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি দুই একটি সাধারণ আসবাব রহিয়াছে। দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দিনময়ী। বার্লি খাবে এখন ?

বিদ্যাসাগর। এখন থাক।

দিনময়ী। সকাল থেকে তো কিছুই খাও নি।

বিদ্যাসাগর। দুর্গা মানা ক'রে গেছে বেশি খেতে।

দিনময়ী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

দিনময়ী। এখানে যখন শরীরটা ভাল থাকছে না, তখন বীরসিংহায় গিয়ে দিন কতক থাকবে চল।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহায় গিয়ে কোন্ সুখে থাকব ? কর্ম্মাটাঁড়ে যাব ঠিক করেছি।

দিনময়ী। সে সাঁওতালী জায়গায় আমি গিয়ে থাকতে পারব না বাপু।

বিদ্যাসাগর। তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, আমি একাই যাব।

দিনময়ীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি সামলাইয়া লইলেন, একটু হাসিলেনও

দিনময়ী। তুমি একা যেতে চাইলেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি কি না!

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না

দিনময়ী। আমি না হয় না-ই গেলাম, নারাণের বউকে নিয়ে যাও।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] শুনলাম নারাণের বউকে তোমার নাকি খুব পছন্দ হয়েছে?

দিনময়ী। [হাসিয়া] সত্যি, খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি—ও কি, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ যে?

বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি যখন নারাণের বিয়েতে বাধা দেবার জন্যে এসেছিলে, তখন তা আমার সহ্য হয়েছিল, কারণ তার ভেতর আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু যখন তুমি বিয়ে আটকাতে না পেরে নারাণের বউকে কোলে নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লে, তখন আমার তত ভাল লাগে নি।

দিনময়ী। কেন?

বিদ্যাসাগর তার মধ্যে ভণ্ডামি ছিল, আর সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তোমার হাসিতে কথায় বার্ত্তায় চোখে মুখে।

দিনময়ী মানুষ কি নিজের ভুল শুধরে নিতে পারে না?

বিদ্যাসাগর। পারে, কিন্তু তোমরা পার নি। বিয়ে আটকাতে না পেরে তোমরা সবাই আমার মন রাখবার জন্যে দেঁতো হাসি হেসেছ। আমি সব বুঝতে পারি।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

দিনময়ী। বার্লি আনব?

বিদ্যাসাগর। বলছি তো একটু পরে।

দিনময়ী। ঠাকুরপো বীরসিংহা থেকে এসেছে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, ভয়ে আসতে পারছে না।

বিদ্যাসাগর। কে, দীনো? আসুক না, আমি আর কি করব তার?

দিনময়ী। বড় মনমরা হয়ে আছে, বেশি বোকো-ঝোকো না।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে দীনবন্ধু আসিয়া প্রণাম করিলেন

বিদ্যাসাগর। বড় মনমরা হয়ে আছ শুনলাম, মকদ্দমায় তোমার দাবি ডিসমিস হয়ে গেছে, তাই দুঃখ হয়েছে?

দীনবন্ধু। আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বিদ্যাসাগর। থিয়েটারি ভঙ্গিতে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যেই দেখা করতে এসেছ নাকি? তার দরকার নেই।

দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন

দেখ, প্রেসটা হয়তো তোমাকেই দিতুম, কিন্তু তুমি অন্যায়ভাবে দাবি ক'রে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে এগিয়ে এসেছিলে ব'লেই মকদ্দমা করেছি তোমার সঙ্গে।

এতে তোমার যদি দুঃখ হয়ে থাকে, আমি নিরুপায় অন্যায়কে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

দীনবন্ধু ইহার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পিরানের পকেট হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া নিকটস্থ তেপায়ার উপর রাখিয়া প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন

দীনবন্ধু। আপনি আসবার সময় আমার স্ত্রীকে গোপনে যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন, তা আমি আর নিতে পারব না, মাপ করুন। আপনার টাকা নেবার আমার আর অধিকার নেই।

বিদ্যাসাগর। ভাল। যদি স্বাবলম্বী হতে পেরে থাক, সুখের কথা। [সহসা উচ্চকণ্ঠে] কিন্তু ঝুটো আত্ম-সম্মানের মুখোশ প'রে বউটাকে দুঃখ দিও না। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, সে ছেঁড়া কাপড় প'রে ঘুরছে, তাই টাকা কটা দিয়ে এসেছিলাম, আর তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার একটা চাকরির জন্যে লাটসায়েবের দ্বারস্থও হয়েছিলাম। তিনি তোমাকে একটা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট-গিরি দেবেন বলেছেন, আমার কোন রকম সাহায্য যদি না নিতে চাও, এ চাকরিও পরিত্যাগ করতে পার, করলে সুখীই হব।

দীনবন্ধু এ কথার কোন জবাব দিলেন না। পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বিদ্যাসাগরকে দিলেন

দীনবন্ধু। শম্ভু এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্যে।

বিদ্যাসাগর পত্রটি পড়িলেন

বিদ্যাসাগর। নারাণ বিধবা-বিবাহ করেছে ব'লে আমাদের আত্মীয়কুটুম্বেরা আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে চান?

দীনবন্ধু। তাঁরা সকলেই বিরূপ হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর। মা কি বলেন?

দীনবন্ধু। মা কিছু গ্রাহ্য করেন না।

বিদ্যাসাগর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি বীরসিংহায় কবে ফিরবে?

দীনবন্ধু। আজই, সেখান থেকে জিনিষপত্র গুছিয়ে আমাকে কালই বরিশাল রওনা হতে হবে।

বিদ্যাসাগর। বরিশাল? কেন?

দীনবন্ধু। ওখানকারই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে আমি নিযুক্ত হয়েছি, অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। এতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে না বুঝি? তোমাদের কি যে আসল রূপ, তা ধরতে পারলাম না এখনও।

দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন

যাবার আগে চিঠির উত্তরটা নিয়ে যেও। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই লিখে দিই।

উঠিয়া বসিলেন এবং পত্র লিখিতে লাগিলেন। খানিক্ষণ লিখিবার পর কলমটা রাখিয়া দিলেন

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, থাক, পরে লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেব।

দীনবন্ধু চলিয়া যাইতেছিলেন

শোন, এক কাজ কর, আমি ব'লে যাই, তুমি লিখে নাও। উত্তরটা তাকে অবিলম্বে জানানোই ভাল।

দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি লিখিতে লাগিলেন

আমি যতটা লিখেছি, তার পর থেকে লেখ। "আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে

ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি ; সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার বিহার পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত করিতাম তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।"

পত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে বিদ্যা-
সাগর তাহা পড়িয়া সহি করিয়া দিলেন।
দীনবন্ধু চিঠি লইয়া চলিয়া গেলেন।
ডাক্তার দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। কেমন আছ এ বেলা ?

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল আছি, এ বেলা চারটি ভাত খাই, কি বল ?

দুর্গাচরণ। আজ নয়, কাল।

বিদ্যাসাগর। বেশ, [ক্ষণকাল পরে] উপবাস করতে আমি খুব পারি, কিন্তু এখন আমার শুয়ে থাকলে চলবে না, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুর্গাচরণ। দুদিন বিশ্রাম কর না, বহু-বিবাহ-বিল পাস হবার আশা নেই।

বিদ্যাসাগর। তা জানি, ও আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। এখন আমার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা—কলেজটা, ওটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

দুর্গাচরণ। বিধবা-বিবাহের ধাক্কাই তো এখনও সামলাতে পারনি, এতে আবার হাত দিচ্ছ কার ভরসায় ?

বিদ্যাসাগর। ভরসা আর কারও ওপরে নেই। ধারের ওপর ধার জমছে।

দুর্গাচরণ। ধারের জ্বালায় আমিও অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই, পাওনাদার বাড়িতে ধরণা দিয়ে ব'সে আছে। তোমাকে যে টাকাটা দিয়েছিলাম সেটা না

পেলে আর মান থাকবে না। দিতে পারবে টাকাটা ?

বিদ্যাসাগর। আজই চাই ?

দুর্গাচরণ। পরশু নিশ্চয়ই চাই।

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ ফাণ্ডে তুমি এককালীন কিছু টাকা এবং নিয়মিত চাঁদা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুত ছিলে, তার কি কিছুই দেবে না ?

দুর্গাচরণ। ভাই, আমি বড় বিপন্ন।

বিদ্যাসাগর। তুইও শেষে এই কথা বললি দুর্গা !

দুর্গাচরণ। সত্যি, আমি এখন বড় বিপদে পড়েছি, তা না হ'লে—

বিদ্যাসাগর। কবে চাই বললি টাকাটা ?

দুর্গাচরণ। পরশু।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা যোগাড় ক'রে রাখব এখন। মধুর কাছে গেছলি ? কি বললে সে ?

দুর্গাচরণ। যা চিরকাল বলছে, হাতে একটি পয়সা নেই—

বিদ্যাসাগর। আমার দুরবস্থার কথা বলেছিলি বুঝিয়ে ?

দুর্গাচরণ। সব বলেছিলাম।

বিদ্যাসাগর। কি বললে ?

দুর্গাচরণ। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কবিত্বপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিলে, বললে, তোমার অন্তঃকরণ Bengali mother-এর মত—সে যখন ফ্রান্সে কপর্দ্দকহীন, তখন তোমার টাকা না গেলে অকূল পাথারে পড়ত সে।

হাতে টাকা হ'লেই সে তোমার টাকা অবিলম্বে শোধ ক'রে দেবে, কিন্তু এখন হাতে কিছু নেই— এই সব আর কি !

বিদ্যাসাগর। অথচ স্পেন্সস হোটেলে নবাবের মত রয়েছে ! [খানিকক্ষণ পরে] কি তোমরা !

দুর্গাচরণ। আমার ভাই, বড় জরুরী দরকার, তা না হ'লে তোমায় বিরক্ত করতাম না এখন।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

পরশু আসব তা হ'লে ?

বিদ্যাসাগর। এস।

দুর্গাচরণ। এখন তা হ'লে উঠি।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়াই রহিলেন। দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দিনময়ী। বালি আনব ?

বিদ্যাসাগর। আন, আর ছিরুকে একটা গাড়ি ডাকতে বল।

দীনময়ী। অসুখ শরীরে আবার কোথায় বেরুবে ?

বিদ্যাসাগর। টাকার চেষ্টায় বেরুতে হবে, টাকা চাই। অমন ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, যা বলছি, তাই কর।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধু দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু ! এই মাত্র শম্ভু খবর পাঠিয়েছে যে, বীরসিংহায় আমাদের ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে !

বিদ্যাসাগর। অ্যাঁ ! ও, হুঁ—

চুপ করিয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোর সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। একদল সাঁওতাল নর-নারী মনের আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে। মাদল, বাঁশী এবং সরল প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্থানটা ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। খানিকক্ষণ নৃত্যগীত চলিবার পর একটি বাবুগোছের ভদ্রলোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছনে একজন কুলি, কুলির মাথায় একটি মোট। ভদ্রলোক ট্রেন হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই সাঁওতালের ভিড় তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আগমনে সাঁওতালদের নাচগান বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কৌতূহলী হইয়া আগন্তুককে দূর হইতে দেখিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ মাঝি আগাইয়া আসিল। তাহার কাঁধে মাদল ঝুলিতেছে।

মাঝি। তুই কে বটিস? কুথা থেকে আলি?

বাবু। আমি কলকাতা থেকে আসছি। বিদ্যাসাগর মশাই কি এইখানেই থাকেন?

মাঝি। হঁ। উই যে তার ঘর।

বাংলোটা দেখাইয়া দিল। বাবু কুলিকে লইয়া বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কুলি জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেল। বাবু বাহিরে আসিলেন

বাবু। বিদ্যাসাগর মশাই কোথায় ?

মাঝি। হুথাকে নাই ?

বাবু। কই, না।

একটি মেয়ে। উ যে রূপনিকে দেখতে গেল গো।

বাবু। রূপনি কে ?

মেয়েটি। এতোয়ারি মাঝির বিটি, তার বড্ডা অসুখ।

বাবু। তোমরা এখানে নাচগান করছ যে ?

মাঝি। [হাসিয়া] আমরা হেথাকে রোজ আসি। বিদ্যাসাগর বাবুটি লোক বড়া ভাল যে গো! হামরা ঝুড়ি, মুপ, মোড়া বুনে বুনে আনি, উ পয়সা দিয়ে কিনে লেয়—

মেয়েটি। হামাদের খেতে দেয়, পয়সা দেয়, চুড়ি কিনে দেয়—এই দেখ্ না কেনে !

হাতের চুড়ি দেখাইল। ইহাতে তাহার সঙ্গিনীরা সাঁওতালী ভাষায় তাহাকে কি বলিল এবং সকলে কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল

মাঝি। তুমি উয়ার কে বটে ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন। শরীর শীর্ণ, মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ। বাবুটি প্রণাম করিলেন

বিদ্যাসাগর। হরেন যে, কি খবর ?

হরেন। রাজকৃষ্ণবাবু এই চিঠিটি দিয়েছেন।

একটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে চিঠি পাঠাবার মানে? পোষ্টাপিস তো আছে।

হরেন। আমারই দরকার, তাই ভাবলাম—

বিদ্যাসাগর। তা বুঝেছি। [সাঁওতালদের প্রতি] তোরা ওদিকে চ, তোদের জন্যে মকাই পুড়িয়ে রেখেছি।

মেয়েটি। রূপনকে কেমন দেখে আলি তুই ?

বিদ্যাসাগর। বেশ ভাল আছে সে।

সাঁওতালরা কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল এবং পত্র পাঠ শেষ করিয়া যখন তিনি চক্ষু তুলিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার দৃষ্টি দিয়া আগুন ছুটিতেছে। কিন্তু তিনি কথা বলিলেন ধীরে ধীরেই—

বিদ্যাসাগর। আমায় ক্ষমা কর তোমরা, আমি আর পারব না। আমার আর সামর্থ্য নেই।

হরেন। [ইতস্তত করিয়া] কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। [ঈষৎ উত্তেজিত] তুমি যা বলবে তা আমি জানি, না ব'লে যে ছাড়বে'না, তাও জানি ; কিন্তু আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও। ক্রমাগত

বিধবা-বিবাহ দিয়ে দিয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। মানসিক শক্তি যা ছিল তাও নিঃশেষ হয়েছে। আমাকে রেহাই দাও তোমরা।

হরেন ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

হরেন আমি বড় মুশকিলে পড়েছি। আপনি যে বিধবাটির সঙ্গে আমার ভায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে তাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। মেয়েটি এখন আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, শুধু তাই নয়, পাড়াগাঁয়ে বাস করি, সবাই একঘরে করেছে আমাকে, ধোপা নাপিত বন্ধ—

বিদ্যাসাগর। আমাকে ব'লে কি হবে! তার নামে আদালতে নালিশ করগে যাও।

হরেন। আদালতে!

বিদ্যাসাগর। জোচ্চোর পাজি বদমাইসদের শাসন করবার অধিকার আদালতের, আমার নয়।

হরেন। আপনিই তো বিয়ে দিয়েছিলেন, এখন যদি—

বিদ্যাসাগর। তোমার ভাই কচি খোকা কিনা, তাকে ভুলিয়ে আমি তার বিয়ে দিয়েছি! বণ্ডে সই ক'রে নগদ টাকা নিয়ে তবে বিয়ে করেছে সে, অমনই করে নি!

হরেন চুপ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন

সে হারামজাদা গেল কোথায় !

হরেন। সে শান্তিপুরে গিয়ে লুকিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে।

বিদ্যাসাগর। আবার বিয়ে করেছে ! [সহসা যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সান্নিধ্যে সঙ্কুচিত হইলেন] স'রে যাও, স'রে যাও এখান থেকে, চণ্ডাল চণ্ডাল তোমরা, তোমাদের ছায়া মাড়ালে পাপ হয় !

হন হন করিয়া বাংলোর দিকে আগাইয়া গেলেন

হরেন। [অর্দ্ধস্বগত] ভগবানের বিধান উল্টে দেবার বেলায় পাপ হয় না !

বিদ্যাসাগর যে ইহা শুনিতে পাইবেন তাহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগর শুনিতে পাইলেন এবং শুনিয়াই ফিরিলেন

বিদ্যাসাগর। ভগবানের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার ? তাঁর বিধান নিয়ে আলোচনা করেন তোমার সঙ্গে তিনি ?

হরেন অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন

হরেন। না, মানে আমি বলছিলাম যে, ভগবানের বিধান ওল্টানো যায় না। এত বিধবার তো বিয়ে হ'ল, কিন্তু ফের আবার অনেকে বিধবা হয়েছে। অদৃষ্টে যা থাকে, তা—

বিদ্যাসাগর। এত বড় অদৃষ্টবাদী যদি তুমি, তা হ'লে বিপদে প'ড়ে প্রতিকারের আশায় এতদূর ছুটে এসেছ কেন? ঘরে ব'সে থাকলেই হ'ত অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে!

হরেন। [আমতা আমতা করিয়া] না—তা—বিধবারা—

বিদ্যাসাগর। যাদের স্বামী দ্বিতীয় বার ম'রে গেল, আবার বিয়ে করুক না তারা, পথ তো বন্ধ নেই, পুরুষরা তো হরদম করছে।

হরেন। [বিস্মিত] আবার বিয়ে করবে!

বিদ্যাসাগর। করুক না, ক্ষতি কি, তুমি যে পাঁচবার ফেল ক'রে বি. এ. পাস করেছ, তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে! দুবার ফেল করবার পর বিধাতার বিধান ব'লে কপালে হাত দিয়ে ব'সে থাকলেই পারতে।

হরেন। [প্রতিবাদেচ্ছু কিন্তু ভীত] পরীক্ষায় পাস করা আর বিয়ে করা—

বিদ্যাসাগর। কিচ্ছু তফাত নেই, পরীক্ষা পাস করলে ছেলেদের হিল্লে হয়, আর বিয়ে করলে মেয়েদের হিল্লে হয়—

হরেন। [সবিনয়ে] আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি, সে ক্ষমতাও নেই আমার, আমাকে—

বিদ্যাসাগর। [অধীর ভাবে] না, আমি কিছু করতে পারব না। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে লোককে ঘুষ দিয়ে দিয়ে এই হতভাগা সমাজের ভাল করবার চেষ্টা যতদিন পেরেছি করেছি। [সহসা উচ্চতর কণ্ঠে] আমার

জন্যে আমার কাছে কেউ কখনও আস নি তোমরা, তোমরা বরাবর এসেছ আমাকে দোহন করতে, শোষণ করতে। আর কিছু নেই, দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেছে, যাও এবার।

হরেন। আপনি তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাব বলুন?

বিদ্যাসাগর। উচ্ছন্ন যাও! তোমাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এই তেপান্তর মাঠে পালিয়ে এসে সাঁওতালদের ভেতর বাস করছি, তবু আমায় রেহাই দেবে না তোমরা?—এ কি পাপ!

হরেন একটু অপমানিত বোধ করিলেন, ঈষৎ বিচলিতও হইলেন

হরেন। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ওই বিধবাটিকে নিয়ে আমি কি করব ব'লে দিন।

বিদ্যাসাগর। ওর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলগে যাও, আপদ চুকে যাক।

হরেন নীরব। বিদ্যাসাগর বলিয়া চলিলেন

ও ছাড়া আর কিছু করবার নেই, ওদের ছেঁচে থেঁতলে দ'লে পিষে শেষ ক'রে দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে থেলো হুঁকোয় তামাক টানগে যাও। অনেক রকম ক'রে দেখলাম, ওদের বাঁচবার উপায় নেই এ দেশে—এ পিশাচের দেশ।

কুলিটি একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে লইয়া প্রবেশ করিল

অ্যাঁ, একেবারে এনে হাজির করেছ !

হরেন। [কাঁচুমাচু] আমি একে ষ্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। [কুলির প্রতি] একে আনলে কেন ?

কুলি। উনি কাঁদতে লাগলেন যে !

হরেন। তা হ'লে—

কুলি। আমার পয়সা দিন।

হরেন কম্পিত হস্তে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন। কুলি চলিয়া গেল।

বিদ্যাসাগর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। নিদারুণ ক্রোধভরে কি একটা বলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন, অবনতমুখী মেয়েটির দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

বিদ্যাসাগর। ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে আর কি হবে, যাও, নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাওগে।

হরেন মেয়েটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রস্থানপথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাসাগর স্বগতোক্তি করিলেন

কোন্ পাপে'এই হতভাগীরা এদেশে এসে জন্মেছে কে জানে !

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগরের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

বাঃ, চন্দ্রমুখী এম. এ. পাস করেছে!

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হরেন বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

কি, খুঁজছ কি?

হরেন। আমার টিকিটখানা কোথায় প'ড়ে গেল! ও, এই যে!

টিকিট কুড়াইয়া লইয়া ব্যাগ বাহির করিয়া সেটি যথাস্থানে রাখিলেন

বিদ্যাসাগর। রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছ বুঝি! একে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরের ট্রেনেই লম্বা দেবে!

হরেন নিরুত্তর

দেখ, এ সব তোলা থাকছে, সুদে আসলে কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ দিতে হবে একদিন তোমাদের। মনে রেখো, ওরাও ছেড়ে কথা কইবে না, বুঝেছ? [হরেন চুপ করিয়া রহিল]
ওদেরও সুদিন আসছে, ওরাও লেখাপড়া শিখছে। আমি তখন বেঁচে থাকব না হয়তো। [সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া] তখন আর একবার আমি জন্মাতে রাজি আছি এ দেশে, যেদিন আমাদের

দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা বাধা না হয়ে শক্তি হবে, আপদ না হয়ে অলঙ্কার হবে, সেদিন আবার যেন জন্মাই আমি এ দেশে—

বলিতে বলিতে আবেগভরে তিনি থামিয়া গেলেন। দূর চক্রবালরেখায় স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি যেন সেই অনাগত ভবিষ্যৎকেই দেখিতে লাগিলেন। কয়েকটি নিবিড় মুহূর্ত্ত নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা।

দিনময়ী ও দীনবন্ধু কথা কহিতেছেন

দিনময়ী। তুমি আমাকে কর্ম্মাটাঁড়ে নিয়ে চল ঠাকুরপো, শুনছি সেখানে ওঁর শরীরটা ভাল নেই, আমি দুর্গা ঠাকুরপোকেও খবর দিয়েছি।

দীনবন্ধু। তা বেশ করেছ। কিন্তু তুমি নারায়ণকে নিয়ে যাও, আমার ছুটি কম।

দিনময়ী। নারাণকে নিয়ে যাবার হ'লে আগেই যেতুম।

দীনবন্ধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন

দীনবন্ধু। কেন বাধাটা কি ?

দিনময়ী। বলেছেন, তার মুখদর্শন করব না।

দীনবন্ধু। কেন, হঠাৎ ?

দিনময়ী। দোষ নারাণেরই। [একটু থামিয়া] আমার কপালেরই দোষ।

দীনবন্ধু। বিধবা বিয়ে ক'রেই ওর মতি-গতি বিগড়ে গেল, যে যাই বলুক, এই বিধবাগুলো অপয়া।

দিনময়ী। ও কথা ব'লো না, ও কথা বলতে নেই। [অস্ফুট স্বরে] কেউ অপয়া নয়, কেউ অপয়া নয়, সবাই ভাল।

দীনবন্ধু। এখানে এসেই আর একটি যা খবর পেলাম, তা তো ভয়ঙ্কর।

দিনময়ী। কি ?

দীনবন্ধু। এই পাড়াতেই আজ একটি বিধবা-বিয়ে হবে, বরপক্ষের লোকেরা নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপিয়ে দিয়েছে যে, দাদা নাকি বিয়েতে থাকবেন। বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা একদল গুণ্ডা ঠিক ক'রে রেখেছে যে, বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবে; দাদা যদি তাতে বাধা দিতে চান, দাদাকে মারবে।

দিনময়ী। [শিহরিয়া উঠিলেন] ওমা মারবে !

দীনবন্ধু। তাই তো শুনেছি, ভাগ্যে দাদা এখানে নেই; তা ছাড়া তুমি যখন যেতে চাইছ, তখন আসবারও কোন খবর নেই নিশ্চয়।

দিনময়ী। অনেকদিন কোন চিঠিপত্র পাই নি, তুমি আমাকে আজই নিয়ে চল ঠাকুরপো, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, ডান চোখের পাতাটা ক্রমাগত নাচছে কাল থেকে।

দীনবন্ধু। দেখি, ছুটি তো বেশি নেই, এর মধ্যে বীরসিংহায় যাওয়া দরকার একবার।

দিনময়ী। আমাকে পৌঁছে দিয়েই চ'লে এসো তুমি।

দীনবন্ধু। দেখি।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা সেই মহিলাটি, যাঁহাকে হরেন কর্ম্মাটাঁড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন

দীনবন্ধু। [প্রণামান্তে] আপনি চ'লে এলেন যে ?

বিদ্যাসাগর। আমাকে কি সুস্থির হয়ে থাকতে দেবে এরা ? হরেন একে নিয়ে গিয়ে হাজির, এর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে আসতে হ'ল, কি যে করব তাও জানি না। [দিনময়ীকে] আপাতত এইখানেই থাক।

দিনময়ী। বেশ তো। [মহিলাটিকে] এস।

তাঁহাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার এখন ছুটি নাকি ?

দীনবন্ধু। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, আজ বউঠানকে নিয়ে কর্ম্মাটাঁড়ে যাব ভাবছিলাম, আপনার শরীরটা খারাপ শুনলাম, সেখানে—

বিদ্যাসাগর। তুমি একবার রাজকেষ্টকে খবর দাও দিকি, এ মেয়েটির একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলি।

দীনবন্ধু। ডেকে আনব তাঁকে ?

বিদ্যাসাগর। পারলে ভালই হয়।

দীনবন্ধু। যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। এই যে তুমিই এসে গেছ দেখছি, তোমার শরীর খারাপ শুনে বউঠান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর, আছ কেমন ?

বিদ্যাসাগর। খাসা আছি।

দুর্গাচরণ। বিয়ের নিমন্ত্রণে এসেছ বুঝি ?

বিদ্যাসাগর। কার বিয়ে ?

দুর্গাচরণ। এ পাড়ায় আজ যে একটি বিধবা-বিবাহ হচ্ছে—এ খবর পাও নি তুমি? নিমন্ত্রণ-পত্রে তো তোমার নাম ছাপা হয়েছে দেখলাম।

বিদ্যাসাগর। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। না, আমি সেজন্যে আসি নি, আমি এসেছি অন্য কাজে।

দুর্গাচরণ। ও বিয়েতে না যাওয়াই ভাল।

বিদ্যাসাগর। এসেছি যখন, যাব বই কি।

দুর্গাচরণ। শুনছি, বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা একটা মারপিট ক'রে বিয়েটা পণ্ড ক'রে দেবার চেষ্টায় আছে, এমন কি তোমাকেও মারবে ব'লে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তা আর আশ্চর্য্য কি, বীরপুরুষের তো অভাব নেই দেশে।

দুর্গাচরণ। যত সব ছোটলোকের কাণ্ড, যেও না ওখানে। কি দরকার ?

বিদ্যাসাগর। এই স্যাঁতসেঁতে দেশে পুতুপুতু ক'রে বেঁচে থাকারই বা কি দরকার ?

দুর্গাচরণ। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—একজন দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে, নিয়ে আসি তাকে। ভারী আগ্রহ তার।

বিদ্যাসাগর। কে?

দুর্গাচরণ। দাঁড়াও, নিয়ে আসি, এলেই দেখতে পাবে। তুমি কোথাও বেরিও না, আসছি আমি।

চলিয়া গেলেন। বাহিরে দূরে একটা কোলাহল উঠিল। রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এস, দীনো কোথা গেল।

রাজকৃষ্ণ। আসছে, কার সঙ্গে কথা কইছে।

বিদ্যাসাগর। দীনোর মুখে শুনেছ বোধ হয়, আমি এসেছি হরেনের সেই—

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ, শুনেছি সব। হরেনের ভাইটা সত্যিই আবার বিয়ে ক'রে পালিয়েছে। কি করা যায় বল তো?

বাহিরের কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল

রাজকৃষ্ণ। এরা বিয়েটাকে সত্যি সত্যি পণ্ড করবে দেখছি। শুনেছ সব ঘটনা?

বিদ্যাসাগর। শুনেছি।

রাজকৃষ্ণ। কি কাণ্ড দেখ দিকি, আশ্চর্য্য!

বিদ্যাসাগর। এখনও আশ্চর্য্য হচ্ছ তুমি এইটেই আশ্চর্য্য। আমার নিজেরই এখন মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আমিই ভুল করেছি, সারাজীবন সর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে পুঁইগাছে আঙুর ফলাবার চেষ্টা করেছি। [সহসা] কিন্তু ভাই রাজু, সত্যি ক'রে বল তো, একটা বিধবার মুখেও কি হাসি ফোটাতে পারি নি আমি, একজনের জীবনেও কি সুখ

ফিরিয়ে আনতে পারি নি, এত দিনের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

রাজকৃষ্ণ। সকলের খবর তো জানি না, তবে সুখী হয়েছে বইকি কেউ কেউ।

বিদ্যাসাগর। [সাগ্রহে] হয়েছে ?

রাজকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই হয়েছে, হবার তো কথাই।

বাহিরের কোলাহলটা আরও নিকটবর্ত্তী ও স্পষ্টতর হইল। দিনময়ী বাহির হইয়া আসিলেন

দিনময়ী। কিসের এত গোলমাল ?

ব্যস্তসমস্ত হইয়া দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন ও তাড়াতাড়ি কপাটে খিল লাগাইয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। কি হ'ল ?

দীনবন্ধু। একদল গুণ্ডা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে।

বিদ্যাসাগর। করলেই বা, কপাট বন্ধ করছিস কেন ?

দীনবন্ধু। মানে তারা বলছে—

বিদ্যাসাগর। আমাকে মারবে, এই তো ?

দীনবন্ধু। তারা বিয়েটা পণ্ড ক'রে দিতে চায়।

বিদ্যাসাগর। কারও সাধ্য নেই বিয়ে পণ্ড করে, এ বিয়ে হবেই।

কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী হইল, বিদ্যাসাগর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন

রাজকৃষ্ণ। কি দরকার এখন বাইরে যাবার ?

দীনবন্ধু। আপনাকে অনুনয় করছি, আপনি এখন বাইরে যাবেন না।

দিনময়ী। তোমার পায়ে পড়ছি, এখন বেরিও না তুমি।

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

দিনময়ী। ঠাকুরপো, তুমি যাও ওঁর সঙ্গে।

রাজকৃষ্ণ। আমি যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

দীনবন্ধু। কোন ভয় নেই, দাদাকে দেখলেই ব্যাটারা পালাবে সব, ওদের মুখেই যত আস্ফালন।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। যে মাঠাকরুণটী এখন এলেন, তিনি বড় কাঁদাকাটি করছেন, আপনাকে ডাকছেন।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন

দীনবন্ধু। ছুটি নিয়ে এলাম একটু বিশ্রাম করতে, এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।

বাহিরের গোলমাল কমিয়া গেল। দীনবন্ধু ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় নারায়ণচন্দ্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

নারায়ণ। [চুপিচুপি] শুনলাম বাবা এসেছেন ?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ, তুই এতক্ষণ ছিলি কোথা ?

নারায়ণ। বাড়িতেই ছিলাম, তবে—

দীনবন্ধু। কি, ব্যাপার কি বল তো, হয়েছে কি, কি করেছিস তুই ?

নারায়ণ। তা আমি আপনাকে বলতে পারব না, কিন্তু আমি আমার অপরাধের জন্যে সত্যিই দুঃখিত, বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে চাই, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না আমার। আপনি যদি একটু তাঁকে—

দীনবন্ধু। ও বাবা, সে আমি পারব না, তোমার মাকে গিয়ে ধর বরং তিনি যদি কিছু—[বাহিরের খোলা দ্বারের দিকে চাহিয়া] দাদা আসছেন, চল, আমরা ভেতরে যাই।

উভয়ের প্রস্থান। বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর। হেরে গেলাম, ভেঙে চুরে পণ্ড ক'রে দিয়ে গেল সব।

রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

রাজকৃষ্ণ। শুনছি এর পরেই আর একটা লগ্ন আছে, দেখি যদি তাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আমি একটু সামলে-সুমলে দিইগে। আমি যাচ্ছি, বুঝলে ?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না।
রাজকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। উঃ, কি দেশ !

দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দিনময়ী। ওগো, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কি।

দিনময়ী। মেয়েটি ঘ'ষে ঘ'ষে মাথার সিঁদুর তুলে ফেলেছে, বলছে, আমাকে একটা থান দিন।

মেয়েটি প্রবেশ করিল। সত্যই সে মাথার সিঁদুর ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। চুল আলুলায়িত

মেয়েটি। [দিনময়ীকে] কই, আমাকে একটা থান-কাপড় দিন।

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন করছ কেন? তোমাকে তো বলেছি, তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমি—

মেয়েটি। [তিক্তকণ্ঠে] আর আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে না। আপনার ব্যবস্থা আমি জানি, ও নোংরামি আমি আর করব না, বিধবা হয়ে—ছি ছি ছি ছি— আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই—

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন কথা বলছ কেন? তুমি তো কোন অন্যায় কর নি মা, শাস্ত্রে—

মেয়েটি। আপনাদের শাস্ত্র থাক, হিঁদুর ঘরের বিধবা আমি, বামুনের মেয়ে—ছি ছি ছি—আমায় ছেড়ে দিন, আমি কাশী চ'লে যাই [কাশীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল] আমার আর কোন গতি নেই, শাড়ি সিঁদুর আর চাই না আমি, আমাকে একটা থান দিন দয়া ক'রে।

দিনময়ী বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর নতমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন

বিদ্যাসাগর। দাও, তাই দাও, থানই দাও একখানা।

দিনময়ী। এস।

মেয়েটিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। মাটির গুণ, কুসংস্কার সহজে ঘুচতে চায় না।

নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

এই তো হ'ল! সারা জীবন ধ'রে কি করলাম! যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেউ বুঝল না; শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান বার করলাম, কেউ মানল না; আইন পাস করালাম, তাতেও কিছু হ'ল না; ঘুষ দিয়ে লোক ধ'রে ধ'রে বিয়ে দিলাম, তারা দু হাত পেতে টাকাগুলো নিলে, কিন্তু মেয়েগুলোকে ফেলে পালাল; আজ দেখলাম, গুণ্ডা লাগিয়ে বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে; যাদের দুঃখ মোচনের জন্যে এত করলাম, তারাও সুখী নয়—এই তো গাল দিতে দিতে সিঁদুর মুছে থান প'রে কাশী চলল। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] আমিই হয়তো ভুল করেছি—ভুল, ভুল, মহাভুল—হয়তো রসিককৃষ্ণ-বঙ্কিমের কথাই ঠিক, জোর ক'রে কিছু করা যায় না; কিন্তু, অ্যাঁ—[আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] হ্যাঁ, ভুলই

করেছি—নিজের গোঁ নিয়ে মেতে ছিলাম, চোখ চেয়ে ভাল ক'রে দেখি নি হয়তো।

দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি মেয়ে, মাথায় চওড়া সিঁদুর, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, কোলে সুন্দর একটি শিশু

দুর্গাচরণ, ব্যর্থ—ব্যর্থ—সব ব্যর্থ হয়ে গেল—হেরে গেলাম।

দুর্গাচরণ। কিসে হেরে গেলে?

বিদ্যাসাগর। সব দিক দিয়ে হেরে গেলাম ভাই। এ মেয়েটি কে?

দুর্গাচরণ। এটি তোমারই কীর্তি, বালবিধবা ছিল, অতি কষ্টে দিন কাটছিল বেচারীর এর ওর তার দুয়ারে, আবার বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না করছে কেমন দেখ! কি চমৎকার ছেলেটি হয়েছে দেখ দিকি!

মেয়েটি বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিল

বিদ্যাসাগর। তাই নাকি! [সহসা উচ্ছ্বসিত] এই তো, এই তো, এই তো, এই তো দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে এই তো একটি সবুজ শিষ। বাস্—

যবনিকা